চাঁদ সর্দ্দার

(সামাজিক নাটক)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র

গ্রন্থকার ও প্রকাশক
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র
১১নং সদর বক্সী লেন, হাওড়া

প্রথম সংস্করণ

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

প্রিণ্টার
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ দেব
সাধনা প্রেস
৬৭, হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন,
কলিকাতা

"উৎসর্গ"

প্রিয়া! ভুলি নাই, ভুলিব না কভু,
ভুলিবার নাহি অধিকার,
তাই এই ক্ষুদ্র উপহার। ইতি—

তোমারই হতভাগ্য
"স্বামী"

উত্তরপাড়া (পাগলা শ্যামনগর)
পোঃ ফকিরহাট (বাগেরহাট)
জেলা খুলনা
১৬ই আশ্বিন, ১৩৫৫ সাল

নিবেদন

আমার এই ক্ষুদ্র নাটকখানি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা নিবেদন করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেছি। আমার মত লোকের পক্ষে নাটক লিখিতে যাওয়া যে কতখানি দুঃসাহসিক কার্য্য তাহা আমি নিজে ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে অনুমান করা আদৌ সম্ভব নহে। তবুও জানিয়া শুনিয়াই এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। সে যাহাই হউক, নাটকখানি লিখিতে বসিয়া সর্ব্বদাই নাট্যমঞ্চের ভিতরের এবং বাহিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছি। কতখানি কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা আমার বিচার্য্য বিষয় নহে। কারণ নাট্যকার কেবলমাত্র নাটক লিখিতেই পারেন কিন্তু তাহার সাফল্য নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে নাট্যশিল্পীদের উপরই। সুতরাং নাট্যশিল্পী সমাজের সুধী সভ্যবৃন্দ যদি তাহাদের নিপুণ স্পর্শ দ্বারা কোনদিন আমার এই ক্ষুদ্র নাটকখানিকে রূপদান করিয়া সন্তুষ্ট হন, তবেই আমার নাটক লেখা সার্থক হইবে।

নাটকখানিতে ভুল ত্রুটী হয়তো অসংখ্যই রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রয়োজনবোধে নাটকের মুখ্য "প্লট" বজায় রাখিয়া যদি কোনও সহৃদয় নাট্যকার বা নাট্যশিল্পী প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধনের জন্য কোনও প্রকার উপদেশ দেন তাহা হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। অপ্রয়োজনীয় বোধে নাটকখানির কয়েকটী দৃশ্যের প্রারম্ভে "কাল" এর সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতে বিরত রহিয়াছি। আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট এবং নাট্যশিল্পীদের জন্যও উপরোক্ত নির্দ্দেশ প্রদান নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মনে হইবে।

ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য নিজে "প্রুফ" দেখিতে না পারায় নাটকখানির ছাপায় অসংখ্য ভুল রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা-গণের নিকটে সেজন্য করোজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

পরিশেষে আমি বর্ত্তমান কলিকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টের উকিল বন্ধুবর শ্রীযুত নিশিভূষণ ঘোষ বি, এল, মহাশয়ের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। বন্ধুবর অসীম ধৈর্য্য-সহকারে নাটকখানির আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে এই নাটক প্রকাশে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। অলম অতিবিস্তারেন। "বন্দেমাতরম্" "জয় হিন্দ" ইতি

বিনীত—লেখক।

১১নং সদর বক্সী লেন
হাওড়া,
১২ই এপ্রিল, ১৯৪৯ সাল।

চরিত্র

পুরুষ

কালীশঙ্কর রায়—হুগলী জেলার নিয়ামৎপুর গ্রামের জমিদার।

সত্যরায়—বিলাত ফেরৎ জমিদার পুত্র, কলিয়ারীর মালিক, পরে কালীশঙ্কর রায়ের জামাতা।

অরুণ বোস—প্রসন্নদাসের প্রতিবেশীর পুত্র, জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের অন্নে বর্দ্ধিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ভাবপ্রবন যুবক, পরে ডাক্তার কংগ্রেস লিডার, এম, এল, এ।

প্রসন্ন—কালীশঙ্করের বৃদ্ধ চাকর, পরে সত্যরায়ের চাকর।

মিঃ ডি, কে, মিত্র—কয়লাখনির মালিক এবং জমিদার, সত্য রায়ের বয়জ্যেষ্ঠ বন্ধু!

দ্বিজেন মল্লিক—বৃদ্ধ, সৌখিন, বাংলানবীশ এবং ইংরাজী অনভিজ্ঞ কলিয়ারীর মালিক।

মিঃ এস, কে, বোস্—কলিয়ারীর মালিক।

মিঃ এলবার্ট ডেভিড—কলিয়ারীর ইউরোপীয়ান মালিক এবং ইউরোপীয়ান মালিকদের তত্ত্বাবধায়ক।

চাঁদ সর্দ্দার—সাঁওতাল পরগণার বাংলা ভাষাভাষী জঙ্গলী, বর্দ্ধমানের কলিয়ারীর কুলিদের সর্দ্দার।

আশু ভট্টাচার্য্য—সত্যরায়ের ম্যানেজার পরে ডি, কে, মিত্রের ম্যানেজার!

লঙ্কেশ্বর—পেশাদার লাঠিয়াল।

কিঙ্কর—জনৈক গুণ্ডা।

হীরা—অরুণের চাকর।

বিপু—অরুণের শিশুপুত্র।

প্রতাপ আচার্য্য—দারোগা।

শান্তিশরণ—সি, আই, ডি, ইন্‌স্‌পেক্টর।

দুর্গাচরণ—হাসপাতালের বৃদ্ধ ডাক্তার।

দীলিপ দত্ত—হাসপাতালের চীপ্‌ মেডিকেল অফিসার।

কুট্টী, রামুলা, ভুলুয়া, লচমন, লখীয়া, লালু, কলিয়ারীর সর্দ্দারগণ। ডাক্তারগণ, হেডমাষ্টার, উইভিং মাষ্টার, ডাক পিয়ন, আদালতের পিয়ন, বেলিফ্‌, দারোয়ান, লঙ্কেশ্বরের অনুচরগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

কুমুদিনী—কালীশঙ্করের স্ত্রী।

উমা— ঐ কন্যা, পরে সত্যরায়ের স্ত্রী।

অনিমা—অরুণের স্ত্রী।

ছায়া—সত্যরায়ের কন্যা।

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

সময়—রাত্রি ৮টা

স্থান :—কালীশঙ্কর রায় জমিদারের নিয়ামৎপুরের প্রাসাদোপম ত্রিতল বাটীর উমার পড়ার ঘর। [চিন্তান্বিতা ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা অনিন্দ্য সুন্দরী উমা চেয়ারের উপর উপবিষ্টা। প্রসন্ন ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া উমার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। উমা প্রসন্নর দিকে অসহায়ার মত তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল]

উমা। প্রসন্নদা! কি হবে!

প্রসন্ন। ছিঃ দিদি! তুমি যে রাজার মেয়ে। পাগলামি করা তোমার সাজে না। ভুল করিস্ না দিদি!

(হঠাৎ দোতালা হইতে কালীশঙ্কর ডাকিলেন "প্রসন্ন" "প্রসন্ন"। ডাক্ শুনিয়াই প্রসন্ন ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল। অপর দিক্ দিয়া অরুণ প্রবেশ করিল)

অরুণ। (শাসনের সুরে) এ তোমার খুবই অন্যায় উমা!

(উমা গর্জ্জিয়া উঠিয়া উত্তর করিল)

উমা। আমার অন্যায় না তোমার অন্যায়? হ'তে পারি আমি ছেলে মানুষ, কিন্তু তাই বলে তুমি আমায় এম্‌নি নিষ্ঠুরভাবে আঘাৎ দিয়ে চলে যাবে, আর আমি তাই নীরবে সহ্য কর্‌বো, এ কথা যদি তুমি কল্পনাও ক'রে থাকো, তা' হ'লে তুমি খুব মস্ত ভুল ক'র্‌বে, অরুদা!

অরুণ। (সহাস্তে) বেশ তো বড় বড় কথা শিখেছ দেখছি।

উমা। অরুদা! (বলিতেই উমার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল)

অরুণ। ছিঃ উমা! তুই কি সত্যিই পাগল হলি?

উমা। (সরোষে অভিমানের সঙ্গে উত্তর করিল) পাগল এখনও হইনি, হয় তো হ'তে হবে। আর যদি হই, সেও তোমার জন্তে। তুমি কি এখনও আমায় সেই ছোট বেলার উমা মনে করেছ অরুদা! যে শুধু দুটো মিষ্টি কথায় আমায় ভুল বোঝাতে পারবে? সে আশা যদি তুমি ক'রে থাকো তবে তা বৃথাই করেছ।

অরুণ! (উপহাসচ্ছলে উত্তর করিল) না, না, তা-কি হয়, তা-কি হয়? তুমি যে এখন বড় হ'য়েছ। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে বড় বিদ্বান হয়ে পড়েছ। এখন কি আর তোমায় ছেলেমানুষ মনে করা চলে। তুমি যে রীতিমত একজন বুদ্ধিমতী জ্ঞানী হ'য়ে প'ড়েছ আজকাল। কি বল?

উমা। (পূর্ব্ববৎ সরোষে) আমি বুদ্ধিমতী না হ'তে পারি কিন্তু আজ আমি একটা বোঝা পড়া ক'র্‌তে চাই। ছেলে ভুলানো কথায় সন্তুষ্ট হ'তে আজ আর আমি রাজী নই' অরুদা! কিছুতেই না। আমি জান্‌তে চাই কোন্ অধিকারে তুমি আমায় এমনি ক'রে আঘাৎ দিয়ে চ'লে যেতে চাও? কোন্ অপরাধে তুমি আমার জীবনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়ে চ'লে যেতে চাও? কেন? কেন? আমি তোমার কি করেছি? (বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল)

(প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। দেখো দিদি! তুমি ভিতরে ভিতরে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছ। এতটা বাড়াবাড়ি করা তোমার উচিৎ হয়নি দিদি!

উমা। (সক্রোধে) প্রসন্নদা! হ্যাঁ প্রসন্নদা, তুমি বাড়ীর চাকর। আমার কি করা উচিৎ আর কি করা উচিৎ নয়, সে বিচার ক'র্‌বার মত স্পর্দ্ধা তোমার থাকা খুবই অন্যায়। বিশেষ ক'রে তুমি যখন কিছু জানো না, তখন সব কথার মাঝখানে তোমার কথা না বলাই ভাল।

প্রসন্ন। (মুচ্‌কি হাসিয়া) জানি দিদি! সবই জানি। বুড়ো হ'লেও এক সময় তোমাদের মত বয়স আমারও ছিল। আর চাকর হ'লেও তো তোমাদেরই চাকর।

(উমা হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। তাই লজ্জিত এবং দুঃখিত ভাবে বলিল)

উমা। প্রসন্নদা! আমায় ক্ষমা করো। আমায় ভুল বুঝোনা। তুমি যে আমায় কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছ, প্রসন্নদা!

প্রসন্ন। ওরে পাগ্‌লী! তোর উপর কি আমার রাগ করা চলে! কিন্তু তুমি একি ক'রেছ দিদি! এযে বড্ড বিষম ভুল ক'রে ফেলেছ। এত বড় ভুল তো তোমার করা ঠিক্ হয়নি দিদি!

উমা। প্রসন্নদা! প্রসন্নদা! আমি কি সত্যিই ভুল করেছি?

প্রসন্ন। ভুল করিস্‌নি? তুমি রাজার মেয়ে। তোমার বাবা লক্ষ টাকার মালিক, আর অরুণবাবু তোমাদেরই অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে তোমারই বাবার দয়ার উপর মাত্র একটু লেখাপড়া শিখেছে বইতো নয়। বলি বি, এ, পাশ করলেই তোমার যোগ্য হ'লো নাকি? বাড়ী নেই, ঘর নেই, মা নেই, বাপ্ নেই, তুমি ভুল করোনি দিদি? এযে অসম্ভব রকমের ভুল করেছ— এযে অসম্ভব রকমের ভুল ক'রেছ, দিদি!

(হঠাৎ কুমুদিনীর প্রবেশ)

কুমুদিনী। না। ভুল সে করেনি। অরুণ গরীবের ছেলে হ'তে পারে

কিন্তু সে শিক্ষিত। তার বাপের পয়সা না থাকতে পারে. কিন্তু উমার বাপের পয়সার অভাব নেই। উমা আমাদের একমাত্র কন্যা। সে ভুল ক'রতে পারে না। আর করলেও সে ভুল শোধ্রাবার মত ব্যথা তাঁকে আমরা পেতে দিতে পারি না। হ্যাঁ অরুণ! তোমারও এতে একটা ভবিষ্যৎ রয়েছে। আমি আশা করি তুমি এত বড় একটা ভুল কিছুতেই ক'রবে না। প্রসন্ন! চলো। বাবুর খাওয়ার বন্দোবস্ত করবে, চলো। (প্রসন্ন ও কুমুদিনীর প্রস্থান)

উমা। অরুদা!

অরুণ। তুমি যে আমার ছোট বোন্ উমা!

উমা। (সক্রোধে) না, না, না। কিছুতেই না। তা হ'তে পারে না।

অরুণ। এ ভুল তুমি কেন করলে উমা?

উমা। জানিনা।

অরুণ। কিন্তু এযে অসম্ভব।

উমা। কেন অসম্ভব?

অরুণ। আমাকে যেতেই হবে।

উমা। তোমাকে যেতেই হবে! কেন তোমাকে যেতে হবে?

অরুণ। কেন, তা কি তুমি বুঝবে, উমা! না, তা তুমি বুঝবে না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে আমাকে যেতেই হবে। আর তোমার এ ভুল তোমাকে শোধরাতেই হবে।

উমা। অরুদা! তুমি সত্যিই এত নিষ্ঠুর!

অরুণ। এখন তো দেখছি তাইই। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

উমা। (গর্জিয়া উত্তর করিল) না, না, না। তোমার যেতে হবে না, তুমি যেতে পারবে না। কিছুতেই না।

অরুণ। (গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল)

ছেলে মাহুষী তোমার সাজে কিন্তু আমার তা সাজে না, উমা! আমি পুরুষ। নিজেকে মাহুষ ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হবে। মহুষ্যত্বের খাঁটী আদর্শ নিয়ে আমাকে আমার কর্ম্মশক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। আর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাকে বাঁচ্‌তে হবে, বাড়্‌তে হবে, আর সমাজকেও বাঁচিয়ে নিয়ে তাঁকে সুষ্টুভাবে বাড়্‌বার সাহায্য কর্‌বার জন্ত চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।

উমা। তাতে তোমার লাভ?

অরুণ। লাভ লোকসান্ কিছু ভেবে দেখিনি, তবে এটা পুরুষের কর্ত্তব্য, এই আমার ধারণা।

উমা। তাহ'লে কি তুমি বল্‌তে চাও তোমার অন্ত কোনও কর্ত্তব্য নেই? সমাজকে গ'ড়ে তোল্‌বার কাজই কি তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য, অরুদা!

অরুণ। হ্যাঁ, আছে। তবে সব চেয়ে সমাজ-সেবাকেই আমার প্রধান কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহন করেছি। সমাজের বাঁচা এবং বাড়া এ দুইই নির্ভর করে বেশীরভাগ পুরুষেরই উপরে। তাই সমাজকে বাঁচাতে এবং বাড়াতে না পার্‌লে পুরুষের জীবনের কোন সার্থকতাই নেই—এই আমার বিশ্বাস।

উমা। কিন্তু আমার বাবার এই বিরাট জমিদারী, লক্ষ লক্ষ টাকা, এই রাজপুরীর মত বাড়ী, এ সবে কি তুমি সুখী হবে না বল্‌তে চাও অরুদা? এ সবে কি তোমার সমাজ সেবার কাজে সাহায্য ক'র্‌বে না?

অরুণ। বিলাসের পুষ্পশয্যা গরীবের জন্ত তো নয়, উমা। তাছাড়া ব্যক্তিগত সুখ আমি চাইনা। সমষ্টির সুখের পথ খুঁজে বের করাই পুরুষের কাজ। সে কাজে তুমি আমায় বাধা দিওনা,

বোন্! আমায় মনুষ্যত্বের পথে এগুতে দাও। মানব জীবনের আদর্শ লাভের জন্য আমায় চেষ্টা ক'রতে দাও। সে পথে তুমি এম্‌নি ক'রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িওনা, বোন্! আমায় মুক্ত ক'রে দাও। হ্যাঁ! তাছাড়া আমি যে গরীব!

উমা। অরুদা! তুমি এত নিষ্ঠুর!

অরুণ। না বোন্, আমি নিষ্ঠুর নয়। আমার প্রাণেও স্নেহ, মায়া, ভালবাসা সবই আছে। কিন্তু তাই বলে নিজের এই অমূল্য জীবনটাকে বিলাসের পুষ্পশয্যায় এলিয়ে দিতে পারি না, উমা!

উমা। কিন্তু আমি কি তোমার কেউ নয়?

অরুণ। একি বল্‌ছো, উমা! (হঠাৎ অরুণের কণ্ঠস্বর আদ্র হইয়া উঠিল। নিজেকে খানিকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া পরে বলিল) উমা! উমা! তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমায় আমার আদর্শের পথে এগুতে দাও। জীবনের প্রারম্ভে তুমি এমনি একটা অভিশাপ দিয়ে আমার ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িওনা, উমা!

(উমা নীরব। শুধু মর্ম্মাহতভাবে অরুণের দিকে তাকাইল। অরুণ হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থভাবে বলিল)

উমা! উমা! তুমি আমায় দূর ক'রে দাও। তোমাদের কাছ থেকে আমায় দূর ক'রে দাও।

উমা। (অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া ক্রোধভরে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল) না, আমি তা পার্‌বো না—আমি তা সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না।

(প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। দিদি! বাবু তোমায় ডাক্‌ছেন।

উমা। এখনই যেতে হবে?

প্রসন্ন। হ্যাঁ, তাইত মনে হ'লো।

(হঠাৎ উমা চলিয়া গেল)

(অপর দিক্ হইতে কালীশঙ্করের প্রবেশ। অরুণ চলিয়া যাইতেছিল, পিছন দিক্ হইতে কালীশঙ্কর ডাকিলেন।)

কালী। অরুণ! দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে আমার কটা কথা আছে।

অরুণ। তা আমায় উপরে ডাকলেই তো পারতেন, জেঠামশাই! আপনি নিচে পর্য্যন্ত নেমে এসেছেন!

কালী। তুমি যে বি, এ, পাশ করেছ। তাই আমি নিজেই এলাম।

(অরুণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কালীশঙ্করের মুখের দিকে তাঁকাইল। কোনও কথা বলিল না।)

হ্যাঁ, বসো। তুমি জানো, আমি বহু-বিত্তশালী জমিদার। তুমি এও জানো, আমি পুত্র সন্তানহীন। একমাত্র কন্যা উমাই আমার এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কি! কোনও উত্তর দিচ্ছ না যে?

অরুণ। (বিনীতভাবে) কি উত্তর দেবো, জেঠামশাই?

কালী। এ কথা বোধহয় তুমি এরই মধ্যে অস্বীকার কর'তে পারনা যে আমার দয়াতেই তুমি আমারই অন্নে বর্দ্ধিত হ'য়ে আমারই পয়সায় আজ বি, এ, পাশ কর তে পেরেছ?

অরুণ। অস্বীকার! কেন অস্বীকার কর্‌বো জেঠামশাই? এ সব আপনি কি বল্‌ছেন?

কালী। আমি ঠিক্‌ই বল্‌ছি। তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল? বল, উত্তর দাও।

অরুণ। না।

কালী। কি ভাবে তুমি আমার বাড়ীতে এসেছিলে, তাও বোধ হয় এতদিনে প্রসন্নর কাছ থেকে জেনেছ?

অরুণ। হ্যাঁ। প্রসন্নদার কাছে শুনেছি—আমার তিন বছর বয়সে আমাদের দেশ বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। তখন দুর্ভিক্ষে এবং মহামারীতে আমাদের গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিল।

কালী। আর কিছু শুনেছ?

অরুণ। আর শুনেছি, আমিও সেই সমস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেরই একটী বিশিষ্ট পরিবারেরই সন্তান।

কালী। কি অবস্থায় এখানে এসেছিলে, তা জান?

অরুণ। হ্যাঁ, জানি। আমার একমাত্র পিতার মৃত্যুর পরদিন প্রসন্নদাই আমাকে আপনার এখানে নিয়ে এসেছিল।

কালী। তখন তোমার বয়ষ কত ছিল, তা শুনেছ?

অরুণ। বল্লামইতো তিন বছর। কিন্তু আপনি কি বল্‌তে চান' জেঠামশাই, দয়া ক'রে তাইই বলুন্।

(কুমুদিনীর প্রবেশ)

কুমুদিনী। বলি, অরুণ কি কাঠগড়ার আসামী নাকি? ওকে এতো সব কি জেরা করা হচ্ছে? রাত্তির যে অনেক হলো।

কালী। দেখো, সব সময় সমস্ত কথার মাঝ্খানে স্ত্রীলোকের কথা না বলাই ভাল। হ্যাঁ, অরুণ! আমি তোমায় আর বেশী বিরক্ত কর্‌বো না। আর মাত্র দুটো কথা। হ্যাঁ, তুমি কি বল্‌তে চাও—-এ সমস্তই আমি অন্যায় ক'রেছি।

অরুণ। অন্যায় করেছেন! জেঠামশাই! (মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া) না। আপনি কি বল্‌তে চান্ বলুন। আপনি আমার অন্নদাতা, আপনার অর্থে, আপনার দয়ায় আমি বি, এ, পাশ ক'রতে পেরেছি। বলুন্, বলুন্ জেঠামশাই! আর কি আপনি বল্‌তে চান্?

কালী। আমি বল্‌তে চাই, আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক আমি তোমাকেই ক'রে যেতে চাই।

অরুণ। ঐশ্বর্য্যতো আমি চাইনি, জেঠামশাই!

কালী। তুমি না চাইতে পারো কিন্তু উমা আমাদের একমাত্র কন্যা, সে চায়।

অরুণ। তা'র এ চাওয়াটা কি তার ভুল্ হ'তে পারে না, জেঠামশাই?

কালী। হয়তো হ'তেও পারে। কিন্তু তার ভুল বিচার কর্‌বার মত সুবিধে আমার নেই। সে ভুল করলে আমাকে তা মেনে নিতে হবে।

অরুণ। বেশ্, আমায় চিন্তা কর'তে দিন।

কালী। তাই হোক্। তুমি চিন্তা ক'রে দেখো। কিন্তু তোমার এই চিন্তার ফলে আমাদের শেষ জীবনটায় একটা নিদারুণ আঘাৎ পেতে না হয়, সেদিকে যেন তোমার খেয়াল থাকে। হ্যাঁ, তা'হলে এখন আমি উপরে যাচ্ছি। তুমি কালই, হ্যাঁ, তা কাল না হয় পরশুই, তোমার উত্তরটা আমাকে জানিয়ে দিও। হ্যাঁ, অরুণ! আর একটা কথা। ভাবপ্রবণতা জিনিষটায় বড় কবি হওয়া যেতে পারে কিন্তু বাস্তব জীবনে ও জিনিষটায় দুঃখই এনে দেয় বেশী। হ্যাঁ, তা হ'লে পরশুই তোমার উত্তরটা জানিয়ে দিও।

অরুণ। বেশ্, তাই হবে।

কালী। হ্যাঁ, আব একটা কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—উপকারীর প্রত্যুপোকার করাটাই জীবনের পূর্ণ সফলতা, এটা যেন ভুলে যে'য়ো না।

অরুণ। হুঃ।

(কালীশঙ্কর ও কুমুদিনীর প্রস্থান)

অরুণ। (একাকী)

স্নেহ, ভালবাসা, কর্ত্তব্য, কৃতজ্ঞতা! এরা সবাই একসঙ্গে জোট্ পাকিয়ে আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতে চাইছে! তাইতো কি আমি চাই, সুখ না দুঃখ?

(হঠাৎ প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। মানুষ সুখই চায়। সাধ ক'রে দুঃখ কেউ চায় না, অরুণ বাবু!

অরুণ। কিন্তু মানুষ হ'য়ে জন্মে, শুধু ঐশ্বর্য্যের মোহে মানুষের কর্ত্তব্যকে ভুলে যাবো! একটু চেষ্টাও কর্‌বো না? তা হয় না, প্রসন্নদা!

প্রসন্ন। কেন হয় না? খুবই হয়।

অরুণ। না প্রসন্নদা! আমি তা হ'তে দেবো না। আমার জীবনটাকে আমি এমনি ভাবে অন্যের ইচ্ছার উপর, অন্যের সুখের জন্য বিলিয়ে দিতে পারি না, কিছুতেই না।

প্রসন্ন। কিন্তু কি কর্‌বে অরুণ বাবু?

অরুণ। চেষ্টা কর্‌তে হবে, দেখ্‌তে হবে। অর্থ, বিত্ত, এ সবইতো সংসারের ব্যাধি, প্রসন্নদা! এ ব্যাধির হাত থেকে আমায় মুক্ত হ'তে হবে, আমায় মুক্ত হ'তে হবে।

প্রসন্ন। (জনান্তিকে) পাগল, বদ্ধ পাগল! (প্রকাশ্যে) বেশ, তাই করো। (প্রস্থান)

(অরুণ একাকী পদাচরণ করিতে লাগিল)

অরুণ। কর্ত্তব্য! একটা পরিবারের উপর কর্ত্তব্যের বিনিময়ে আমি বৃহত্তর জগতের সেবা কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা স্বেচ্ছায় হারাব! না, তা হয় না। আমার যেতেই হবে।

(সহসা উমার প্রবেশ)

উমা। না, তা পারবে না, পা'রতে দেবো না।

অরুণ। কে? তুমি! উমা! তুমি এখনও ঘুমোওনি উমা?

উমা। ঘুম্? হাঁা, ঘুমোবো। এই যাচ্ছি। অরুদা! আমায় একটা কথা দেবে?

অরুণ। কি, কি কথা বল দেখি?

উমা। বল, আমার কথা রাখ্‌বে?

অরুণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাখ্‌বো। বলই না।

উমা। আমায় না বলে, আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে, তুমি আমাদের বাড়ী ছেড়ে যাবে না, বলো। আমি যে তোমার ছোট বোন্, অরুদা!

অরুণ। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, তাই হবে। এখন যাও, উপরে গিয়ে ঘুমোও। রাত অনেক হ'য়েছে। (উমার প্রস্থান)

(পুনরায় প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। অরুণ বাবু! কিছু ঠিক্ করলে?

অরুণ। হাঁা, আমি আজই রাত্তিরের গাড়ীতে দিল্লী রওনা হচ্ছি।

প্রসন্ন। আজই?

অরুণ। হ্যাঁ, আজই।

প্রসন্ন। তারপর?

অরুণ। জানিনা।

প্রসন্ন। কৃতজ্ঞতাটা বুঝি এই ভাবেই প্রথম থেকে দেখাতে সুরু করলে?

অরুণ। জানিনা।

প্রসন্ন। এই বিশাল জমিদারী, অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সমস্ত কি তোমার কিছুই চাই না?

অরুণ। না।

প্রসন্ন। পাগ্‌লামি ছাড়ো, অরুণ বাবু!

অরুণ। তা হয় না।

প্রসন্ন। তবে তুমি কি চাও?

অরুণ। আমি কি চাই, তা তুমি বুঝ্‌বে না, প্রসন্নদা!

প্রসন্ন। (রাগান্বিত হইয়া) ভাল। তবে বুড়োর একটা কথা মনে রেখো। এ তোমার জীবনের অভিশাপ।

অরুণ। এ আমার জীবনের আশীর্ব্বাদ।

প্রসন্ন। বেশ, তাই হোক্। কিন্তু আমি বলি, এ তোমার জীবনে ভগবানের অভিশাপ।

অরুণ। তাই যদি হয়, আমি সেই অভিশাপই বহন কর্‌বো।

(পট পরিবর্ত্তন)

প্রথম অঙ্ক।

২য় দৃশ্য।

স্থান ঃ—কালীশঙ্কর রায়ের নিয়ামৎপুরের বাড়ী। কালীশঙ্কর গড়গড়ায় তামাক টানিতেছেন। কুমুদিনী পার্শ্বে সোফায় উপবিষ্টা। উমা পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছে।

—গান—

ওরে নিঠুর! কেন খুল্‌লে প্রাণের দ্বার,
ছিল ভাল রুদ্ধ দুয়ার, কক্ষ অন্ধকার ॥
তুমি দিলে আলো যদি প্রাণে,
আবার কেন নিভিয়ে দিলে,
আলোর পরে অন্ধকারায়,
রইতে নারি আর।
মুক্তিবাণী শুনাও ওগো প্রভু!
এমনি ক'রে অন্ধকারায় জীবন যাবে শুধু?
তাইতো নিঠুর! তোমার আরাধনা,
তোমার তরে প্রাণের এ আল্‌পনা।
তুমি খোলা ঘরে, খোলা প্রাণে,
মানো এবার হা'র।
(এসে) বিষাদ ঘেরা প্রাণে আমার,
ঘুচাও অন্ধকার ॥

কালী। (গানান্তে কালীশঙ্কর ডাকিলেন) প্রসন্ন! প্রসন্ন!

(প্রসন্নের প্রবেশ)

হ্যাঁ, প্রসন্ন, অরুণ............(অরুণের নাম্ করিতেই প্রসন্ন কালীশঙ্করের মুখের কথা টানিয়া লইয়া বলিল)

প্রসন্ন। ছোটলোকের ছেলে, একেবারে ছোটলোকের ছেলে। ঘি-দুধ, পেটে সইবে কেন? কপালে কোথায় একটু খোঁচা ছিল, তাই ভাগ্যির জোরে একটু লেখাপড়া শিখে ফেলেছে। ছোটলোক, একেবারে ছোটলোক, বাবু!

(উমা প্রসন্নর কথায় বিরক্ত বোধ করিতে লাগিল)

উমা। প্রসন্নদা!

প্রসন্ন। কেন, কিসের এত খাতির শুনি? এইতো আঠারটা মাস কেটে গেল। কোথায়, কি ভাবে আছে, একখানা চিঠি লিখে কি জানাতে পারতো না? ছোটলোক্, একেবারে ছোটলোক। হাঁ বাবু! দিদিমণি যে এরই মধ্যে এমনি হাটা চলা ক'রে বেড়াচ্ছে, কাজটা কিন্তু ভাল হ'চ্ছে না। ডাক্তার শুন্‌লে কিন্তু খুব চটে যাবে। অমন গোয়ার ডাক্তার আমি আর কখনও দেখিনি।

(টেলিগ্রাফ হস্তে পিওনের প্রবেশ)

পিওন। বাবু, টেলিগ্রাফ্। (কালীশঙ্করের হস্তে দিয়া প্রস্থান)।

কালী। টেলিগ্রাফ্! দেখি, দেখি, নিশ্চয়ই অরুণ করেছে। বাঁচা গেল, বাঁচা গেল। (বলিয়াই যেন একটা স্বস্তির এবং আনন্দের ভাব প্রকাশ করিলেন। কুমুদিনী ও উমা উভয়ের মুখেই যেন একটা অপারিসীম আনন্দ প্রবাহ পরলক্ষিত হইল। কালীশঙ্কর টেলিগ্রাফ্ খুলিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালীশঙ্করের মুখ মলিন হইয়া গেল। হাত হইতে হতাশভাবে টেলিগ্রাফের কাগজখানা পড়িয়া গেল।)

কুমুদিনী। কে তার করেছে? অত ভাব্ছো কি? (মুহূর্তে কালীশঙ্কর নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইলেন)।

কালী। হ্যাঁ, প্রসন্ন! ওরা এই ট্রেনেই আস্‌ছেন। টেলিগ্রাফ করেছেন। তুমি এক্ষুনি গাড়ীটা নিয়ে ড্রাইভারকে ষ্টেশনে যেতে ব'লে এসো। (কালীশঙ্কর ব্যস্ত মানুষ, তাই আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।)

কুমুদিনী। ওঃ! তাই বলো— ওরা এখনই আস্‌ছেন। কিন্তু ওদের পরশু আস্‌বার কথা ছিল না?

কালী। হ্যাঁ. ছিল, তবে তাদের কি সব অসুবিধের জন্যে ওরা আজই আস্‌ছেন। ভালই হয়েছে। শুভস্য শীঘ্রং।

(প্রসন্ন বাহিরে গিয়া ড্রাইভারকে ষ্টেশনে যাইতে বলিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল)।

কুমুদিনী। হ্যাঁ, উমা! তুমি কিন্তু ডাক্তারের কথা মত ঠিক্ চল্‌ছোনা। বুকের অসুখ জিনিষটা ভাল না, মা! ডাক্তার বলেছে, ওসব হার্ট ফাঁটের অসুখে একটু সাবধান থাকাই ভাল।

উমা। (অকারনে হঠাৎ রাগিয়া গেল) বেশ, আমি যাচ্ছি। এখনই উপরে গিয়ে শুয়ে থাক্‌বো। আমায় ডেকোনা কিন্তু। নিষেধ করে দিচ্ছি। রাতদিন হার্টের অসুখ, আর শুয়ে থাকা। (বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল)।

কালীশঙ্কর। প্রসন্ন! তোমার দিদিমনিটী যে হঠাৎ রেগে গেলেন?

প্রসন্ন। ওতো বলেইছি, বাবু! আজকাল ওর এমন খিট্ খিটে মেজাজ হয়ে উঠেছে, তা আর কি বলবো। বলি, আম্‌রা তার কি করবো?

কালী। হ্যাঁ, প্রসন্ন! উমা বলে কি?

প্রসন্ন। কত কথাইতো দিদিমনি বলে। (বলিয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল)

কালী। আহা তা নয়, তা নয়। বলি এই ধর, ও বলে কি?

প্রসন্ন। আমি বাবু! আপনার কথা ঠিক্ বুঝ্‌তে পারছিনে।

কালী। আ-মলো! আমি বল্‌ছি এই ধর, তুমি বুড়ো মানুষ। তুমিইতো আজকাল ওর এক রকম সঙ্গী। তোমার সাথে ওর সব কথাই তো হয়। তাই এই ধর অরুণের কথা, এই ধর, এই যে বিয়ের কথা হচ্ছে, এই যে আজ ওকে দেখ্‌তে আস্‌ছে, এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে ওর কোনও কথাই হয়নি?

প্রসন্ন। তা দু একটা কথা হয়েছে বইকি। তবে হ্যাঁ, আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না জিজ্ঞাসা কর্‌লে দিদিমণি নিজে কিছু বলেন না।

কালী। আহা তাইতো, আমিও তো তাইই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। এই ধর, আহা বলই না, বলেই ফেল না।

প্রসন্ন। কি বল্‌বো, বাবু! আপনি ঠিক্ কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, আমি এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।

কালী। এই সোজা কথাটা বুঝলে না? তা বুঝবে কেন? তা বুঝবে কেন? (বিরক্ত হইয়া) আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি যে তুমি খুঁটিয়ে খুটিয়ে — জিজ্ঞাসা — কর্‌লে — তোমার দিদিমণি — অরুণের সম্বন্ধে—বা এই বিয়ের সম্বন্ধে—তোমায় কিছু—বলেছে কিনা? এখন বুঝলে? এখন বুঝলে আমি কি জিজ্ঞাসা করছি?

প্রসন্ন। আজ্ঞে বাবু, হ্যাঁ।

কালী। তা হ'লে দয়া ক'রে এখন আমায় একটু ব'লে কৃতার্থ করো, বুঝলে?

প্রসন্ন। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কালী। (সক্রোধে) আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ। (মুখ ভেঙ্গচি দিলেন)

প্রসন্ন। আজ্ঞে, অরুণ বাবুর কথা উঠলেই দিদিমণির মুখখানা যেন এত কালো হ'য়ে যায় যে আমার মনে হয় অরুণ বাবুর কথা ওর কাছে না তুল্‌লেই যেন ভাল হয়।

কালী। (সক্রোধে) বলি, আমি তার কি করবো? আমি তার কি করবো? ব্যাটা বেয়াদপ, নেমোক্‌হারাম। (বলিয়াই প্রসন্নকে ধমক দিলেন। প্রসন্ন থতমত খাইয়া একটু সরিয়া দাড়াইল। এবং হাত কচলাইতে লাগিল)

কালী। (পুনরায় প্রসন্নকে ধমক্ দিয়া) ব্যাটা ন্যাকা কোথাকার! ন্যাকামী করবার আর যায়গা পাও না?

প্রসন্ন। (হাত কচলাইতে কচলাইতে) বাবু!

কুমুদিনী। শুধু শুধু তুমি ওকে গালাগাল্ করছ কেন? বুড়ো মানুষ।

কালী। শুধু শুধু? এ্যাঁ, শুধু শুধু? কে ওকে অরুণের কথা জিজ্ঞাসা করেছে? কেন ও আমার সাম্‌নে অরুণের নাম উচ্চারণ করলো? ওকে আজই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে, তারপর অন্য কাজ।

কুমুদিনী। বারে! তুমিই তো ওকে জিজ্ঞাসা করলে যে উমা অরুণের কথা কিছু বলে কিনা!

কালী। মিথ্যে কথা, কখনও না। আমি তা জিজ্ঞাসা করিনি, করতে পারিনে, কিছুতেই না। একটা জোচ্চোর, নেমোকহারাম। কেন আমি তার কথা জিজ্ঞাসা করতে যাবো? সে আমার কে? আমি জিজ্ঞাসা করেছি—উমা তার এই বিয়ের সম্বন্ধে ওর কাছে কিছু বলেছে কিনা।

প্রসন্ন। (ক্ষুব্ধভাবে) না।

কালী। (মুখ ভেঙচি দিয়া) "না", "না," অমনি বললেই হলো "না," আর আমি তাই বিশ্বাস করলাম? আমাকে বোকা পেয়েছ, না? আমি তোমাকেও চিনি, তোমার দিদিমনিকেও চিনি। অম্‌নি বল্লেই হ'লো "না"? বল্ বল্ দেখি, ব্যাটা! আমায় ছুঁয়ে বলতে হবে। আমায় ছুঁয়ে বল দেখি যে তুই উমাকে তার এই বিয়ের সম্বন্ধের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিস্ কিনা?

আর সে কিছু বলেছে কিনা? বল্, বল্, বল্, আমায় ছুয়ে বল্‌তে হবে। (বলিয়া হাত ধরিয়া টানিলেন) তোমাদের আমি নূতন দেখ্‌ছি, না?

প্রসন্ন। আজ্ঞে বাবু! বল্‌ছি, বল্‌ছি।

কালী। কি বল্‌ছিস্?

প্রসন্ন। এই বিয়ের কথা দিদিমনি যা বলেছে।

কালী। হ্যাঁ, বলো, বলো। বলোতো দেখি। আমিও তো বলি—প্রসন্ন আমাকে ঠিক্ বল্‌বেই, না বলেই পারে না।

প্রসন্ন। আজ্ঞে, দিদিমনি বলেছে যে আপনি আর মা ঠাকরুণ যা করবেন, তাই নাকি তার ভাল।

কালী। এঁ্যা! বলেছে, বলেছে! কেন?

প্রসন্ন। আপনারা নাকি তার মন্দ করতে পারেন না।

কালী। (কুমুদিনীকে) ওগো শুনেছ? শুনেছ? উমা কি বলেছে শুনেছ? আমি তো তোমায় আগেই বলেছি—উমা আমার তেমন মেয়ে নয়। কেমন? এখন শুনলে? শুনলে? বাবা বাঁচা গেল, বাঁচা গেল।

কুমুদিনী। তা না হয় হলো কিন্তু ওদের বিষয়সম্পত্তি, বাড়ী, ঘর. তুমি একবার দেখ্‌তে যাবে না?

কালী। আ-ম'লো! এতদিন বসে শুনলে কি? কল্‌কাতার উপর বিরাট চারতালা বাড়ী, বিশাল জমিদারী, বর্দ্ধমানের দুই দু'টো কলিয়ারীর মালিক, ছেলে বিলেৎ ফেরৎ, বয়স সাতাশ কি আঠাশ। এর আবার কি দেখবো বলতো? তা ছাড়া আমার এই বিশাল জমিদারী, এওতো তারই হবে। এর আর কি দেখবো বলতো? এর আর কি দেখবো?

প্রসন্ন। বাবু ছেলেটা ?.........................

কালী। হুঃ, বাবু ছেলেটা! তুমি যেমন বুদ্ধিমান! আরে, ছেলেতো এখনই ওদের সঙ্গে এখানে আস্‌ছে। কি বল ? তুমি কি বল ? প্রসন্ন কি বলিস্ ? ভাল সম্বন্ধ নয় ?

প্রসন্ন। আজ্ঞে বাবু! ভাল ব'লে ভাল, এযে খুবই ভাল সম্বন্ধ। তবে বাবু! আমার একটা কথা।

কালী। কি ? আবার কি কথা ?

প্রসন্ন। এই অরুণ বাবুকে—শেষবারের মত একবার খোঁজ ক'রে দেখ্‌লে হয় না ?

কালী। হারামজাদা! কেবল তোমার অরুণবাবু, অরুণবাবু, অরুণবাবু? ব্যাটা বদ্‌মাইশ, নেমোক্‌হারাম, বেরো, বেরো, আমার বাড়ীথেকে। (বলিয়া প্রসন্নর গলা ধাক্কা দিলেন)

কুমুদিনী। আহা! কি ক'রছ ? কি ক'রছ ? প্রসন্ন বুড়ো মানুষ। ছিঃ, কি করছো ? তুমি কি পাগল হ'লে ?

কালী। এঁ্যা, কি কর্‌ছি ? ব্যাটাকে যত নিষেধ করি যে অরুণের নাম এ বাড়ীতে উচ্চারন ক'রতে পার্‌বিনে, তত ব্যাটাচ্ছেলে, "অরুণ-বাবু" "অরুণবাবু" ক'রে আমায় একেবারে পাগল ক'রে দিল! বলি আমি কি মরেছি নাকি যে ব্যাটা আমার কানে অনবরত "রামনাম" দিচ্ছে ? ওকে আজই এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে তারপর ছাড়বো। (হঠাৎ অদূরে মটরের হর্ণ শোনা গেল। কালীশঙ্কর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন)

কালী। (খুব ব্যস্তভাবে) প্রসন্ন, প্রসন্ন! ঐ ওরা সব এসে পড়েছেন। যাও, যাও, প্রসন্ন! যোগাড় কর, যোগাড় কর, ঠাকুরকে ব'লে এসো—চা, খাবার, সব যে'নো,—বুঝেছ ? হ্যাঁ, তোমার দিদিমণিকে ব'লে এসো, ওরা এসেছেন। আমি ডাক্‌লেই

যেন একবার এখানে আসে। (কুমুদিনীকে) ওগো! তুমিও একটু যাওনা? একটু যাওনা! একটু দেখে শুনে······বুঝ্‌লে? হ্যাঁ, প্রসন্ন! সাবধান, তোর ঐ "দুর্গানামটা" যেন ওদের কানে দিস্‌নে, বুঝ্‌লি? যা, যা, শীগ্‌গীর ক'রে যা। (পুনঃরায় কুমুদিনীকে) ওগো, যাওনা একটু। ভিতরে গিয়ে সব ঠিক্ ঠাক্ কর্‌তে বলনা। প্রসন্ন! দেরী ক'রোনা, দেরী ক'রোনা।

প্রসন্ন। আজ্ঞে, যাচ্ছি। (প্রসন্নর প্রস্থান)

কালী। ওগো তুমিও যাওনা একবার। দেরী করছ কেন? ওরা যে এসে পড়্‌লেন। সব যোগাড় কর, যোগাড় কর।

(হাসিতে হাসিতে কুমুদিনীর প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া দ্বীজেন মল্লিক, সত্যরায় এবং ডি, কে মিত্রের প্রবেশ, দ্বীজেন বাবু সাদা ধুতি, চাদর পরিহিত, অপর দুইজনের সাহেবী পোযাক।)

কালী। আসুন্, আসুন্, আস্‌তে আজ্ঞে হোক্। বসুন্, বসুন্, বড্ড কষ্ট হয়েছে আপনাদের, বড্ড কষ্ট হয়েছে। ওহে, প্রসন্ন! ব্যাটা গেল কোথায়? বড্ড কষ্ট হয়েছে আপনাদের।

দ্বিজেন। না, না, তেমন কিছু নয়। এখান থেকে এটুকু, তা এতো গাড়ীতেই এলাম।

কালী। তাহ'লেও বড্ড কষ্ট হ'য়েছে আপনাদের।

ডি, মিত্র। ওঃ, তেমন কিছু নয়, তেমন কিছু নয়। আপনি বসুন।

(সকলে সোফায় বসিলেন)

দ্বিজেন। আমাদের দু'দিন আগে আসা হ'য়ে গেছে। ভাগ্যি তারটা পেয়েছিলেন ঠিক্ মতো, তা না হ'লে হয়তো বেশ একটু অসুবিধেই পড়তে হ'তো।

কালী। হ্যাঁ, তারটা ঠিক্ মতই এসেছিল, তাইতো গাড়ীটাও ঠিক্ মত পাঠাতে পেরেছি।

ডি, মিত্র। তা তেমন আর কিইবা হ'তো? না হয় হেঁটেই আস্তাম।

দ্বিজেন। তোমাদের আর কি ভায়া! তোমাদের গায়ে জোর আছে, সবই পারো। আম্‌রা এখন ঠিক্ তোমাদের মত পেরে উঠিনে। বয়স তো প্রায় ষাট পেরিয়ে গেল।

কালী। তাহ'লে আপনি দেখছি প্রায় আমারই বয়সী। আমারও এই পঞ্চান্ন চল্‌ছে। (ইতিমধ্যে প্রসন্ন চা, খাবার, সিগারেট ইত্যাদি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। সকলে চা পান করিতে লাগিলেন। চা পান করিতে করিতে দ্বীজেন বাবু বলিলেন)।

দ্বিজেন। হ্যাঁ, কালীবাবু! আগে থেকে ব'লে নেওয়াই ভাল। আমাদের কিন্তু এই ৯টা ১০ এর লোকালে কল্‌কাতায় ফিরতে হবে। সত্যবাবুর বাড়ীতে কা'ল আমাদের কলিয়ারীর মালিক সমিতির একটা জরুরী বৈঠক্ রয়েছে। হ্যাঁ, সত্যর বাবা, আমার খুব নিকট বন্ধু ছিলেন। তাই তার মৃত্যুর পর আমাকেই ওর সব একটু দেখা শোনা ক'র্‌তে হচ্ছে।

কালী। তা, উনি নিজে বুঝি দেখা শোনা করেন না?

দ্বিজেন। হ্যাঁ, সে তো করেনই। তবে বাবাজী কেবল বিলেৎ থেকে এসেছেন, তার উপর ছেলে মানুষ। এ সব এখনও ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি। ঝঞ্চাটতো কম্ নয়। হ্যাঁ, তা এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয়টা করিয়ে দেই। ইনি হচ্ছেন মিঃ ডি, কে, মিত্র। ৫টা কলিয়ারীর মালিক। সত্য বাবাজীর চেয়ে বয়সে বড় হ'লেও ইনি ওর একজন বিশিষ্ট বন্ধু। আর এই আমাদের সত্যবাবু! আপনার ভবিষ্যৎ জামাতাও বল্‌তে পারেন। কি বলেন মিঃ মিত্র? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। (হাসিলেন)

কালী। নমস্কার। (ডি, কে, মিত্র ও সত্যকে) হ্যা, নমস্কার। আমার দেহটা খুব ভাল ছিল না, তাই ষ্টেশনে যেতে পারিনি। কিছু মনে কর্‌বেন না আপনারা।

ডি, মিত্র। No, No, that's alright, that's alright. Dwijen Babu, it is eight fifteen now. (বলিয়া হাতের ঘড়িটা দেখিলেন) সঙ্গে সঙ্গে দ্বীজেন বাবু কট্‌মট্‌ করিয়া ডি, কে, মিত্রের দিকে তাকাইলেন।

সত্য। আপনার ঘড়ী Slow. Mr. mitter. It is eight thirty now.

দ্বিজেন। (সক্রোধে) বলি— এতে আমায় নিয়ে আস্‌বার দরকাব কি ছিল? জানোই তো আমি ঐ ম্লেচ্ছো ভাষা জানিনে, ইচ্ছে ক'রেই শিখিনি। সমস্ত গাড়ীটায় তোম্‌রা দু'জনে বানরের মত কিচির মিচির করেছ, আবার এখানেও সুরু কর্‌লে!

সত্য। না, দ্বিজেন কাকা! আমাদের এটা ভুল হ'য়ে গেছে। (বলিয়া গোপনে হাসিলেন।)

দ্বিজেন। হ্যাঁ, কালীবাবু! সময় তো হ'য়ে এল। মা লক্ষ্মীটীকে দয়া ক'রে একবার ডাকান। একটু আলাপ করেই যাই। এই দু মিনিট।

কালী। কিন্তু আপনারা এখনই যাবেন, এ কিন্তু খুব অন্যায় কথা।

ডি, মিত্র। No, no, That's alright. That's alright.

দ্বিজেন। এ্যাঁ? আবার "অলরাইট"! বলি "অলরাইট"টে কি হে বাপু? ও সব "অলরাইট" "টলরাইট" তোম্‌রাই তা হ'লে ব'সে ব'সে করো, আমায় ছেড়ে দাও তো হে! বুঝ্‌লেন, কালীবাবু! ঐ ইংরাজীর নাম শুন্‌লেই আম্মার গা জ্বালা ক'রে ওঠে, রীতিমত শরীর আমার গরম হ'য়ে ওঠে।

সত্য। মিঃ মিটার! (সত্য ইসারায় ডি, কে, মিত্রকে ইংরাজী বলিতে নিষেধ করিল) হাঁ্যা, দ্বিজেন কাকা! আপনার আহ্নিকের সময় হ'লো না?

দ্বিজেন। তা হ'লো বই কি? তা ওটা কল্‌কাতায় ফিরে গিয়েই সারবো। তোমাদের মত নকল সাহেবদের নিয়ে যা ঝঞ্ঝাটে পড়েছি, তাতে আর আহ্নিক! বলি, বাঙ্গালীর ছেলের খাঁটী বাঙ্গালীই হওয়া উচিৎ। তোমাদের মত দুটো পাঁচটা "অলরাইট" আমিও কি কিছু শিখতে পারতাম না? কিন্তু ধাতে সয় না, বুঝলে, ধাতে সয় না। হাঁ্যা, কালীবাবু! আমাদের তো সময় হ'য়ে এলো!

কালী। কিন্তু আপনারা এখনই যাবেন, এটা কি ভাল দেখাবে?

ডি, মিত্র। কিছুনা, কিছুনা। বিশেষ ক'রে আপনি যখন সত্যর শ্বশুর হ'তে চলেছেন............।

কালী। বেশ! আপনাদের যা ইচ্ছে। ওহে প্রসন্ন! ব্যাটা গেল কোথায়?

(প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। আজ্ঞে, বাবু!

কালী। তোর দিদিমনিকে একবার এখানে আস্‌তে বল্‌তো। হাঁ্যা, তোর মাকেও আস্‌তে বলবি। বুঝলি? (প্রসন্নর প্রস্থান। কিছু পরে উমা ও কুমুদিনী প্রবেশ করিলেন। উভয়ে ধীরে ধীরে যাইয়া কৌচে বসিলেন)

কালী। এই আমার মেয়ে, নাম উমা। আর ইনি, ওর গর্ভধারিণী। উমা! মা, নমস্কার করো, এদের নমস্কার ক'রো। (উভয়েই সবাইকে নমস্কার করিল)

দ্বিজেন। তোমার নাম কি মা?

উমা। উমা।

ডি, মিত্র। লেখাপড়া কতদূর করেছ ?

উমা। বাড়ী বসে ম্যাট্রিক্ দিয়ে এবার পাশ করেছি।

দ্বিজেন। দেখো সত্য, দেখো মিত্তির সাহেব, কিছু তোমাদের জিজ্ঞাসা করবার থাকে তো চট্ ক'রে ক'রে নাও।

ডি, মিত্র। গান বাজ্না............ ?

উমা। সামান্য শিখেছি।

দ্বিজেন। তাঁ বেশ। ওটা বেশী না শেখাই ভাল।

ডি, মিত্র। সত্যকে একটা গান শুনিয়ে নিলে ভাল হয় না, দ্বিজেন বাবু ?

দ্বিজেন। হ্যাঁ, তা ভালই তো। তা মা! এদের একটা গান শুনিয়ে দাও তো। এরা তো সব সাহেব। হ্যাঁ, মা! একটা কীর্ত্তন গে'য়ো কিন্তু।

কালী। হ্যাঁ মা! সেই কীর্ত্তনটা শুনিয়ে দাওতো, যেটা আমায় তুমি প্রায়ই শুনিয়ে থাকো। (উমা পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতে আরম্ভ করিল।

১। গান (কীর্ত্তন)

শ্যামল সুন্দর, সুঠাম তনুখানি,
বাজাইত বাঁশরী যবে।
গৃহ ছাড়ি কিশোরী, সকলি পাশরী,
ধাইত যমুনাতে সাঝে ॥
প্রেমে গদ গদ বাঁশী, বাজাইত শ্যামশশী,
ভুলাইত সকলি জ্বালা।
সে মোহন বাঁশরী, শুনিলে যে কিশোরী,
ভুলে যেতো সে যে রাজবালা ॥
গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, সকলি সহিতো সে,
গৃহে ফিরে আসিত সে যবে।
তবুও সে বাঁশরী, শুনিলে যে কিশোরী,
ধাইত যমুনারই জলে ॥

ডি, মিত্র। চমৎকার হ'য়েছে। (সকলকে নমস্কার করিয়া উমা ও কুমুদিনীর প্রস্থান)

কালী। মেয়েটী বড্ড লক্ষ্মী। আজকাল্‌কার দিনে এমন ঠাণ্ডা, শান্ত মেয়ে সত্যিই খুব কম্ মেলে। অবশ্য নিজের মেয়ে ব'লে বল্‌ছিনে।

দ্বিজেন। আমারও তাই মনে হ'লো।

কালী। তা ১৫ হাজার টাকা আমি নগদই দেবো। গহনাও সব দেবো। তা ছাড়া বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী ঘর, সে সবইতো বহু আগেই ওর নামে লিখে রেখেছি।

দ্বিজেন। ও সব আর আম্‌রা কিছু বল্‌তে চাই নে, আপনার যা খুসী তাই করবেন। বাবাজীর তো আমার অভাব নেই। তবে হ্যাঁ, মেয়েটী সত্যর যোগ্যাই বটে।

কালী। তা হ'লে দয়া ক'রে এ বিষয়ে আমাকে একটা খবর শীগ্‌গীরই দেবেন। বুঝ্‌তেইতো পার্‌ছেন, কন্যাদায় গ্রস্থের কি জ্বালা।

দ্বিজেন। নিশ্চয়ই। কা'লই মতামত পাকাপাকি জানিয়ে আপনাকে সংবাদ দেবো।

সত্য। দ্বিজেনকাকা! আপনি কথা দিতে পারেন।

দ্বিজেন। বেশতো, এই তো শুন্‌লেন। এ কাজ পাকাপাকিই হ'য়ে রইল। এখন দিন তারিখ দেখে, একটা শুভদিনে.........

কালী। কিন্তু একটী কথা। বিয়ে আমার কল্‌কাতার বাড়ীতেই হবে।

ডি, মিত্র। সে তো আরও ভাল কথা।

দ্বিজেন। তা হ'লে এখন আসি আম্‌রা। (বলিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

কালী। প্রসন্ন! প্রসন্ন! বলি গেল কোথায়? (প্রসন্নর প্রবেশ) যাও, ড্রাইভারকে এদের এক্ষুণি ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে বল, বুঝ্‌লে?

ডি, মিত্র।
সত্য। } নমস্কার।
দ্বিজেন।

কালী। নমস্কার।

(প্রসন্ন সহ দ্বিজেন, ডি, কে, মিত্র এবং সত্যর প্রস্থান, অপর দিক দিয়া কুমুদিনীর প্রবেশ)।

কুমুদিনী। ওরা কি বলে গেলেন?

কালী। (হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া) তার মানে?

কুমুদিনী। মানে, তোমার মেয়ে দেখে ওদের পছন্দ হ'য়েছে কি না?

কালী। তার মানে?

কুমুদিনী। আমি জানি না। বল্‌ছি ওদের মেয়ে দেখে পছন্দ হ'য়েছে কি না, অথচ এই সহজ কথাটা উনি বুঝ্‌তেই পারছেন না।

কালী। (উচ্চৈস্বরে হাসিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! ও! তাই বলো। ওরা কি বলে গেলেন, তাই জান্‌তে চাইছ? তা বল্‌বে আর কি? ওগো, এ আমার মেয়ে হে, আমার মেয়ে, দেখে অপছন্দ কেউ করতে পারে? এ রকম মেয়ে আজকাল ক'টা মেলে বল্‌তে পার?

কুমুদিনী। নাও হ'য়েছে। তা হ'লে এই কাজই হচ্ছে?

কালী। হচ্ছে মানে? দেনা পাওনা সবই পাকাপাকি ঠিক্ হ'য়ে গিয়েছে। এখন শুধু দিন দেখা, আর বিয়ে দেওয়া, ব্যাস্।

কুমুদিনী। তা হ'লে সেটাও ঠিক্ ক'রে ফেলো। বিয়ের ঝঞ্ঝাট তো আর দু'টোখানি কথা নয়।

কালী। ওই যা বলেছ, ঐ খানেইত যত মুস্কিল। ঐ সমস্ত ঝামেলার কথা মনে হ'লে আমার মাথা একেবারে খারাপ হ'য়ে যায়। টাকায় তো আর সব হয় না, লোক্ কোথা? দৈ, সন্দেশের বায়না দেওয়া, বিয়ের বাজার করা, নেমন্তন্নর চিঠি লেখা, কত কাজ।

কুমুদিনী। তা, এসবই তো কর্‌তে হবে।

কালী। কর্‌তে তো হবেই কিন্তু কি করি বলো তো? বড্ড বিপদে পড়তে হবে যে!

কুমুদিনী। নায়েবদের আস্‌তে খবর পাঠাও। ম্যানেজারবাবুকে সদরে আস্‌তে লেখো।

কালী। হ্যাঁ, তা ঠিক্ বলেছ বটে, কিন্তু ম্যানেজারটা যে একেবারে গোবর গণেশ হে, একটা আস্ত গোবর গণেশ। কি করে যে লেখাপড়া শিখেছিল, তাই শুধু ভেবে পাইনে। শুধু ইয়া এক ভুঁড়ী, যেন একটা ফুটবল। অকর্ম্মা, একেবারে অকর্ম্মা!

কুমুদিনী। তা, হলে জমিদারী চলে কি ক'রে? তোমার যা বুদ্ধি.........।

কালী। তা ওটা ও বেশ ভালই বোঝে। জমিদারীর কাজটা ম্যানেজার চালায় ভাল, কিন্তু আর কোনও বুদ্ধি ওর নেই। কার উপর এ ঝঞ্ঝাটটা চাপান যায় বল দেখি? এযে বড় সমস্যার মধ্যে পড়তে হল!

কুমুদিনী। নায়েবদের মধ্যে কারও উপর... .....।

কালী। তোমার যা বুদ্ধি। নায়েবগুলো ৫৲ টাকা খরচা কর্‌লে ৫০৲ টাকার জমা খরচ লিখবে। জমিদারের কর্ম্মচারী কি না, ওরা একেবারে পুকুরচুরী কর্‌তে জানে। ভার দিয়েছি, কি মেরেছে। ঐ নায়েবগুলো আগামাথা চোর।

কুমুদিনী। আর জমিদার বুঝি খুব সাধু?

কালী। (হঠাৎ চটিয়া গিয়া) তার মানে ?

কুমুদিনী। তার মানে, তোমার এই বিয়ের ঝঞ্ঝাটটা ঘাড়ে নিয়ে কেউ উদ্ধার ক'রে দিলে তুমি বেঁচে যাও। এইতো ?

কালী। ওই যা বলেছ। তোমার বুদ্ধি আছে। তা তেমন লোক কই হে ? কার উপরই বা এ সবের ভার দেওয়া যায়। মহা-মুস্কিলে পড়তে হবে যে !

প্রসন্ন। (ইতস্ততঃ করিয়া) তা বাবু ! অরুণবাবুকে একটু খোঁজ করলে হয় না ?

কালী। হারামজাদা ! আবার ঐ নাম ? অরুণবাবু ? পাজি, নচ্ছার, বেইমান্ !

প্রসন্ন। বাবু !

কালী। আবার বাবু ? বলি তাকে পাবে কোথায় শুনি ? হারামজাদা ! তাকে পাবি কোথায় ? যত বাজে কথা, বুড়ো হ'য়ে গেল অথচ কোনও আক্কেল হ'ল না।

প্রসন্ন। শুনেছি, তিনি নাকি বর্দ্ধমানের কোন্ কলিয়ারীতে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করছেন।

কালী। করবে না ? করবেই তো। ছোটলোকের ছেলে, দু'পয়সা ক'রে খেতে হবে তো। তাই যত ছোটলোক, ইতর, কুলি, খালাসী, তাদের ফাঁকি দিয়ে হোমোপথি করছে, আর সিফিলিস্, গণোরিয়া, পক্স ঘাটছে। তানাহ'লে ওকে পয়সা দেবে কে ? খাবে কি করে ? নেমোক্হারাম হ'লে তাদের দশা শেষ পর্য্যন্ত ঐ রকমের হয়, বুঝলে ? নেমোক্হারাম, একেবারে নেমোক্হারাম। নেমোক্হারামের ভবিষ্যৎতো ঐ হবেই। ওযে জানা কথা !

কুমুদিনী। কার কাছে শুনলে প্রসন্ন ? তা, তার ঠিকানাটা জানতে পেরেছ ? কে বললে তোমাকে ?

প্রসন্ন। কে যেন বল্‌ছিলো, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কালী। হ্যাঁ, প্রসন্ন! উমাকে এ খবরটা দিয়েছ?

প্রসন্ন। আজ্ঞে দিয়েছি।

কালী। তা সে কিছু বল্‌লো নাকি?

প্রসন্ন। আজ্ঞে, না।

কালী। তা বল্‌বেইতো না। অমন লক্ষ্মী মেয়ে! বুঝ্‌লো না কেবল অরুণ ছোক্‌রাটা।

(কুমুদিনী কয়েক মিনিটের জন্য পদচারণ করিতে করিতে বাহিরে গেলেন। কালীশঙ্কর এই সুযোগে ইসারা করিয়া প্রসন্নকে নিকটে ডাকিলেন এবং চুপে চুপে প্রসন্নকে বলিলেন।)

কালী। হ্যাঁ, প্রসন্ন! তোমাকে যদি পাঠিয়ে দেই, তবে তুমি অরুণকে খোঁজ ক'রে আন্‌তে পারো? তোমায় বক্‌শিশ দেবো, তোমায় পাঁচ শ' টাকা বক্‌শিশ দেবো, হাজার টাকা বক্‌শিশ দেবো। তবে দেখো যেন কেউ জান্‌তে না পারে, বুঝলে?

প্রসন্ন। চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি, বাবু!

(এই সময় কুমুদিনী পদচারণ করিতে করিতে আবার ভিতরে আসিলেন।)

কুমুদিনী। প্রসন্নকে তুমি কি বল্‌ছিলে?

কালী। কই না, কিছুইতো বলিনি! কখন বল্‌ছিলাম?

কুমুদিনী। ওঃ, তাই বলো। (প্রস্থান)

কালী। প্রসন্ন! প্রসন্ন! বলি তোমার মা ঠাক্‌রুন শুনেছে নাকি? এ্যা! শুনেছে নাকি?

প্রসন্ন। না, উনিতো এখানে ছিলেনই না।

কালী। তুমি তাহলে আজই রওনা দাও, প্রসন্ন! হ্যাঁ, হাজার টাকা, হাজার টাকা, বক্‌শিশ দেবো, আর যদি উমার পাকা দেখার আগে এনে দিতে পারো, তবে দু'হাজার টাকা দেবো। (কিছুক্ষণ পদচারণ করিয়া) অনেক কাজ কিনা বিয়ের, তাই, বুঝলে?

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম—দৃশ্য

স্থান :—বর্দ্ধমান জেলার (কলিয়ারী অঞ্চলের কুলীদের বস্তী। অরুণের হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারী। কয়েকটা ভাঙ্গা আলমারী, একখানা টেবিল, একখানা চেয়ার, আর কয়েকখানা রোগীদের বসিবার বেঞ্চ। অরুণ কয়লার খনির সমবেত কুলীদের ঔষধ দিতে ব্যস্ত।)

অরুণ। লছমন্, তোমার স্ত্রীর পেটের সে বেদ্‌নাটা কমেছে?

লছমন্। কমে নাইরে, বাবু!

অরুণ। কেন? ক'মা উচিৎছিল। পরশু থেকে বিছানাতেই শুয়েছিল তো?

লছমন্। সেইটা কেম্‌নে হয়, ডাক্তার বাবু?

অরুণ। কেন? বার্ বার্ ক'রে ব'লে এলাম যে, ও যেন বিছানা থেকে না নড়ে, তবুও কাজে গিয়েছে বুঝি?

লছমন্। সেই দিনটায় তো আরামই হই গেইছিল।

অরুণ। তবে আবার হ'লো কেন? সত্যি কথা বলতো ভাই!

লছমন্। বলবো? তু কিচ্ছুটা বল্‌বি নাই তো?

অরুণ। না, বরং ভাল ওষুধ দেবো।

লছমন। ঘরকে দানা ছিল নাই। বহুৎ বারণ দিলাম, শুনলেক নাই। বল্লেক— "ছেইলা মেইয়াগুলান্ খাবেক কি না?" অমনি কাম্‌কে গেল। বুঝতেই তো পার্‌ছিস্ বাবু! অত বড় ছেইলা যার পেট্‌কে, চল্‌তে পারবেক্ কেমনে? কিচ্ছুটা খাট্‌নীর পর ক্ষণিকটা জিড়ান কর্‌ছিল, অম্‌নি লাইন সাহেবটা জানোয়ারটার

মত আসি গর্দ্দানটা ধরি দুইটা লাথী মারলেক। সেই লাগাৎ যে পেটের দরদটা বাড়ি গেল, সেইটা বাবু! কিছুতেই ভাল হইছেনারে।

অরুণ। হুঁ। শোনো, লখিয়া আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে আর কাজে যাবে না। আমি ওষুধ দিচ্ছি, আবার তিন দিন পরে আস্‌বে, ভাল হয়ে যাবে।

লছমন। সেইটা কেম্‌নে হয় বাবু? আমার একলার রোজেতো আর চলবেক নাই। ছেইলা মেইয়াগুলান্ তাইলে ভূখা মরবেক্ যে!

অরুণ। (দৃঢ় কণ্ঠে)

না। ভূখা মর্‌বেক না। আমি কালই ওদের ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো। প্রসবের পরও দুই মাস পর্য্যন্ত লখিয়া বাড়ী বসে যাতে মাইনে পায় তার ব্যবস্থা করবো।

লছমন। তেমনি সাহেব লয়রে বাবু, তেমনি সাহেব লয়। জন মরবেক তবুও ছুট্টিটা দিবেক নাই।

অরুণ। দেবে, আলবৎ দেবে। হ্যা! কিষন, তোমার ছেলেটাকে এদিকে নিয়ে এসো তো? দেখি ওর কি হয়েছে। এর বয়স কত?

কিষন। নয়টা সাল পার হই গেল। সাহেব বল্‌তেছ্, আস্‌ছে শীতে ওকে লাইনে কাম দেবেক।

অরুণ। তা কত মাইনে দেবে?

কিষন। সুরুতে তো পাঁচ আনা বাবু! ঐটা তো রেটই রইছে।

অরুণ। কাজ ক' ঘণ্টা?

কিষণ। সক্কালকে আট বাজে লাগবেক আর রাত আট বাজে ফিরবেক।

অরুণ। তোমাদের বস্তীর কতগুলো এই বয়সের ছেলে কলিয়ারীতে কাজ করে?

কিষণ। তা আশী লব্বইটা হবেক বৈকি।

অরুণ। হুঁ। যাও, এই ওষুধটা নিয়ে যাও। দুবার করে খাওয়াবে।
(ওষুধ দিল)

হ্যা কিষণ! তোমাদের পাড়ার সর্দ্দারকে কা'ল আমার সঙ্গে দেখা করতে বল্‌বে। জরুরী কাজ আছে। (কিষনের প্রস্থান)

(ব্যস্তভাবে হাঁফাইতে হাঁফাইতে দুখীয়ার প্রবেশ)

দুখীয়া। ডাক্তারবাবু! কাল রাত্তির থেইকে আমাদের বস্তীটায় কালী-মায়ের ব্যামো লেগেইছে। সাতটা মারা গেল, আরও নয়টার ভাবটা ভাল নাই। জল্‌দি করি তোমার যেইতে লাগবেক, ডাক্তারবাবু!

অরুণ। এ্যাঁ! কাল রাতে কলেরা দেখা দিয়েছে, আর আজ এখন বেলা ৫টা বাজে! তোদের ঘরের কাছে রয়েছি অথচ একবার ডাক্‌তেও পারিস্‌নি?

দুখীয়া। সেইটা কেম্‌নে হয় বাবু? তুমি ভদ্দরলোক, রাত্তির কালটায় কুলী বস্তীটায় ভদ্দরলোকেরা তো যায় নাই, বাবু! তাইতে আবার মা'র লেগেইছে। সেইটার দরুণ তো আসি নাই।

অরুণ। (ক্রোধান্বিত হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল) কে বলেছে—আমি ভদ্দর-লোক? আমি ভদ্দরলোক না। আমি কুলী, আমি কলিয়ারীর খালাসী।

দুখীয়া। বাবু!

অরুণ। কলিয়ারীর মালিকগুলো যে তোদের কাঁচা খায় না কেন, তাই শুধু ভাবি।

দুখীয়া! খেইতে পারলে কি আর ছাড়তো?

অরুণ। চলো! নাও, এই ব্যাগ্‌টা নাও।

(কাঁদিতে কাঁদিতে ভূলুয়ার প্রবেশ)

ভূলুয়া। (ক্রন্দনের স্বরে) ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! আমার সর্ব্বনাশটা হইছেগো, সর্ব্বনাশটা হইছে! আমি তো আর বাচ্‌বেক নাইরে। আমার সর্ব্বনাশটা হই গেলরে!

অরুণ। চিৎকার কর্‌ছো কেন, কি হয়েছে কি?

ভূলুয়া। (পূর্ব্ববৎ) সর্ব্বনাশটা হই যাইছে, ডাক্তারবাবু! আমার সর্ব্বনাশটা হই গেল!

অরুণ। আঃ! বলইনা কি হয়েছে? চিৎকার কর্‌ছো কেন?

ভূলুয়া। আমি বল্‌তে লারি গো, ডাক্তারবাবু, আমার সর্ব্বনাশটা হই গেল।

অরুণ। বলনা ভাই কি হয়েছে। দেখ্‌ছনা—ডিমা বস্তিতে কলেরা লেগেছে। আমায় এখনই সেখানে ছুট্‌তে হবে। শীগগীর ক'রে বল।

ভূলুয়া। কা'ল রাত্‌কে আটটার বাদে বুলুয়া কাম থেক্কে ঘর্‌কে আস্‌তেছিল। ঘণ্টা পার হই গেল, সাহেব বুলুয়াকে আধা ঘণ্টা বাড়তি কামে লাগাই দিল। সক্কল লোকেরা ছুট্টি পাই ঘরকে ছুট্ দিল। বুলুয়াটা একলাটী আস্‌তে লাগলো। রাস্তার মাঝকে উয়ার সাহেবটা আরও তুইটা তিনটা সাহেব উয়াকে ভেট কর্‌লো। পয়লা ইসারায় কি বললো, বুল্‌য়া ডর্‌কে ছুট লাগাই দিল কিন্তু সাহেবরা উয়াকে ছোট্ট সাহেবটার বাঙালাটায় ধরি লিয়ে গেল। আজ সক্কালকে সাত বাজতে ছাড়ি দেইছে। সর্ব্বনাশটা হইছে, ডাক্তারবাবু, আমার বুলুয়ার সর্ব্বনাশটা হইছে। বাইরে আঙ্গিনায় ঠাঁই ক'রে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাদ্‌তেছ্। আর আমাকে তোমার কাছটায় পাঠাই দিল। বুলুয়াকে হারাইলেতো আমি বাঁচতে লারবেক, ডাক্তারবাবু! বুলুয়ারতো কিচ্ছুটা দোষটা নাই, ডাক্তারবাবু! কি হবেক! কি হবেক ডাক্তারবাবু?

অরুণ। (গম্ভীর ভাবে) সেই লম্বা সাহেবটা বুঝি, যেটা তেমাদের বস্তী দিয়ে একটা কুকুর নিয়ে প্রায়ই সন্ধ্যের পর ঘুরে বেড়ায়?

ভূলুয়া। ঐটা তো ছিলই; আরও দুইটা তিনটা ছিল।

অরুণ। আচ্ছা, যাও, তুমি বাড়ী যাও। আমি বস্তী থেকে আস্‌ছি। আজই এর ব্যবস্থা করবো। হাঁ, বুলুয়াকে ঘরে আস্‌তে দেবে, বল্‌বে— ডাক্তার বলেছে।

ভূলুয়া। তা পাড়ার ঘোট আমাকে ছাড়বেক কেনে?

অরুণ। তাদের বল্‌বে— ডাক্তার বলেছে। আর তুমি এক ঘণ্টা বাদে লালু, কুটি, রামলু আর চাঁদ সর্দ্দারকে এখানে আস্‌তে বল্‌বে। বল্‌বে—খুব জরুরী কাজ। তারা যেন একবার দেখা ক'য়ে যায়।

ভূলুয়া। আচ্ছা বাবু! তাইলে যাইছি।

অরুণ। হ্যাঁ, বুলুয়াকে কিছু বল্‌বে না। আর কেউ যদি কিছু বলে, বল্‌বে—ডাক্তার বলেছে।

দুখীয়া। ডাক্তারবাবু! বড্ড ডেরী হই যাইছে।

অরুণ। হ্যাঁ, চলো।

(অরুণ সহ সকলের প্রস্থান)

(কয়েক মিনিট পরে অপর দিক হইতে লালু, কুটী, রামলু ও চাঁদ-সর্দ্দারের প্রবেশ। হীরা আলমারী পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত।)

লালু। ওগো, আমাদের ডাক্তার কোন্ ঠাঁই গেলরে?

হীরা। এই ডিমা বস্তিতেই কলেরা লেগেছে।

(অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিল)

ঐ, ঐ বাড়ীতে গিয়েছেন। এখনই এসে পড়বেন।

লালু। ডিমায় মা'র লেগেইছে! শুন্‌ছিস্ কুটী! ডাক্তার নাকি সেই মারের ভিতরে গেইছে! ডাক্তার কি দেব্‌তা নাকি রে! না কিছু মন্তর তন্তর জানে গাঁ?

হীরা। যেমন তোমাদের ডাক্তার।

কূট্রী। বহুৎ টাকা পাবেক যে। মা'র লাগ্‌লে ডাক্তাররা বহুৎ টাকা পায়গো।

লালু। আরে! আমাদের এই ডাক্তার যে টাকা লেয় নারে।

রামলু। এ্যা! টাকা ল্যায় না তো উয়ার চলে কেম্‌নে?

লালু। আরে সেইটা জান্‌ছিস্ নাই? কুলীদের কাছ থেইকে ওযে একদম্ টাকা ল্যায়নারে। এই যে রোজ দিনটায় একশ, দেড়শ কুলী বস্তীর জনরা যে দাবাই লেইছে, ডাক্তার তার দাম্‌টাও লেইছে নারে। তবে হা, বাবুদের কাছ থেইকে, সাহেবদের কাছ থেইকে বহুৎ টাকা নাই দেইলে, বাবুদের দেউড়ীতে পাটী দেয় নাই রে।

রামলু। তু কি বল্‌ছিস্ রে?

লালু। আরে তু তো আর দেশ্‌কে থাকিস্ নাই, জান্‌বি কি সে? একটীবার দেখিয়েই লে— ডাক্তার কেমন লোকটা বটে। দেবতা বটে, দেবতা।

রামলু। আরে ভদ্দরলোকতো বটে? টাকা একদম্ ল্যায়-না, কেম্‌নে হয়!

কূট্রি। আরে তেম্‌নি ভদ্দরলোক লয়রে, কিচ্ছুটা গরব নাই, ডেমাক্ নাই। দিনরাত দাবাই দেইছে। রাত্‌কে কেউ বেমার পড়্‌লে, শুধাইলেই ধাইছে।

চাঁদ্। সাহেবগুলান কিন্তু ডাক্তারের পরে বহুৎ বিগ্‌ড়ে গেইছে। ঘোট পাকাইছে—ডাক্তারকে ভাগাই দেবে।

রামলু। ক্যানে?

কূট্রি। কে জান্‌ছে।

(হঠাৎ ব্যস্তভাবে অরুণের প্রবেশ)

সর্দ্দার! তোম্‌রা এসেছ। তোমাদের সঙ্গে খুব জরুরী কথা আছে। বসো ভাই সব।

চাঁদ্। ডাক্তারবাবু! সাঁঝ্‌তো হই গেল। তুটা খেই লাও গে না। আম্‌রা তো বস্‌বই।

অরুণ। কেমন ক'রে খাবো ভাই? ঘরের পাশে ডিমা বস্তিতে কলেরা লেগেছে। সাতরায়ও নাকি দু তিন জনের দাস্ত বমি হচ্ছে। তাছাড়া সর্দ্দি, কাশী, জর-এর তো আর অন্ত নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একশ জনের মধ্যে নব্বই জনেরই অসুখ। খাবার আমার সময় কই, চাঁদ্ সর্দ্দার!

কুট্টি। এমনটা খাট্‌লে তুমিও যে ব্যারামে পড়্‌বেক। ভদ্দরলোক, এতটা সইবেক ক্যানে?

অরুণ। তা কি হয় ভাই? মানুষ মর্‌বে, আর আমি আরাম কর্‌বো? হ্যাঁ, চাঁদ্ সার্দ্দার! তোমাদের খবর পাঠিয়েছি কেন জানো?

চাঁদ্। কেম্‌নে জান্‌বো? আম্‌রা তো নিজেরাই এইছি। তুমি কি তলব্ পাঠাইছ নাকি? কই! আম্‌রাতো সেই তলবটা পাই নাই, ডাক্তারবাবু!

অরুণ। তাহলে খবরটা পাওনি? অন্য কাজে এসেছ বুঝি?

চাঁদ্। হ্যাঁ, একটা জরুরী কাজ পড়্‌লো, তাইতো আস্‌বার লাগ্‌লো।

অরুণ। জরুরী কাজ! কি বলতো?

চাঁদ্। ভুলুয়ার বৌটাকেতো জানো, ডাক্তারবাবু?

অরুণ। কে, বলুয়া?

চাঁদ্। হ্যাঁ, ঐ বলুয়াটা।

অরুণ। (অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে) তা, তার হয়েছে কি?

চাঁদ্। ঐটা বহুৎ খারাপ কথা, বল্‌বার সরম লাগে। উয়াঁর ইজ্জৎ নাই। উয়াঁর ইজ্জৎটা নষ্ট হই গেইছে। ভুলুয়াটা উয়াঁকে বড্ড ভালবাসে। উয়াকেতো ভুলুয়া ঘরকে লিবেকই। কিন্তু তাইতে আমাদের সমাজটার জাতটা তো আর থাক্‌বেক নাই, ডাক্তার বাবু!

অরুণ। কেন, বলুয়ার হয়েছে কি? করেছে কি সে?

চাঁদ্। কাল সে সাহেবদের কুঠিতে রাত কাটাইছে। ইজ্জৎটা খোয়াই দেইছে। আজ এইসে বল্‌ছে—সাহেব জোর করি ধরি লই গেল।

রামলু। ঝুটা বল্‌তেছ্। টাকা পাইছে গো। আরে, ভুলুয়াটা কি আর জান্‌তোই না রে? ঐটা মতলববাজী কথা বটেক।

চাঁদ। সেইটা হবেক ক্যানে রে? সেইটা হয় নাই। তবে বুলুয়ার দোষটা আছে কি নাই, সেইটা ঠিক বোঝা যাইছে নাই। ডাক্তার বাবু? তুমি বুঝি কিচ্ছুটা শোন নাই? কি আর বলবো! সাহেব কুঠিতে বুলুয়ার তো জাৎটা গেইছে, এইক্ষণটায় আমাদেরও তো জাতটা থাকছে নাই। ভুলুয়াটা বল্‌তেছ্—বুলুয়াকে জান্ থাক্‌তে সে ছাড়্‌বেক নাই, ঘরকে লিবেকই। তাইলেতো আমাদের সমাজটা লষ্ট হই যাবেক। তা কেম্‌নে হবেক, ডাক্তার বাবু!

অরুণ। (গম্ভীর ভাবে) তা, আমি তার কি কর্‌বো?

চাঁদ। ভুলুয়াটা বড্ড গোয়ার আছে। কারু কথা সে শুন্‌বেক নাই। তোমাকে ও বহুৎ মান্যি করে। তুমি ডাক্তারবাবু! উয়াকে বুলুয়াকে ঘরকে লিতে লিষেধ করি দাওগো। নাই তো আমাদের জাত্‌টা থাক্‌বেক নাই যে!

অরুণ। কেন, জাত্‌টার কি হবে?

চাঁদ। তুমি ডাক্তারবাবু! এইটা কর, আমাদের জাত্‌টা বাঁচাই দাও।

অরুণ। চাঁদা! আমি সবই শুনেছি, কিন্তু তোমরা কি মানুষ নও? হ'তে পারো তোম্‌রা কুলীমজুর, হ'তে পারো তোম্‌রা অশিক্ষিত জঙলী কিন্তু তাই বলে কি তোম্‌রা কোনও দিনও মানুষ হবে না? বড় দুঃখ হয়, চাঁদা! তোমাদের জন্যে।

চাঁদ। কেনে! ডাক্তারবাবু?

অরুণ। কেন! এই কালিয়ারীর মালিকগুলো তোমাদের কি ভাবে পশুর মত খাঁটিয়ে নিচ্ছে, কি ভাবে যুগ-যুগ ধ'রে চক্রান্ত ক'রে তোমাদের রক্ত শোষণ কর্‌ছে, কি ভাবে তোমাদের উপর অবিরাম অবিচার, অত্যাচার ক'রে চল্‌ছে, তা কি তোম্‌রা কখনও বুঝতে চেষ্টা ক'রে থাকো? কই সে দিকে তো তোমাদের বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই! অথচ তাঁদেরই জবরদস্তির ফলে, তাদেরই পাশবিক অত্যাচারের ফলে, আজ বুলুয়ার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে, তাকে তোম্‌রা ঘরের বাইরে ক'রে দেবার জন্যে জোঠ পাঁকিয়ে সুপারিশ কর্‌তে এসেছ! তোমাদের লজ্জা থাকা উচিৎ। আর তোম্‌রাই আবার তোমাদের সমাজের মাতব্বর আর মরুব্বি! যাও তোম্‌রা এখন! অনর্থক আমাকে বিরক্ত করোনা। যা ভাল বোঝ, কর্‌বে। আমি দু'দিনের জন্যে এসেছি, ভাল না লাগে, দু'দিন বাদেই চ'লে যাবো।

চাঁদ। ক্যানে? ক্যানে তুমি যাবে ডাক্তার বাবু! তুমি নাই থাক্‌লে যে এই কুলীমজুর গুলানের জানগুলান্ বাঁচবার উপায়টা থাক্‌বেক নাই যে।

অরুণ। তা হ'লে শোনো, চাদ্ সর্দ্দার! চলে যাবো ব'লে আমি আসিনি, আর আজ দশ বছর পরে তোমাদের ছেড়ে যেতেও আমার

ইচ্ছে করে না, তবে তোম্‌রা আমাকে চাও না বলেই হয়তো শেষ পর্য্যন্ত আমাকে যেতেই হবে। যাঁরা নিজেদের ভাল নিজেরা বুঝতে চায় না, যারা নিজেদের অধিকার নিজেরা আদায় কর্‌তে রাজী নয়, তাদের জন্য কেন আমি দিন রাত এমনি ভাবে খেটে খেটে মরবো?

চাঁদ্। কিন্তু কই ডাক্তারবাবু! তুমি তো আমাদের কিচ্ছুটাই বলো নাই! এই ৭টা বস্তীর নয় হাজার কুলী। তুমি বল্‌তে পারবেক, ডাক্তারবাবু! এর একটা কুলিও কোনও দিনটায় তোমার কথাটী না শোনা হইছে? আমাদের কোন্‌টা কর্‌তে লাগ্‌বেক, শুধু সেইটা বলি দাও। আম্‌রা সেইটাই কর্‌বো, তবুও তোমাকে আম্‌রা ছাড়্‌তে লারবো, ডাক্তারবাবু! হুকুম কর— কোন্‌টা আমাদের কর্‌তে লাগ্‌বেক?

অরুণ। তোমাদের আজ শুধু বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে যে তোমরাও মানুষ।

চাঁদ। তুমি এ কি রকম কথাটা বল্‌ছো ডাক্তার বাবু?

অরুণ। ঠিক্ বল্‌ছি। ওদের অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাই ওদের আজ বুঝিয়ে দেওয়ার দিন এসেছে যে এই বস্তীগুলোর কুলীদের জান্, মান্, আর ইজ্জতের মূল্য, ওদের বড় সাহেব আর বড বাবুর জান্, মান্ আর ইজ্জতের মূল্যের চেয়ে একটা কাঁনা কড়িও কম্ নয়। তোমাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের উপর দিয়ে ওরা সবাই লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হবে, ব্যাঙ্কে কোটী কোটী টাকা জমাবে, আর তোমাদের জানের দিকে, তোমাদের ইজ্জতের দিকে ওরা কিছুমাত্র তাকাবে না, পান থেকে একটু চুন্ খস্‌লেই তোমাদের ওপর যথেচ্ছা অত্যাচার

করবে, তা আমি হ'তে দেবো না, কিছুতেই না। মানুষের ওপর মানুষের এই অত্যাচার, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

চাঁদ। ডাক্তারবাবু! সেইটা কেম্‌নে হয় ?

অরুণ। কেন ? ওদেরও যে রক্ত মাংসে গড়া শরীর, তোমাদেরও তাই, ওদের দেহগুলো আর সোনা দিয়ে কিছু গড়া হয়নি ?

চাঁদ। কিন্তু আম্‌রা যে কুলী, জঙ্গ্‌লী ?

অরুণ। কুলীরাও মানুষ। কুলীদের একটা জীবনের মূল্য সাহেবদের জীবনের মূল্যের চেয়ে এক আধলাও কম্ নয়।

চাঁদ। কিন্তু বাবু!

অরুণ। এতে আর কিন্তু কি, চাঁদ সর্দ্দার ?

চাঁদ। বাবু! বহুৎ ডর লাগে যে!

অরুণ। কিসের ডর ? তোম্‌রা খেটে খাবে। এখানে না হয় আর এক কলিয়ারীতে যাবে। তোম্‌রা যদি ঠিক্ থাকো, আমি তাহলে দু'বছরের মধ্যে সবই আদায় ক'রে দেবো।

চাঁদ। কিন্তু বাবু! তুমি তো বলেইছো যে ছোট্ট ছোট্ট গোলমালটায় ধর্ম্মঘট করাটা ঠিক্ নাই। ঐটাই নাকি তোমাদের কংগ্রেস বলি দেইছে।

অরুণ। হ্যাঁ! তবে যেখানে ধর্ম্মঘট করা নিতান্ত অপরিহার্য্য, সেখানে প্রয়োজন হলে কংগ্রেসের অনুমতি নিয়ে করতে হবে বৈ কি! তবে হ্যাঁ, সর্ব্বঅবস্থায়ই কংগ্রেসের আদেশ এবং নীতি মেনে চল্‌তে হবে। তাছাড়া ধর্ম্মঘটই যে করবো, তারও তো কোনও মানে নেই। প্রথমে আম্‌রা জাতীয় কংগ্রেসের কাছে আমাদের এ সমস্ত অভিযোগ পেশ্ করবো। তারপর তাঁরা যা আদেশ করবেন, তাই করবো।

চাঁদ। অত সবটা আম্‌রা বুঝতে লার্‌বেক। তুমি যেইটা বল্‌বেক ঐটাই আমরা করি যাবো। তবে আমাদের কিচ্ছুটা ভাব্‌তে লাগ্‌বেক।

অরুণ। বেশ তোমরা ভেবে দেখো।

চাঁদ। কিন্তু বুলুয়াটার কোন্‌টা হবেক?

অরুণ। আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছো — বুলুয়ার কি হবে? বুলুয়ার কোন অপরাধ নেই। যদি কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে সে তোমাদেরই। বুলুয়া অসহয়া স্ত্রীলোক। পেটের দায়ে খাট্‌নি খেটে আস্‌বার সময় সাহেবরা যদি তাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে তাতে অপরাধ হলো বুলুয়ার, না তোমাদের? লজ্জা করে না তোমাদের? তোমাদের আবার সমাজ! সমাজই যদি থাক্‌তো, তাহলে বুলুয়াকে ঘর ছাড়া কর্‌বার জন্য পরামর্শ নিতে আস্‌বার আগে সেই সাহেবগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তার পরে আমার কাছে আস্‌তে।

চাঁদ। খপরটা রাতকেই পেইছিলাম, ডাক্তারবাবু! ক্ষেমতাও ছিল কিন্তু............।

অরুণ। এর আবার কিন্তু কি? তোমাদের ঘরে কি তীর ধনুক ছিল না? তোমাদের ঘরে কি লাঠি ছিল না? তোমাদের জঙ্গ্‌লীরা কি এতই ভীরু? তোমাদের মা বোন্‌কে সাহেবরা ধরে নিয়ে যাবে আর তোম্‌রা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে? তাদের মাথাগুলো গুড়ো গুড়ো করে দিয়ে তার পরে আমার কাছে এলে না কেন? যে হাত দিয়ে বুলুয়ার মুখ চেপে ধরে ছিল সেই হাতগুলো ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে তারপর এলে না কেন?

চাঁদ। তাহলে কোন্‌টা আমাদের কর্‌তে লাগবেক, ডাক্তারবাবু?

অরুণ। বুলুয়াকে কিছু বলা চল্‌বে না। তার কোন দোষ নেই। যা করতে হয়, আমিই করবো। তোমরা আমায় শুধু সাহায্য করবে। রাজী আছো সবাই ?

চাঁদ। }
সকলে } খুব রাজি আছি, ডাক্তারবাবু!

চাঁদ। কিন্তু ডাক্তারবাবু! তুমি খুব সাবধান মত চল্‌বেক্।

অরুণ। চাঁদ সর্দ্দার! আমি সে ভয় করি না।

চাঁদ। তাহলে আম্‌রা যাইছি। পেন্নাম হই। (সকলে নমস্কার করিল)

অরুণ। যাও, বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে ভাল ক'রে ভেবে দেখো। হ্যাঁ, সর্দ্দার! আমার উপর তোম্‌রা রাগ করোনা, ভাই!

চাঁদ। ঐটা কেনে বল্‌ছো, ডাক্তারবাবু? ঐটা তো আমাদের ভালর কথা, আমাদেরই ইজ্জতের কথা। তাইতে রাগটা হবেক ক্যানে? তাইলে আম্‌রা যাইছি, ডাক্তারবাবু। পেন্নাম।

(প্রণাম করিয়া সকলে চলিয়া গেল)

অরুণ। হীরা! আমি ভিতর থেকে স্নান ক'রে দুটো খেয়ে আস্‌ছি। কেউ এলে বস্‌তে বলবি। তাড়িয়ে দিবি না কিন্তু। বুঝ্‌লি?

(মাঝের দরজা দিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ)

হীরা। (একাকী) দরকার? তুমি যদি পারো, আমার আর কি? সকাল ৮টা অবধি, এখন রাত্রি ৮টা, একটু বিশ্রাম নেই। ব্যামো হ'লে তখন বুঝবে! আমার আর কি বাবা!

(প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। এইটেই কি অরুণবাবুর ডাক্তারখানা?

হীরা। (কড়া মেজাজে) কেন? কি চাই?

প্রসন্ন। অরুণবাবুকে চাই!

হীরা। এখন দেখা হবে না।

প্রসন্ন। (অত্যন্ত হতাশভাবে) কি বল্লে? এ্যা! দেখা হবে না!

হীরা। না, না, না। বলি তোমাদের আক্কেলটা কি শুনি? সারাটা দিন না খেয়ে, না নেয়ে, বস্তিতে বস্তিতে কলেরা রোগী ছেনে চেটকে এখন রাত্রির আটটার সময় একটু স্নান ক'রে দুটো খেতে গেলেন, তাও তোম্‌রা দেবে না? বলি, তোমাদের জঙ্গ্‌লীদের কি আক্কেল পছন্দ বলে কোনও জিনিষই নেই না কি?

প্রসন্ন। কি বল্লে? সারাদিন তার খাওয়া হয় নি! কেন? কেন খাওয়া হয়নি?

হীরা। বলি, তুমি কি বিলেত থেকে এলে না কি? ডিমা বস্তিতে আর সাত্‌রা বস্তিতে কলেরা লেগেছে। সারাদিন তো সেখানেই ছুটো ছুটী করেছেন। দেখ্‌তে পাওনি? লোক্‌টাকে তোম্‌রা মার্‌বে না কি?

প্রসন্ন। দেখো বাবা! আমি বুড়ো মানুষ। অনেক দূর থেকে এসেছি। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করেই চলে যাবো। তা বাবা! এই দেখো (বলিয়া হীরার হাতে একটা টাকা গুঁজিয়া দিল) হীরা টাকাটা উল্‌টাইয়া দেখিয়া গাঁটে গুজিল)

হীরা। তা তোমার কি রোগ্? কলেরা নয় তো?

প্রসন্ন। কোনও রোগ না বাবা, কোনও রোগ না। (জনান্তিকে) তোমার বাবুরও যে রোগ, আমারও প্রায় সেই একই রোগ। (প্রকাশ্যে) একটু ডেকে দাও না, বাবা!

হীরা। তা এই টাকাটার কথা বলবে না কি?

প্রসন্ন। না, না, তা বল্‌বো কেন? কিন্তু দেখা পাবো তো?

(হঠাৎ স্নান আহার সারিয়া অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। কে! প্রসন্নদা না? (আনন্দাতিশয্যে) প্রসন্নদা, প্রসন্নদা! এসেছ!

এসেছ! বসো, বসো প্রসন্নদা! কেমন আছ? সবাই ভাল আছেন? উমা ভাল আছে? কি ক'রে জান্‌লে আমি এখানে আছি?

প্রসন্ন। ভাল? হ্যাঁ, তা আছি বই কি! তুমি ভাল আছ অরুণবাবু?

অরুণ। হ্যাঁ! ভালই আছি। তা প্রসন্নদা! আমি এখানে আছি, কি ক'রে জান্‌লে?

প্রসন্ন। যেদিন থেকে এসেছ, ঠিক্ সেইদিন থেকেই জানি, অরুণবাবু! এ যে আমার জান্‌তেই হবে।

অরুণ। তা হ'লে এতদিন আসনি কেন, প্রসন্নদা?

প্রসন্ন। আস্‌তে অবশ্যি পারতাম। একবার আস্‌বার জন্য রওনাও হয়েছিলাম—কিন্তু এসে কোনও লাভ হ'তো না, তাই আসিনি। আমার কিন্তু এখনই যেতে হবে, অরুণবাবু! হরিপুরার কাছারীর নায়েবের কাছে এসেছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো—একটু দেখেই যাই না। তাই এলাম।

অরুণ। তা এখনই যাবে—এ তুমি বলছ কি প্রসন্নদা? দশটা বছর পরে দেখা হ'ল। আর এখনই যাবে?

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আমার অনেক কাজ। থাক্‌বার কি আর সুবিধে আছে? এই বুড়ো বয়সে খাট্‌তে খাট্‌তে মলাম, অরুণবাবু!

অরুণ। কেন? কি তোমার এত কাজ, প্রসন্নদা?

প্রসন্ন। যে কাজ তুমি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে এসেছ, তাতো আমার কর্‌তেই হবে।

(অরুণ অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইল)

অরুণ। হ্যাঁ, প্রসন্নদা! উমা ভাল আছে? সে বুঝি খুব সুখেই আছে। শুনেছি, বিলেত ফেরৎ জমিদারের বৌ! ভালই হয়েছে, কি বল?

প্রসন্ন। ভাল? হ্যাঁ, তা ভালই হয়েছে। আর সুখের কথা বলছ? সুখ-দুঃখ মানুষের কখনও আসে, কখনও যায়। ও আর তেমন কিই বা!

অরুণ। ও কথা বলছ কেন, প্রসন্নদা?

প্রসন্ন। জানইতো অরুণবাবু! বুড়ো হয়েছি, এখন সব কথা ঠিক বুঝে সুজে বল্‌তে পারিনে। যা মনে আসে তাই বলে ফেলি।

অরুণ। ওদের সংসারে বুঝি তোমার খুব খাট্‌তে হয়, প্রসন্নদা?

প্রসন্ন। তা হয় বৈ কি। (জনান্তিকে) তবে তুমিও রেহাই পাবে না, বলে যাচ্ছি। শুধু এই বুড়োটার ঘাড়ে চাপিয়ে আর কতদিন চল্‌বে?

অরুণ। তা তুমি আমার এখানে চলে আসনা কেন?

প্রসন্ন। সে পথ কি আর তুমি রেখেছ, অরুণবাবু? (ব্যস্ত হইয়া) ঐ গাড়ীর শব্দ হচ্ছে। আমি যাই, অরুণবাবু! আবার আস্‌বো। এই তো কেবল সুরু। একবার যখন এসেই গেলাম, তখন কতবার আস্‌বো, কতবার আস্‌তে হবে.। (প্রসন্ন গমনোদ্যত)

(হঠাৎ লুচির থালা হস্তে অনিমার প্রবেশ)

অনিমা। হ্যাঁ, প্রসন্নদা! যাবেই যদি তো কিছু খেয়েই নাও। তুমি তো ঘেন্না করেই আমার সঙ্গে একটু দেখাও কর্‌লে না। কি বল? নাও, এইগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নাও, দেখি। ওঃ—আমার হাতের তৈরী জিনিস বুঝি খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। তাই বলো? (মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল)

প্রসন্ন। আমার বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে, দিদি! বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আমায় ক্ষমা কর, দিদি! বুড়োমানুষ! কিছু মনে করো না। দাও, দাও, ওগুলো দাও তো, দিদি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেয়ে নেই। তা গাড়ীটা ফেল হয়ে যাবো না তো? (অরুণ পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। প্রসন্ন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থালাখানা হাতে লইয়া লুচিগুলি খাইতে লাগিল) হ্যাঁ, অরুণ বাবু! আমার অবস্থা দেখে হাস্‌ছো? তা হাঁসো। বুড়ো একদিন তোমারও হ'তে হবে। এ রকম ভুলচুক্ তোমারও হবে তখন। দেখছো, দিদি! অরুণবাবু হাস্‌ছে। তা এতে হাস্‌বার কি হয়েছে, দিদি? তোমার সঙ্গে দেখা, না হয় পরের বারেই কর্ত্তাম। কি বল?

অরুণ। সে জন্যে নয়, প্রসন্নদা! সে জন্যে নয়। তোমার ঐ দিদিটাই তোমার গাড়ীটে ইচ্ছে করেই ফেল করিয়ে দিলেন। বুঝলে?

প্রসন্ন। এ্যা! গাড়ীটে পাবো না নাকি, অরুণবাবু?

অরুণ। তা তোমার ঐ দিদিটীকেই জিজ্ঞেস করো। আমি তো রাত দশটার আগে আর গাড়ী দেখছি নে।

প্রসন্ন। এ্যা! গাড়ীটে কি চলে গেল, দিদি?

(লখীয়ার প্রবেশ)

লখীয়া। ডাক্তারবাবু! তোমার এইক্ষণটাই আমার ঘরকে যেইতে লাগবেক। ছেইলাটা বুঝি আর টিক্‌বেক নাই। বহুৎ বমি আর পাতলা হাগ্‌ছে।

অরুণ। সে কি? আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাচ্ছি। প্রসন্নদা! আমি আস্‌ছি—এই দশ মিনিটের মধ্যেই। তোমার তো আর দশটার আগে গাড়ী নেই, তার আগেই আমি এসে পড়বো।

(ব্যাগ হস্তে অরুণের প্রস্থান)

প্রসন্ন। এ গাড়ীতে বুঝি আর যাওয়া হলো না, দিদি? তা দিদি! তোমাদের বাড়ী কোথায়?

অনিমা। কেন? এই তো আমাদের বাড়ী।

প্রসন্ন। দূর ছাই। ঐ দেখো, আমার আজকাল কেমন ভুল হয় দেখেছ? বুড়া মানুষ‌ও তা তোমার বাপের বাড়ীর কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।

অনিমা। (মুখ মলিন হইয়া গেল) সে অনেক কথা প্রসন্নদা! বাবা, মা, ভাই সবই ছিল। মা আর ভাই কলেরায় মারা গেলেন। আর তার পর বছরই বাবাও চলে গেলেন। (বলিতে বলিতে চোখ আদ্র হইয়া গেল। বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চোখ মুছিলেন)

প্রসন্ন। থাক্ দিদি! থাক্। ও কথা তোমার আর বল্‌তে হবে না। তা অরুণবাবুর সঙ্গে কি ভাবে ··· ··· ?

অনিমা। নেহাৎ ওর দয়া। তা না হ'লে কি যে হ'তো? তাই এখনও মাঝে মাঝে ভাবি ··· ···

প্রসন্ন। কিন্তু দিদি! অরুণবাবুকে সংসারী কর্‌তে পার্‌লে তবে তো?

অনিমা। সংসারী! ঐ যা বলেছ। সংসারী কর্‌বা কাকে, প্রসন্নদা? নিজের সুখ সুবিধের প্রতি যা'র খেয়াল নেই, তাকে কি কখনও আর সংসারী করা যায়? সে আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি।

প্রসন্ন। তা টাকা পয়সা তো ডাক্তারীতে যথেষ্টই রোজগার হচ্ছে বলেই মনে হলো।

অনিমা। ছাই হচ্ছে! তা হ'লে তো কথাই ছিল না।

প্রসন্ন। কেন? এই যে শুন্‌লাম দিনরাত রুগী দেখতে দেখতে খাওয়া নাওয়ার পর্য্যন্ত সময় নেই।

অনিমা। তাতেই যে টাকা রোজগার হয়, তা কেমন ক'রে বুঝলে, প্রসন্নদা?

প্রসন্ন। তা হ'লে পাগলামি ভাবটা এখনও যায়নি বুঝি? তাই বলো?

অনিমা। কে জানে! বলেন—গরীব দুঃখীর সেবা কর্‌ছেন। টাকায়

কি হবে। ওর ওসব বড় বড কথা আমি কিছু বুঝিনে। শেষ পর্য্যন্ত আমার গয়নাগুলো নিয়ে এই সে দিনও ওষুধের চালান এনেছেন।

প্রসন্ন। সে আবার কি দিদি ?

অনিমা। হঠাৎ একদিন এসে বল্লেন—পাঁচশো টাকার ওষুধের চালান এসেছে। টাকা নেই। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, শুধু বার বার আমার কাছে এসে বল্‌তে লাগলেন। তখন কি আর করি বলো ? বাধ্য হয়েই দিতে হলো।

(হঠাৎ বাহির হইতে অরুণ সাড়া দিতে দিতে প্রবেশ করিল)

অরুণ। আমি শুন্‌ছি কিন্তু। মিথ্যে কথা বলো না বল্‌ছি। ওতে তোমার পাপ হবে বলে দিচ্ছি।

অনিমা। পাপ তোমার হ'ক। প্রসন্নদা তোমায় কোলে পীঠে ক'রে মানুষ করেছেন। তাকে বল্লে যদি পাপ হয়, তো হোক্।

অরুণ। কিন্তু তুমি যে মিথ্যে কথা বল্‌ছো।

অনিমা। কি মিথ্যে কথা বল্‌ছি ?

অরুণ। তুমিই সেধে দিয়েছিলে, আমি চাইনি।

অনিমা। দেবো না ? একশবার দেবো। তুমি সারাটা দিন না খেয়ে, না নেয়ে, চিন্তা ক'রে ক'রে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে—আর আমি গয়না গায় দিয়ে ঘুরবো ? বারে ! এতে আবার পাপ ? হ্যা, প্রসন্নদা ! বলতো এতে আমার পাপ হবে ?

প্রসন্ন। তোমার ভিতরে যে পাপ ঢুক্‌বার পথ নেই, দিদি !

অরুণ। এই রে ! এইবার সেরেছে ! আমার যে আর এ বাড়ীতে টিক্‌তে হবে না, প্রসন্নদা ! তুমিও আস্‌তে না আস্‌তে ওর দলে ভীড়ে গেলে ?

অনিমা। ভারী দায় পড়েছে ওর তোমার মন রাখা কথা বল্‌তে !

প্রসন্ন। চলো দিদি, চলো ভিতরে যাই। ডাক্তারখানায় কত রাজ্যির লোক আসে। এখানে দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করাটা ভাল নয়, চলো।

(হঠাৎ দৌড়াইয়া বিপুর প্রবেশ)

বিপন্ন। বাবু! আমার বল এনেছ?

প্রসন্ন। বল? বল আমি তোমায় দেবো বাবু! এদিকে এসতো বাবু, তোমায় একটু কোলে ক'রে হাল্কা হই। তোমার বাবার বোঝা বইতে বইতে তো হাঁপিয়ে উঠেছি। (বলিয়া বিপুকে কোলে লইয়া বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিয়া বার বার চুমা খাইতে লাগিল) বিপু হতভম্ব হইয়া শুধু প্রসন্নর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

প্রসন্ন। চলো, চলো দিদি! ভিতরে যাই। (অনিমার প্রস্থান) তুমি বড় ভাগ্যবান অরুণবাবু! যেমন তুমি--তেমনি আমার দিদিটী হয়েছে। ঠিক্ মিলেছে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

সত্যরায়ের কলিকাতার চারতালা বাটী। নীচের তালায় ম্যানেজার আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের অফিস্ ঘর। ম্যানেজার চেয়ারে বসিয়া চোখে চশমা দিয়া খাতাপত্র দেখিতেছেন। ডি, কে, মিত্র পার্শ্বে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। নিজে একটা সিগারেট ধরাইয়া আশুকে একটা দিলেন। আশু খাতাপত্র সরাইয়া ফিরিয়া বসিলেন।

ডি, মিত্র। নাঃ, কি ম্যানেজারী যে কর্‌ছো ব'সে ব'সে, তা আমার বুদ্ধির বাইরে! একটা মেয়েছেলের সঙ্গে পেরে উঠ্‌লে না? এই সাত্‌ সাতটা বছর বসে একটা মেয়েছেলেকে হাত কর্‌তে পার্‌লে না?

আশু। নাহে মিঃ মিত্র, যা ভেবেছ ঠিক্ তা নয়। তেমন মেয়েছেলে নয়; ভারী বুদ্ধি রাখে। আমারতো রীতিমত ভয়ই হচ্ছে। এরই মধ্যে আমাদের মতলবটা যেন বুঝে ফেলেছে ব'লে মনে হচ্ছে।

ডি, মিত্র। এ্যা! বুঝে ফেলেছে? বল কি?

(ক্ষণিক অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিয়া)

তা বুঝলেই বা? সত্যটা যখন পাঁড় মাতাল তখন তাকে দিয়েই তো সব কাজ হাসিল ক'রে নেওয়া যাবে। আর তা যদি না পারো, তাহ'লে বল্‌তে হবে, তোমার ম্যানেজারী করাই পোষাবে না। ভাল ভাবে একটু রং চড়িয়ে তার দ্বারাই তো এতদিন চাবি কাঠিটা হাত ক'রে নেওয়া উচিৎ ছিল। না পারো, আমার আর কি ভাই! পাঁচ পাঁচটা কয়লার খনি, বাবা যা রেখে

গিয়েছেন, তাতে ক'রে আমার দিন একভাবে চলেই যাবে কিন্তু তোমাকে এই সারাটা জীবনভর পরের গোলামী ক'রেই যেতে হবে।

আশু। চেষ্টাতো আর কম্ করছিনে মিঃ মিত্র কিন্তু মেয়েটা ভারী শক্ত। হ্যাঁ, তা বাবুটীকে কোথায় রেখে এলে আজ আবার?

ডি, মিত্র। রয়েল হোটেলে। ভালভাবে রং চড়াবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েই সরে পড়েছি। তিন—তিন বোতল "হোয়াইট হর্চ্চ" নিজের টাকায় কিনে দিয়ে এসেছি কিন্তু এখানে কেউ নেইতো? (এদিক ওদিক্ চাহিয়া দেখিয়া লইল) আবার শুন্‌তে পাবে না তো কেউ? দেখো, আজ যেন আবার ঘাব্ড়ে যেয়ো না। আজই যা হয় একটা কর্‌তেই হবে। হ্যাঁ, কেউ শুন্‌ছে নাতো?

আশু। না, না। গিন্নীতো উপরেই থাকেন। আর ওর বাপের বাড়ীর বুড়ো চাকরটা, সেতো আজ কাল প্রায় সময়ই বাইরেই থাকে। বুড়ো হয়েছে কিনা, তাই ডিহিতে ডিহিতে নায়েবদের ওখানে ভাল মন্দ খেয়ে বেড়ায়। বুড়ো হ'লে খাওয়ার ভারী লোভ হয়। হ্যাঁ, তারপর কি বল্‌ছিলে মিঃ মিত্র?

ডি, মিত্র। বল্‌ছিলাম, রয়েল হোটেলে বসে আমিও একটু আধটু টেনে ওকে ওর আর দুজন বন্ধুর সঙ্গে স্ফূর্ত্তি কর্‌তে লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়েছি। নেশা যখন বেশ তাল পাঁকিয়ে উঠ্‌বে, তখন আমি গাড়ী ক'রে গিয়ে ওকে এখানে নিয়ে আস্‌বো। তারপর আমি আর সত্য যখন এখানে কথাবার্ত্তা কইতে থাক্‌বো, তখন তুমি কথাটা তুল্‌বে। ঠিক্ যেভাবে সে দিন বলেছিলে, সেই-ভাবেই বল্‌বে, বুঝ্‌লে? দেখা যাক্ শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রে। "উদ্যোগীনাং পুরুষসিংহঃ।" "যত্নে কৃতে যদি নঃ সিদ্ধন্তি কো অত্র দোষঃ"। কি বল ম্যানেজার?

আশু। হ্যাঁ, তা বটে। মিঃ মিত্র, রাত কিন্তু খুব কম হয়নি। তুমি তা হ'লে এখন রওনা দাও।

ডি, মিত্র। এসব কাজে অত ব্যস্ত হ'লে চলে না, ম্যানেজার! তা ছাড়া আমার আর ক'মিনিটইবা লাগবে? গাড়ীতে যাবো, আবার গাড়ীতেই ফির্‌বো। বেশী হ'লে যেতে আস্‌তে ১৫ মিনিট। ম্যানেজার, এবারে খুব হুসিয়ারভাবে কাজ কর্‌বে কিন্তু। এই শেষ চেষ্টা। যদি আজ Unsuccessful হও, তবে আর কোন মতেই সম্ভব হবে না। তা হলে আমি রওনা দিচ্ছি।

আশু। আমার আর কিছু কর্‌বার আছে?

ডি, মিত্র। দু'এক পেগ যোগাড় রেখো। অবস্থা বুঝে হয়তো দরকার হ'তে পারে। তখন আবার কোথায় পাবে?

আশু। (হাসিয়া) হাঁসালে হে মিঃ মিত্র! ওটাও কি এতদিন পরে তোমার বলে দিতে হবে? ওতো সব সময় আমার যোগাড়ই থাকে। তুমি আর দেরী করোনা, রাত কম হয়নি।

ডি, মিত্র। তা বটে! আচ্ছা, তা হ'লে আমি রওনা দিচ্ছি। (প্রস্থান)

(সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক দিয়া প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। ম্যানেজারবাবু! কাজ্‌টা বড় ভাল ক'র্‌ছো না কিন্তু! (বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজার তাড়াতাড়ি খাতাপত্র উল্টাইতে লাগিলেন এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে একটা হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।)

প্রসন্ন। হ্যাঁ ম্যানেজারবাবু! কাজ্‌টা বড় ভাল কর্‌ছো না কিন্তু!

আশু। কে? প্রসন্ন! হ্যাঁ, তা যা বলেছ। এত রাত্রি পর্য্যন্ত লেখাপড়া করাটা খুব খারাপই বটে। এতে শেষ বয়সে চোখ থাকে না।

কিন্তু কি করবো? উপায়তো নেই, বাবু যখন সমস্তই আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছেন তখন এ সব না ক'রলে তো চল্‌বে না। কাল Income Tax এর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে, পরশু রেভিনিউ দেওয়ার শেষ দিন, তাইতো এই রাত্ পর্য্যন্ত আমাকেই খাট্‌তে হচ্ছে। আর এ সব দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে অন্য আম্‌লাদের উপর নির্ভর করাওতো চলে না। তাই রাত জেগে এ সব জরুরী কাজগুলো নিজেকেই সারতে হচ্ছে। কি আর করি বল?

প্রসন্ন। হ্যাঁ, তাতো কর্‌বেই কিন্তু আমি একটা কথা বলি, ম্যানেজার বাবু! সবই তুমি করো, তাতে আমার বলার কিছুই নেই কিন্তু ওটা কর্‌তে যেয়োনা, ম্যানেজারবাবু! ওতে ফল বড় সুবিধে হবে না বলে দিচ্ছি।

আশু। এ সব তুমি কি বল্‌ছো প্রসন্ন? এটাযে কালই দরকার। Statementটা না কর্‌লে ইন্‌কাম্ ট্যাক্স দাখিল কর্‌বো কি করে?

প্রসন্ন। তা তুমি করো, একশ বার কর কিন্তু ও কাজ্‌টা ক'র্‌তে যেয়ো না, ম্যানেজারবাবু!

আশু। Statementই তো কর্‌ছি। তুমি আবার কি কাজের কথা বল্‌ছ প্রসন্ন?

প্রসন্ন। ঐযে ডি, কে, না ফি, কে, মিত্র কি তোমরা বল ছাই, ঐ উনি যা বলে গেলেন।

আশু। না! কই? উনিতো কিছুই বলে গেলেন না! শুধু ব'লে গেলেন— বাবু নাকি কোথায় বুঝছোইতো, আজ আবার নেশা ক'রে প'ড়ে আছেন। সেই খবরটা শুধু দিয়ে গেলেন। ওকে ব'লে দিলাম্ এখনই তাঁকে গাড়ী করে বাড়ী পৌছে দিয়ে

যেতে। উনি শেষ পর্য্যন্ত রাজী হ'য়ে ব'লে গেলেন এখনই পৌঁছে দিয়ে যাবেন। খুব ভাল লোক্ কি না!

(প্রসন্ন চোখ গরম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল)

প্রসন্ন। আর কিছু বল্লেন না বুঝি?

আশু। (রাগান্বিত হইয়া) তা বল্লেনই বা! বল্লেই শুনতে হবে নাকি? (কপট ক্রোধে) উনি কে? কে ওর ধার ধারে? বাবুর বন্ধু বইতো নয়। বাবুর বন্ধু ব'লে যা বল্‌বেন, তাই ক'রতে হবে নাকি? আমি ওর মাইনের গোলাম নয়, যে উনি যা বল্‌বেন আমার তাইই করতে হবে। কি বলো প্রসন্ন?

প্রসন্ন। তাইতো ভাব্‌ছি!

আশু। এতে আর ভাব্‌বার কি আছে?

প্রসন্ন। ভাব্‌ছি উনি বাবুর বন্ধু, না আপনার বন্ধু।

আশু। আমার বন্ধু! তুমি বল্‌ছ কি প্রসন্ন? ঐ সব দাঁতাল মাতাল লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রবো আমি? আমি ভট্টাচায্যি বংশের ছেলে। মদ্‌খোরদের রীতিমত ঘৃণা করি। চাক্‌রী করি, তাই বাবুর উপর কথা চলে না, নইলে............

প্রসন্ন। এর পরও আবার বাবুর উপর কথা চালাতে চাও নাকি ম্যানেজারবাবু? পারছো না শুধু এই বুড়োটার জন্যে, আর দিদিমনির জন্যে। কি বল ম্যানেজারবাবু?

আশু। তোমার ঐ সব কথার অর্থ আমি কোন দিনই বুঝতে পারিনে, প্রসন্ন! তুমি আমায় মাঝে মাঝে ঐ ধরনের কথা বল বটে কিন্তু এর কারণ কি বল্‌তে পারো প্রসন্ন?

প্রসন্ন। কারণ? কারণ আর কি? খেয়াল হয়, তাই বলি। সব কথাতো আর বুঝে সুঝে বল্‌তে শিখিনি। বুড়ো মানুষ—

আচ্ছা, তুমি লেখাপড়া করো, আমি যাই। এখনই একটু বেহালায় যেতে হবে কি না। (প্রস্থান)

(অপর দিক্ দিয়া মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে সত্যরায় ও ডি, কে, মিত্রের প্রবেশ। ডি, কে, মিত্র সত্যকে ধরিয়া চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন)

সত্য। (মাতালেরভাবে) বলি, ম্যানেজারটা গেল কোথায় ? ব্যাটাচ্ছেলে কিচ্ছু করে না, কিচ্ছু বোঝে না, শুধু শুধু মাসে মাসে আমার তিনশ' টাকার ঘাড়ে জল দিচ্ছে। (ম্যানেজার তাড়াতাড়ি কাছে আসিল) এই যে ম্যানেজার, এদিকে একবার এসতো বাবা! হ্যাঁ, বলতো আমার কি ভুল হচ্ছে ?

আশু। ভুল ? তা ঠিক্ ধর্‌তে পাচ্ছিনে তো স্যার!

সত্য। এ্যা! ধর্‌তে পাচ্ছ না ? ধর্‌তে পাচ্ছ না ? আহা, ধর, ধর, ধর। (বলিয়া ম্যানেজারের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন)

ডি, মিত্র। আঃ কি ক'রছো সত্য ? এটা যে বাড়ী!

সত্য। এ্যা! বাড়ী নাকি ? তাই বলো। হাঁা, ম্যানেজার, কিছু নূতন খবর টপর আছে নাকি হে ?

আশু। আপনি সুস্থ হন্, পরে বল্‌বো, স্যার্!

সত্য। না, না, বল, বল, এখনই বলো। ওঃ! এখনও পেরে ওঠোনি বুঝি ? তাই বলো। হ্যাঁ, তা পার্‌বে, পার্‌বে, পার্‌রে বই কি। তোমার বুদ্ধি আছে! পার্‌বে, আস্তে আস্তে পার্‌বে, বুঝ্‌লে ? ঘাব্‌ড়ে যেয়োনা, বাবা. ম্যানেজার! ঘাব্‌ড়ে যেয়োনা। এ শালা তো রাতদিন মদের নেশায় টন্ টন্ হয়ে প'ড়ে থাক্‌বে, তখন তোমাদের আর কি ? একদম পোয়াবার, কি বল ?

আশু। এ সব আপনি কি বল্‌ছেন, স্যার?

ডি, মিত্র। হাত পাখাটা নিয়ে এসে মাথায় একটু বাতাস দাও না ম্যানেজার? মাথাটা ঠাণ্ডা হবে।

সত্য। (হাসিয়া) দুনিয়ার খোলা বাতাসে যার মাথা ঠাণ্ডা হয়নি, সামান্য পাখার বাতাসে তাকে কি ঠাণ্ডা-করা যায় বন্ধু? হ্যাঁ, পারবে পারবে। ঘাবড়ে যেয়োনা বন্ধু! শক্ত ক'রে হাল ধরে ব'সে থাকো, পাড়ি তোমাদের জমবেই। আমি আর কদিনই বা? লিভারটাতো কেবল পাক্‌তে সুরু করেছে। একটু সাম্‌লে থাকো ম্যানেজার, সবই তো বন্ধু তোমাদেরই থাক্‌বে, কি বল?

আশু। এ সব আপনি কি বল্‌ছেন স্যার?

সত্য। ঠিকই বলছি। ওরা বলে কিনা? প্রসন্ন বলে, গিন্নী বলে, দ্বিজেন বাবু বলেন, তাই আমিও বলি। তা আমার আর বল্‌তে দোষ কি বল?

আশু। সে কি স্যার?

সত্য। ভয় নেই, ম্যানেজার, ভয় নেই। চাক্‌রী তোমার যাবে না। তোমায় আমি কিছুতেই তাড়াব না। তোমার মত নেমোক্‌-হারামকে কি তাড়ান যায় ম্যানেজার?

ডি, মিত্র। তুমি কি পাগল হ'লে সত্য? ম্যানেজারকে তুমি নেশার ঝোকে এ সব কি বল্‌ছো? ম্যানেজার যদি offence নেয়, আর এক্ষুনি চাক্‌রী ছেড়ে চলে যায়, তখন তোমার উপায়? (আশুকে চোখ ইসারা করিলেন)

সত্য। আরে গেলেই যে বাঁচতাম্‌। হ্যাঁ, যাবে নাকি ম্যানেজার? যাবে? (ডি, কে, মিত্র আশুকে পুনরায় বিরক্তির সঙ্গে ইসারা করিলেন)

আশু। আমি আজই, এক্ষুনি resign দিচ্ছি। ৫ মিনিটের মধ্যে আমি Resignation Letter লিখে আন্‌ছি। আমিও Calcutta Universityর Graduate. না খেয়ে কিছু আর মর্‌বো না।

ডি, মিত্র। বলি, তুমিও কি পাগল হ'লে নাকি ম্যানেজার? কা'ল ওর Income tax এর রিটার্ণ দাখিল কর্‌তে হবে, পরশু Revenue দেওয়ার শেষ দিন, এ অবস্থায় তোমার যাওয়া চল্‌তে পারে না। বিশেষ ক'রে তুমি যখন আমার Class friend। সত্যর অসুবিধে, আমার নিজের অসুবিধেই বটে।

আশু। না, মিঃ মিত্র! নিজের আত্ম-সম্মান যেখানে পদে পদে বিপন্ন, সেখানে আমার আর চাক্‌রী করা চল্‌বে না। আমাকে তো তুমি ছেলেবেলা থেকেই জানো। অত সব আমার ধাতে সইবে না।

সত্য। দেখ্‌লেন? দেখ্‌লেন মিঃ মিত্র? ঐতো ম্যানেজারের দোষ। নেশার ঝোকে কোথায় কি একটু বলে ফেলেছি, অমনি চটে গিয়েছে। বলি, এমন চাক্‌রী কি ছাড়্‌তে আছে? হিসেব নিকেশের বালাই নেই, কেউ দেখ্‌বার নেই, বলি—এমন চাক্‌রী কি কেউ ছাড়ে হে, ম্যানেজার? তুমি কি বোকা নাকি হে?

ডি, মিত্র। ছেলেবেলা থেকে সত্যর আত্ম-সম্মান জ্ঞানটা ভারী টন্‌টনে। বি, এ, পড়বার সময় কলেজে Economics এর Professor এর সঙ্গে কি একটু গোলমাল হ'য়েছিল, অমনি একেবারে সে কলেজই ছেড়ে দিল।

সত্য। বলি, ম্যানেজারের সে আত্ম-সম্মানটা গেল কিসে মিঃ মিত্র? তাছাড়া ভবিষ্যৎ তো ওর জ্বল জ্বল করছে। আমি আর কদিন? আপনার মত আর দু' একটা বন্ধু বান্ধব জুঠে গেলে, আর এই

ম্যানেজারের মত হিতাকাঙ্খী কর্ম্মচারী আর দু'পাঁচ মাস চাক্‌রী কর্‌লেই আমার তো একেবারে গঙ্গাপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। কি বল ম্যানেজার? তখন মিঃ মিত্র আর তুমি, তুমি আর মিঃ মিত্র। যা কর্‌বে, তাই হবে। বলি ছাড়্‌বে কেন হে ম্যানেজার? এমন চাক্‌রী ছাড়্‌বে কেন?

(সত্য টেবিলের উপরে ম্যানেজারের রাখা মদের বোতল হইতে এক গ্লাস্ ঢালিয়া পান করিল।)

ডি, মিত্র। না, সত্য! তুমি আজ বড় বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছ নেশারও একটা সীমা থাকা উচিৎ।

সত্য। আচ্ছা, সত্যি কথা বলুন দেখি মিঃ মিত্র! আপনারাও এইটে চান্ কিনা? কি বল ম্যানেজার? বলি আর ভাব্‌ছো কি? তোমার যা বুদ্ধি ভাঘ্যি রয়েছে, তাতে একটা মেয়েছেলে আর ক'দিন তোমাদের সঙ্গে টিকে থাক্‌তে পার্‌বে? তা'ছাড়া মিঃ মিত্র রয়েছেন। আর ঐ বুড়ো প্রসন্নটা? ওকে তো দু'দিন বাদেই তাড়িয়ে দিতে পার্‌বে। তখন সব দিকই ফর্সা। কি বলেন মিঃ মিত্র?

ডি, মিত্র। না! আজ সত্যিই বড় বেশী নেশা ক'রে ফেলেছ, সত্য!

সত্য। হ্যাঁ, ম্যানেজার! দেখো, স্বরিক বঞ্চনা ক'রো না কিন্তু, বুঝ্‌লে? স্বরিক বঞ্চনা করো না। ওতে ফল বড় সুবিধে হয় না। (ডি, কে মিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ উপরোক্ত কথা বলিলেন।) হ্যাঁ, তা ভাগে কিছু কম্ বেশী ক'রেই না হয় নিও, বুঝ্‌লে? মিঃ মিত্রও তো আমার-ই বন্ধু। ওরোতো একটা দাবী রয়েছে। দেখো, ভদ্রলোক্ যেন ফাঁকিতে না পড়েন, বুঝ্‌লে?

ডি, মিত্র। সত্য! তুমি এসব কি বলছ? নেশা কর্‌লে কি একেবারে যা তা বল্‌তে হয় নাকি?

সত্য। এ্যা! যা তা বল্‌ছি নাকি? ও! তাই বলো! আমিও ঠিক্ বুঝতে পার্‌ছিনে যে আমি কি বল্‌ছি। তবে ওরা বলে কিনা, তাই আমিও একটু বল্‌লাম্।

ডি, মিত্র। কারা বলে?

সত্য। সে তো বলেইছি। প্রসন্ন বলে, গিন্নি বলে, দ্বীজেনবাবু বলেন. না—দ্বীজেনবাবু ঠিক্ ততটা বলেন না। তবে হ্যাঁ, বলেন বৈকি, কিছু কিছু বলেন বৈকি। তা ভারী অসুবিধে কর্‌ছে বুঝি ঐ বুড়ো প্রসন্নটা? কিছুতেই বুঝি পেরে উঠ্‌ছোনা ওর বুদ্ধির সঙ্গে?

আশু। শুন্‌লে তো, শুনলে, মিঃ মিত্র, এর পরও তুমি আমায় চাক্‌রী কর্‌তে বলো? হ'তে পারেন বাবু তোমার বন্ধু, হ'তে পারো তুমি আমার Class friend কিন্তু তাই বলে আমার আত্ম-সম্মানটার দিকেও তোমার নজর থাকা দরকার।

ডি, মিত্র। হ্যা সত্য, প্রসন্ন তোমাকে ম্যানেজার সম্বন্ধে কি বলেছে?

আশু। ঐতো শুন্‌লে! ব্যাটাচ্ছেলে ছোট লোক্, চাকর বাকরের এত বুদ্ধি! বলি, ওরাই কি কিছু কম্ কর্‌ছে নাকি? কই আমি তো সে সব কাউকে বল্‌তে যাইনে?

সত্য। এ্যা! ওরাও করছে নাকি ম্যানেজার? তা আমাকে এতদিন বলনি কেন ম্যানেজার? বল্‌তে হয়—আমি জমিদার, আমার তো সব জান্‌তে হবে। তা বলতো দেখি বাবা, ম্যানেজার! ওরা আবার কোন্ মতলবে আছে? একেবারে সাবাড় করে দেয়নি তো?

আশু। কে জানে, স্যার!

সত্য। আহা, চট্‌ছো কেন? চটছো কেন? বলই না।

আশু। আমি সে সব বল্‌তে পারবো না, স্যার। ওসব কথা বলা ঠিক্ নয়।

সত্য। আরে ঠিক্ নয় কি বলছ? ঠিক্, ঠিক্, খুব ঠিক্। বল, বল, আহা, বলই না। ঐ বুড়োটাও কি আবার লেগেছে নাকি হে? ওর ভিতরও আবার কুজ্ঞান আছে নাকি?

(ডি, কে, মিত্র বিরক্তির সহিত আশুকে চোখ ইসারা করিলেন)

আশু। যদি কিছু মনে না করেন, তবে বল্‌তে পারি, স্যার! ঐ বুড়োটার মত বদ্‌লোক আমি জীবনে দেখিনি। আপনার সাবধান হওয়া উচিৎ। ঐ যে মাঝে মাঝে বেহালা থেকে একটা ছোক্‌রা আসে, আর বালিগঞ্জের আপনার সেই পিস্‌তুতো শালা না কে, স্যার। ওদের সঙ্গে প্রসন্নর প্রায়ই কি সব ফুঁস্ ফাঁস্, আমাকে রীতিমত ভাবিত ক'রে তুলেছে। বেহালার ঐ ছেলেটাতো রীতিমত খেলোয়াড়, তা ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

সত্য। তা ওরা সব আসে কেন?

(আবার মদ্য পান করিলেন)

আশু। কে জানে? তবে ভাবগতিক্ খুব ভাল ব'লে মনে হয় না, স্যার!

সত্য। অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও যে প্রসন্নর যোগে ঐ ছোক্‌রা দু'টো আমার টাকা পয়সা সব লোপাট ক'রে নেওয়ার চেষ্টায় আছে? কি বল, এই তো? না এর পরও আরোও কিছু আছে?

(আশু চুপ করিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না)

সত্য। কি ম্যানেজার! কোনও কথা বলছ না যে?

আশু। কি আর বল্‌বো, স্যার!. অপনি যা বুঝবেন তার ওপর তো আর আপনাকে বোঝানো যাবেনা।

ডি, মিত্র। বলই না ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে? বলই না? সত্য জানবে না! ওর টাকা পয়সা গুলো বার ভূতে লুটে খাবে, আর ও তা জান্‌বে না? তুমি ম্যানেজার, সমস্ত ভার তোমার উপর। তোমাকে Power of attorney পর্য্যন্ত লিখে দিয়েছে। অথচ এত বড় একটা ব্যাপার ভিতরে ভিতরে চল্‌ছে, তা তুমি এখনও ওকে জানাওনি? এ তোমার খুবই অন্যায়, ম্যানেজার!

সত্য। হ্যাঁ, জানাও, জানাও! তা ম্যানেজার! ওরা কতদূর এগিয়েছে বল দেখি? টাকা পয়সাগুলো এর মধ্যে একেবারে শেষ ক'রে দেয় নি তো?

আশু। কে জানে? সিন্ধুকের চাবিকাঠি তো ওদেরই হাতে।

সত্য। কই, না! এটা তুমি ভুল বলেছ, ম্যানেজার! চাবিকাঠিটা সব সময় গিন্নীর কাছেই থাকে। এটা তুমি ভুল বলেছ, ম্যানেজার! এটা তুমি ভুল বলেছ।

আশু। থাক্, থাক্, স্যার! আমি আর বল্‌তে চাইনে।

সত্য। কেন, কেন? তুমি যে ম্যানেজার। তোমাকে যে বল্‌তেই হবে।

আশু। ব'লে কোনও লাভ হবে না, স্যার!

সত্য। ওহে লাভ হবে না কি বল্‌ছ, ম্যানেজার! নিশ্চয়ই হবে। তোমার না হয়, আমার হবে।

ডি, মিত্র। তা বলই না হে! এটা যে তোমার কর্ত্তব্য, না বল্‌লে চল্‌বে কেন?

আশু। বল্‌ছি—ব'লে কোনও লাভ হবে না। ওর ওসব বিশ্বেসেই আস্‌বে না।

সত্য। বিশ্বেসে আস্‌বে না কি বল্‌ছ ম্যানেজার! খুব আস্‌বে। দুনিয়ায় যে সবই সম্ভব। অসম্ভব ব'লে কিছু আবার আছে নাকি হে মিঃ মিত্র? কি বলেন?

আশু। স্যার ! যদি অভয় দেন, তবে বলি। আমার মনে হয়, আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত হ'য়ে কর্ত্তাঠাকুরুন প্রসন্নটার পরামর্শ মত তার ঐ আত্মীয় ছোক্‌রা দুটোর সাহায্যে............।

সত্য ! এঁ্যা ! তুমি বল্‌ছ কি ম্যানেজার ? তুমি ঠিক্ বল্‌ছো তো ? (সত্যর নেশা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ক্রমেই প্রকৃতিস্থ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর এবং চিন্তান্বিত ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।)

আশু। আজ্ঞে, স্যার ! বোধ হয় ঠিক্‌ই বল্‌ছি। ঐ প্রসন্নটা কম্ বুদ্ধি রাখে না। তা ছাড়া, ঐ ছেলে দুটোর বয়সও তো ভাল না।

ডি. মিত্র। (ভান্ করিয়া) না, না, তা হয় না, ম্যানেজার ! এ নেহাৎ বাজে কথা। (একটু চিন্তা করিবার ভাব দেখাইয়া) হঁ্যা, তা হতেও পারে কিন্তু দুনিয়াটা যে ঘোরালো হয়ে উঠ্‌লো, সত্য !

আশু। কি আর বল্‌বো—কা'ল আমি নিজে দেখেছি। এমনি এক গাঁদা নোট, মনে হলো আট্ দশ হাজার টাকার কম্ হবে না। ঐ বেহালার ছোক্‌রাটা আর প্রসন্ন উপরের বারান্দায় ব'সে তাড়া বাঁধছে।

সত্য। (গম্ভীরভাবে) কিন্তু তুমি তা কি ক'রে দেখলে ? তুমি তো উপরে যাওনা।

আশু। প্রসন্নকে ডেকে ডেকে যখন সাড়া পেলাম না, তখন বাধ্য হয়ে সিড়ি দিয়ে উপরে যেতে হলো। ঠিক্ দুপুর বেলা। গিয়ে দেখি, সিড়ির উপরের বারান্দায় উঠবার দরজা বন্ধ। হঠাৎ বারান্দায় ফিস্ ফাস্ শব্দ কানে যেতেই দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি, এক গাঁদা নোট। ঐ বেহালার ছেলেটা, আর প্রসন্ন, পট পট করে তাড়া বাঁধছে।

সত্য। আর গিন্নী ?

আশু। পাশেই একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন।

সত্য। তারপর তুমি কি করলে ?

আশু। আমি আর কি করবো ? পরদিন মিঃ মিত্র এসেছিলেন, ওকে কথাটা বল্লাম, উনিতো হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

ডি, মিত্র। তা হাসবো না ? এযে রীতিমত হাসবার কথা ! আমি তো সত্যর স্ত্রীকে জানি। এ হ'তেই পারে না। হ্যাঁ, তবে হ'তে পারে তার ঐ পিস্‌তেতো ভাইটে হয়তো কোনও বিপদে পড়েছে, কিছু হাওলাত দিয়ে থাকবেন। পিস্‌তেতো ভাইতো। তেমন নয়। তাতে আর এমন কি হয়েছে ?

সত্য। মিঃ মিত্র ! আপনিও তো এ কথাটা আমায় একবার বলেন নি ?

ডি, মিত্র। এর আবার বল্‌বো কি হে ? আত্মীয়-স্বজন বড়লোক থাক্‌লে হামেসাইতো আত্মীয়-স্বজন ধার উধার নিয়ে থাকে, আবার সময় মত দিয়ে যায়। তা'ছাড়া তোমার স্ত্রী ততো বোকা নন্, তা আমি জানি। শুধু শুধু এর আর কি বল্‌বো বলো ?

সত্য। তা যাই হোক্ ব্যাপারটা আমাকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে। নিশ্চিন্ত বসে থাক্‌লে চলবে না, খোঁজ নিতে হবে ম্যানেজার। দুজনে ব'সে ঠিক্ ক'রে ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে হবে। সিন্দুকের চাবীটা হয় তোমার কাছে, না হয় আমার কাছেই থাক্‌বে। কি বলো ? না, না ওটা তোমার কাছেই থাক্‌বে।

আশু। না, স্যার ! আমি কালই Resign দিতে চাই। তবে তার আগে আপনার Income tax এর Returnটা আর Revenue এর চালানগুলো লিখেপড়ে সদর নায়েবকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবো। আপনাকে বিপদে ফেলে যাবো না, স্যার ! তবে Resign আমি কাল দেবোই।

ডি, মিত্র। আহা! বলি, তা এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? Resign দেবে,—সেতো দু'দিন বাদেও দেওয়া যাবে! যেতেই যদি চাও, কে আর তোমায় আট্‌কে রাখ্‌ছে? তবে ঠিক্ এখনই ওর একটা নতুন লোক্ রাখ্‌তে গেলে ওর যে খুব অসুবিধে হবে।

আশু। তা আমি কি কর্‌বো? পদে পদে যেখানে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, সেখানে চাক্‌রী করা ভদ্রলোকের পোষায় না। তা ছাড়া, আমার চোখের সাম্‌নে দিয়ে সিন্ধুক ভরা টাকা আপনার, স্যার, এমনি ভাবে লোপাট হ'য়ে যাবে, আমি তার কিছু কর্‌তে পার্‌বো না, আর মাসে মাসে তিনশ টাকা মাইনে নেবো? এত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না, স্যার!

সত্য। তাইতো এতো বড় কঠিন সমস্যা, মিঃ মিত্র! দুধ্‌কে জল বল্‌বো, না জলকে দুধ বল্‌বো, বলুন দেখি? (চিন্তা করিয়া) না, ম্যানেজার! একটা কিছু কর্‌তেই হবে। হ্যা, তোমার আরও অন্তত দুটো মাস চাক্‌রী কর্‌তেই হবে। তারপর তোমার ইচ্ছে হয়, চলে যেও।

আশু। তা হয় না, স্যার! এ অবস্থায় কাজ কর্ম্ম চল্‌তে থাক্‌লে, এই দু'মাসেই আপনাকে পথে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং যা হয়, আমি যাওয়ার পরই হোক্, স্যার! আমি আর বসে বসে ওসব দেখ্‌তে চাইনে।

সত্য। তা হ'লে সত্যিই তুমি চাক্‌রী কর্‌বে না! কালই যাবে?

আশু। হ্যাঁ, স্যার! আমি কালই যাবো।

(হঠাৎ উমার প্রবেশ। উমা বজ্রকণ্ঠে বলিল)

উমা। কেন? এটা কি ছেলেখেলা পেয়েছেন নাকি যে বল্‌লেই অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া গেল? এ জমিদারীর কি হিসেব নিকেশ নেই ভেবেছেন ম্যানেজারবাবু? জমিদার বাবুকে মাতাল

বানিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারেন কিন্তু আমিতো মদ্ খাইনে। আজ পর্য্যন্ত সাত বছরের নিকেশ দিয়ে, তার পর আপনি যেতে পাবেন। এর অন্যথা করা চল্‌বে না, আর যদি এর অন্যথা কর্‌তে চেষ্টা করেন তা'হলে তার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর হবে, ব'লে দিচ্ছি। পাই পয়সাটীর পর্য্যন্ত হিসেব দিয়ে তারপর আপনাকে যেতে হবে। তার জন্যে প্রস্তুত হন্।

আশু। আমি প্রস্তুত আছি।

উমা। ও রকম প্রস্তুতে চল্‌বে না, জেনে রাখুন। আমি নিজে জমিদার না হলেও আমার বাবা জমিদার ছিলেন, আর আমার স্বামীও জমিদার সুতরাং ফাঁকি দেওয়া চল্‌বে না বলে দিচ্ছি। দারোয়ান! ম্যানেজারবাবুর উপর কড়া নজর রাখ্‌বে।

দারোয়ান। হুজুর?

উমা। দেখ্‌বে, যেনো পালিয়ে না যান্, বুঝ্‌লে? এ আমার হুকুম।

আশু। এত বড় অপমান্—আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌বো না, স্যার!

ডি, মিত্র। সত্য! You should see that any officer under you should not be taken to task in such a way at least. I don't think—she has done right.

উমা। মিঃ মিত্র! আপনার উপর যথারীতি সম্মানের সঙ্গে আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের ভিতরের ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ না কর্‌লেই ভাল হয়। (সত্যর প্রতি) হ্যাঁ, তোমার ম্যানেজারকে হুকুম্ দিয়ে দাও যে তার আমার কাছেই নিকেশ দিতে হবে। এই সাত বছরের নিকেশ আমার কাছেই ওর দিতে হবে।

সত্য। নাঃ, এতো বড় মুস্কিলে ফেল্‌লে আমাকে! বলি, তা এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? ভিতরে যাও দেখি, ভিতরে যাও। কি সব ঝঞ্ঝাট

বাধাল বলতো ? কাল Income Tax এর Return দিতে হবে, পরশু Revenue দেওয়ার শেষ দিন কে এসব করবে বলতো ? যাও, যাও, এখন ভিতরে যাও দেখি। যা করতে হয়, আমিই করবো।

উমা। তুমি তো প্রায় ক'রে এসেছ। কিন্তু আমার একটা মেয়ে রয়েছে। তার ভাবনা আমাকে ভাবতেই হবে। তুমি জানো, এই সাত বছরে তুমি কত হাজার টাকার দেনা হয়েছ ?

সত্য। এঁ্যা! দেনা—হয়েছি! তুমি বল্ছো কি ?

উমা। হঁ্যা, দেনা হয়েছে। এখন জিজ্ঞাসা করতো তোমার ম্যানেজারকে যে এ সব দেনার কারণ কি ?

আশু। খাজনা অনাদায়, খরচা বেশী। তা'ছাড়া আদায় ইর্সালতো একেবারে নেই বল্লেই চলে।

ডি, মিত্র। হঁ্যা, তা যা বলেছ। জমিদারী জিনিষটায় কেমন যেন একটা ভাটা পড়ে গেছে।

উমা। সে ভাটাই পড়ুক, আর জোয়ারই আসুক, আমি জান্তে চাই, কবে থেকে ম্যানেজার নিকেশ দেবেন ?

সত্য। (গম্ভীরভাবে) ম্যানেজার, মিঃ মিত্র! আপনারা একটু বাইরে যান্তো।

(সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার ও ডি, কে, মিত্রের কাছে যাইয়া কানে কানে বলিলেন) ওকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে এখনই বিদেয় দিচ্ছি। মেয়েমানুষ, বুঝ্ছোই তো! (ম্যানেজার ও ডি, কে, মিত্র বাহিরে গেলেন) বলতো এখন—ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে ?

উমা। দাঁড়াবে আর কি! ম্যানেজারের চাক্রীর এই সাত বছরে তোমার এষ্টেট বিশ হাজার টাকার দেনা হয়েছে। খবর রাখো

কিছু? এখন দেউলে খাতায় নাম লেখাতেই শুধু বাকী। তুমি তো রাতদিন ওদের চক্রান্তে নেশা ভাঙ্গে মেতে আছ। ঐ রকম লোক্‌কে Power of attorney লিখে তোমার মত লোকে ছাড়া কি আর কেউ দিতে পারে?

সত্য। তুমি ঠিক্ বল্‌ছো—বিশ হাজার টাকার দেনা হয়েছি?

উমা। তা নয়তো আমি মিথ্যে বল্‌ছি বুঝি? ভাল ভাল ডিহিগুলো সবই তো দেনার দায়ে বন্ধক দেওয়া হয়ে গেছে।

সত্য। সে কি! কবে? কার কাছে বন্ধক দেওয়া হয়েছে?

উমা। ঐ ডি, কে, মিত্রের কাছে, বুঝ্‌লে, ঐ ডি, কে, মিত্রের কাছে। ওর ভাগ্নের নাম ক'রে বন্ধক দলিল হয়েছে।

সত্য। কিন্তু Power of attorney লিখে দিয়েছি বলে ম্যানেজার এতটা কর্‌বে—এযে কল্পনাও কর্‌তে পারিনি! তা'ছাড়া মিঃ মিত্রও তো এ সব কথা আমায় কিছু বলেননি কখনও!

উমা। দায় পড়েছে ওর ভারী কি না? এ ছাড়া নায়েবদের ইর্সালের টাকা এ পর্য্যন্ত ম্যানেজার আত্মসাৎ করেছেন বার হাজার। বুঝ্‌লে?

সত্য। সেকি! এ সব তুমি বল্‌ছো কি?

উমা। এই দেখো, তার ফর্দ্দ। (বলিয়াই একটী লিষ্টি বাহির করিলেন)

সত্য। এ সব তুমি কি বল্‌ছো, উমা! হ্যাঁ, তা তুমি কি করে এ সব জান্‌লে?

উমা। প্রথমে প্রসন্নদা সন্দেহ ক'রে আমায় বলে। তার পর আমি চিঠি দিয়ে প্রত্যেক নায়েবের কাছে প্রসন্নদাকে পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছি।

সত্য। তা এ সব এতদিন আমায় বলনি কেন?

উমা। তোমার শোন্‌বার সময় থাক্‌লে তো বল্‌বো? আর যদিইবা কখনও বল্‌তে গিয়েছি, তখনইতো আমায় গালাগাল্ দিয়েছ।

সত্য। ছিঃ উমা! ও সব কথা আর তুলো না।

উমা। তুলবোনা? আজ এগারটা বছর ধরে আমার উপর তুমি কি অত্যাচারটাই না ক'রে এসেছ, একবার ভাবো দেখি? আমি বলে সহ্য করেছি, অন্য কেউ হ'লে আত্মহত্যা করতো। তবে তার জন্যে আমি তোমায় দোষ দেই না। আমার ভাগ্যি মন্দ, তাই। (বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিল)

সত্য। তুমি কাঁদ্‌ছো উমা?

(বাহির হইতে ডি, কে, মিত্র সাড়া দিলেন) সত্য, রাত বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে। আমার একবার বাড়ী যেতে হবে। (বলিয়া ডি, কে, মিত্র ও ম্যানেজার প্রবেশ করিলেন)

সত্য। (গম্ভীরস্বরে) হ্যাঁ, এসো ম্যানেজার! দারোয়ান! ম্যানেজারবাবুকে এখন থেকে নজরবন্দী ক'রে রাখবে, যেনো পালিয়ে না যায়।

দারোয়ান। হুজুর!

সত্য। মিঃ মিত্র! অভিযোগ বড় গুরুতর। হ্যাঁ, তবে আমি নিজে দেখবো।

ডি, মিত্র। আমি এখন আসি সত্য! (অসুবিধা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন)

আশু। স্ত্রী লোকের কথায় আপনিও শেষে, স্যার……………।

সত্য। যাও, বাজে বকো না। এই লিষ্টির ১২ হাজার টাকা সম্বন্ধে তোমার বল্‌বার কি আছে? কালই বল্‌বে। (লিষ্টিটা আশুর গায়ের উপর ছুড়িয়া মারিলেন)। যাও, তোমার নিজের ঘরে যাও। দারোয়ান! ওখানেই ওর খাবার দেবে। সাবধান, যেন পালিয়ে না যায়!

দারোয়ান। যো হুকুম।

(হঠাৎ আস্তে আস্তে প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। ম্যানেজারবাবু! বলেইতো ছিলাম তখন, যে কাজটা বড় ভাল কর্‌ছো না। (আগে ম্যানেজার ও তার পাছে পাছে দারোয়ানের প্রস্থান)

সত্য। উমা! তোমার এত বুদ্ধি, তা আমি আগে জানতাম না।

উমা। তোমার জানবার সুযোগ কোথায়? ওদের চক্রান্তে প'ড়ে এতদিন কি নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ব্যাবহারটাই না তুমি আমার সঙ্গে ক'রে এসেছ। আমি জমিদারের মেয়ে, জমিদারের স্ত্রী কিন্তু এর চেয়ে গরীবের ঘরেও যে আমার সুখ ছিল। এ দুঃখ যে আমি আর সইতে পারিনে। (অশ্রু বর্ষন)

সত্য। উমা! তুমি কাঁদ্‌ছো?

উমা। কাঁদবে না? তুমি আমার জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিতে পার্‌লে, আর আমি একটু কাঁদ্‌তেও পার্‌বো না?

সত্য। (হঠাৎ বিচলিত হইয়া পড়িল) উমা! আমায় ভাবতে দাও, ভাবতে দাও। (পদচারণ করিতে লাগিলেন)

প্রসন্ন। চল্ দিদি! আর কাঁদিস্‌নে, চল্। কেঁদে আর কি কর্‌বি? এযে তোর জীবনের অভিশাপ দিদি!

সত্য। হ্যাঁ, প্রসন্ন! ওকে উপরে নিয়ে যাও।

প্রসন্ন। তা তুমি যাবে না দাদাবাবু?

সত্য। হ্যাঁ, যাবো। তোমরা যাও, আমি যাচ্ছি।

(উমা ও প্রসন্নর প্রস্থান)

(একাকী) তাইতো! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি!

(হঠাৎ ছুটীয়া ৭ বছরের মেয়ে ছায়ার প্রবেশ। সত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল)

ছায়া। বাবা! তুমি বড্ড দুষ্টু।

সত্য। কেন মা?

ছায়া। মা রাতদিন তোমার জন্যে কত কাঁদে! তোমার রাত্রিতে বাড়ী আস্‌তে দেরী হ'লে, মা একলাটী আলো জেলে জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে থাকে। তুমি না আস্‌লে মা ঘুমোয় না। আর তুমি মার সাথে দেখাও করো না, কথাও বলো না। সত্যি বাবা! এ তোমার বড় অন্যায়।

সত্য। (স্বগত) সাত বছরের মেয়ে, সেও বল্‌ছে—এ আমার বড় অন্যায়! (প্রকাশ্যে) কিন্তু মা! তুমি এসব কি ক'রে জান্‌লে? তোমায় তোমার মা বলেছেন বুঝি?

ছায়া। মা বল্‌বে কেন? বুড়ো মামা আর মা'তো রাতদিন ঐ সব বলাবলি করে। মা কাঁদে আর বুড়ো মামা বলে— "কাঁদিস্‌নে দিদি! কাঁদিস্‌নে"। কোন্ সময় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মা গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভাতও খায় না, আর কারুর সঙ্গে কথাও বলেনা।

সত্য। আর প্রসন্ন কি করে?

ছায়া। বুড়ো মামা? সেও খায় না। ভাতগুলো পরদিন ঝি চাকরে নিয়ে যায়।

সত্য। আর তুমি কি করো?

ছায়া। আমিও এক এক দিন মা'র কান্না দেখে কেঁদে ফেলি। কিন্তু কাঁদ্‌বার কি আর যো আছে? বুড়ো মামা এসে অম্‌নি কোলে ক'রে কি সব গল্প বল্‌তে থাকে, সে সব ছাই আমার মনে থাকে না।

সত্য। হ্যাঁ মা! তুমি উপরে যাও, শোও গিয়ে। রাত্তির অনেক হয়েছে।

ছায়া। না, আমি যাবো না। কতদিন পরে তোমায় একটু পেলাম। আমার ঘুম্ আস্‌ছে না। হাঁ বাবা! তুমি উপরে যাবে না?

সত্য। উপরে? (আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন) উপরে যাওয়ার পথ যে আমার বন্ধ হ’য়ে গেছে মা!

ছায়া। না! বন্ধ হবে কেন? বুড়ো মামা তো এখনও দরজা বন্ধ করেনি।

সত্য। যাও মা! তুমি তোমার বুড়ো মামার কাছে যাও। আমি কাজ সেরেই উপরে যাবো।

ছায়া। ঠিক্ যাবে তো? সত্যি যাবে? আমি কিন্তু তোমার জন্যে ব’সে থাক্‌বো। এসো কিন্তু। (প্রস্থান)

সত্য। এমন মেয়ে, তাও দু’দিন কোলে করিনি। (সত্য হঠাৎ বিচলিত হইয়া পড়িল এবং উঠিয়া দাঁড়াইল) তাইতো! এযে রাজ্যের চিন্তা ভাব্‌না এসে আমায় পাগল ক’রে তুল্‌ছে! দারোয়ান!

দারোয়ান। হুজুর!

সত্য। আমি বাইরে যাচ্ছি, দরজা বন্ধ করো। (হঠাৎ সাম্‌নে আসিয়া উমা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল)

উমা। কোথায় যাচ্ছ? এত রাত্রে তুমি কোথায় যাচ্ছ? না, আমি যেতে দেবো না, তুমি যেতে পার্‌বে না।

সত্য। তা আর হয় না, উমা! অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি।

উমা। কোথায় যাবে তুমি এত রাত্রে?

সত্য। নরকে—যেখানে আমার উপযুক্ত স্থান।

উমা। নিজেই যখন বুঝ্‌ছো নরক, তখন সেখানে যাবে কেন?

সত্য। পতঙ্গ জানে যে সে আগুনের মাঝে গেলেই পুড়ে মরবে, তবুও সে যায় কেন?

উমা। তুমি তো পতঙ্গ নও, তুমি যে মানুষ।

সত্য। হাঃ, হাঃ, হাঃ। (হাসি) আমি মানুষ! আমি যে পতঙ্গের চেয়েও নিকৃষ্ট জীব।

উমা। না, তোমায় মানুষ হ'তে হবে। আমি তোমায় মানুষ ক'রে গড়ে তুল্‌বো।

সত্য। কাঁচা মাটী দিয়ে সবই গড়া যায় কিন্তু পোড়া মাটী দিয়ে যে কিছুই গড়া যায় না, উমা!

উমা। যাবে, খুব যাবে।

সত্য। তা হয় না, তা আর হয় না উমা! এত দিন চেষ্টা করোনি কেন?

উমা। সে আমার অভিশাপ।

(বাহিরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। হঠাৎ মদ্য পান করা অবস্থায় ডি, কে, মিত্রের প্রবেশ)

ডি, মিত্র। কি হে সত্য! রাত্রি যে ১ টা বাজে, যাবে না? কে? বৌমা! বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে। আমি বাইরে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

(বাহিরে যাইয়া ডি, কে, মিত্র ঘন ঘন মোটরের হর্ণ দিতে লাগিলেন।)

সত্য। উমা! শুন্‌ছো? ঐ শুন্‌ছো? নরকের ঘণ্টা আমায় ডাক্‌ছে। যাও, উপরে যাও।

(বলিয়া বেগে প্রস্থান)

উমা। (একাকী) অরুদা! তোমাকেও একদিন এম্‌নি ক'রে আটকে রাখতে চেয়েছিলাম।

(প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। পারলিনে দিদি?

উমা। বোধ হয় পারবো।

প্রসন্ন। তবে আর কাঁদ্‌ছিস কেন? চেষ্টা ক'রে দেখ্। ভাব যখন কিছুটা ফিরেছে, তখন হয়তো পারবি। তবে অভিশাপ বড় খারাপ জিনিস দিদি!

উমা। আমায়তো কেউ কোনও দিন এত বড় অভিশাপ দেয়নি প্রসন্নদা !

প্রসন্ন। এ যে টাকা পয়সার অভিশাপ, দিদি ! টাকা পয়সার অভিশাপ। তুমি জানো না,—আমি জানি, আর একদিন তোমাকে তা বল্‌বোও, তখন বুঝবে। চল্ দিদি! আর কাঁদিস্‌নে। এখন চল্। (প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বর্দ্ধমান জেলার কলিয়ারী অঞ্চলে ডিমা কলিয়ারীস্থিত সরকারী ডাক্ বাংলো। নিকটবর্ত্তী কলিয়ারীগুলিতে আজ প্রায় ১৫ দিন যাবৎ কুলীদের ধর্ম্মঘট চল্‌ছে। কলিয়ারীর মালিকরা সবাই মিলে কি উপায়ে কলিয়ারীর কাজ চালু করা যায় সেই শলাপরামর্শে ব্যস্ত। কলিয়ারীর মালিক ডি, কে মিত্র, সত্য রায়, দ্বীজেন মল্লিক, এস্, কে, বসু এবং এল্‌বার্ট ডেভিড্ স্ব স্ব চেয়ারে উপবিষ্ট।

এলবার্ট। I can't understand what does that young doctor want? What does give him pleasure to live in the bustees of these jungly-coolies?

ডি, মিত্র। এইটে বুঝলে না সাহেব? There is honey! There is honey in the bustees of these jungly coolis. Have you ever seen the jungly-dancing girls?

দ্বিজেন। (ইংরাজি বলায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) তা তোম্‌রাই যা বোঝ, তাই করো। তোমাদের ওসব ফ্যাসোন মোশন আমার জানা নেই। (পরে জনান্তিকে) বাঙ্গালীর ছেলে, ইংরেজ সাজ্‌তে চায়! দেশটা ঐ জন্যেই তো গোল্লায় গেল। (বলিয়া প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ, আমি এই পাশের ঘরেই রইলাম। দরকার মনে ক'র্‌লে ডাক্‌তে পারো।

সত্য! না, না, দ্বিজেন কাকা! তা হয় না। আপনি না থাক্‌লে চলেনা। এত বড় একটা সমস্যার সমাধান করা আপনার পরামর্শ ছাড়া হ'তেই পারে না।

এলবার্ট। Do you think Dwijen babu that the doctor is of loose morals ? I don't think so.

এস্, বোস্। No, No, সে সব কিছু নয়, সে সব কিছু নয়।

(দ্বিজেনবাবু সাহেবের দিকে কট মট করিয়া তাঁকাইলেন)

দ্বিজেন। সত্য! আমি আস্‌ছি। তোম্‌রা কথাবার্ত্তা কইতে থাকো। এই এক্ষুনি আস্‌ছি। (বলিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় এলবার্ট সাহেবের দিকে কট মট করিয়া তাঁকাইলেন)

এলবার্ট। Alright, let him come back within a few minutes. What's the harm ? Well, Mr. Bose, that young man seems to be a man of a very strong principle. Is it not ?

সত্য। দেখুন্, আমার মনে হয়, ওসব কথা বাদ্ দিয়ে এখন Let us find out ways and means how we can manage the situation.

এস, বোস। হাঁ, আমারও তাই মত। আজ ১৫ দিনের strikeএ প্রায় ৬০ হাজার টাকা লোক্‌সান হ'য়ে গেল। সুতরাং কি ভাবে এখন কলিয়ারীর কাজ চালু করা যায়—সেই চিন্তাই করা দরকার।

সত্য। আচ্ছা, ঐ ডাক্তারটাকে আমাদের এই সাতটা কলিয়ারীর joint-manager করে দিলে হয় না ? কিম্বা দশ পনের হাজার টাকা দিয়ে একেবারে ওকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না? দশ বছর আগের হিসেবে দেখলাম—কুলী বস্তীগুলোর চিকিৎসা, আলো, রাস্তা, জল, পথ, ঘাট ইত্যাদি বাবদ্ বছরে আমাদের মোট খরচা হ'তো আড়াই হাজার টাকা। আর

গত বছরের হিসেবে দেখা যায়, কুলী বস্তীগুলোর বিভিন্ন খাতে আমাদের total ব্যয় হ'য়েছে উনিশ হাজার সাতশো টাকা। কুলীদের demand দিন দিন যা বেড়ে চলেছে, আজ বার বছর ধরেতো শুধু meetup করেই চলেছি! আজ থেকে আঠার বছর আগে অর্থাৎ ডাক্তারটা যে বছর প্রথম এসে জুঠেছিল এখানে, সে সময়কার কথা চিন্তা ক'রে দেখুন, কুলীদের কোনও দাবীই ছিল না বল্লে চলে। আর ঐ ডাক্তারটা এসে অবধি ওদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কি পর্য্যন্তটা না ক'রে তুলেছে! আমার মনে হয় ঐ ডাক্তারটাকে যে ভাবে হয় হাত কর্‌তে পারলেই, সব ঝঞ্চাট চিরদিনের জন্যেই মিটে যায়। তখন আমরা বস্তীর বাবদ্ সমস্ত খরচাও ক'মাতে পার্‌বো আর ঐ কুলীদেরও আস্তে আস্তে সাবেক মুজুরীতে খাঁটিয়ে নেওয়া যাবে। What do you suggest Mr. Albert ?

(আস্তে আস্তে সাহেবের দিকে কট মট করিয়া চাহিতে চাহিতে দ্বিজেন বাবুর প্রবেশ)

এলবার্ট। It is a nice suggestion ofcourse but I doubt if he can be gained over in any way.

দ্বিজেন। আমারও তাই মনে হয়, সাহেব!

এলবার্ট। টুমি ইংলিশ্ জানেনা বলছে, আউর্ হামি কি বল্‌ছে, বুঝটে পারে?

দ্বিজেন। সাহেব! ওটুকু বুঝতে না পার্‌লে তোমাদের আর মহীমা থাকলো কি? ওটুকু যে তোমাদের দয়ায় ঘরের মেয়েছেলেরা পর্য্যন্ত বুঝতে বাধ্য হয়েছে।

এলবার্ট। Females বুঝটে পারে? বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা।

দ্বিজেন। ফিমেলস্ কি ব'লছ সাহেব? ভাগ্যি ভাল—তোমরা এদেশ ছেড়ে চ'লে যেতে বাধ্য হচ্ছো, নইলে তোমাদের যা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে আমাদের গোয়ালের গরুগুলোকে পর্য্যন্ত ইংরাজীতে জাবর কাটতে হ'তো! নেহাৎ এই কংগ্রেসের ঠেলায় পড়ে সোজা হচ্ছ, বাবা! তা না হ'লে তোমরা যা চীজ বাবা! একেবারে হাড়ে মাংসে জ্বালিয়ে খেয়েছ, এই দু'শ বছর ধরে।

সত্য। ওরা আর ক'দিনই বা! ওসব কথা এখন ছেড়ে দিন। এখন চিন্তা ক'রে দেখুন, কোনও মতে ডাক্তারটাকে হাত করা যায় কিনা।

দ্বিজেন। ভরসা নেই, সত্য! অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব। মহাত্মা গান্ধীর খাঁটী চেলা। হরিজনদের উন্নতির চেষ্টা করায় মহাত্মাজী নিজে ওকে বড় সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

সত্য। চেষ্টা ক'রে দেখায় ক্ষতি কি?

এলবার্ট। **It will be sheer waste of time and energy. I think that the suggestions, given by Mr. Mitter will alone do.**

দ্বিজেন। (সক্রোধে) সাহেব! এখন তো তোম্‌রা চল্‌তি পথে। এখনও একটু বাংলায় কথা বল্‌তে পার না? এতদিন বাংলা দেশের হাড় মাংস চুষে খেয়েও একটু বাংলা বল্‌তে শেখনি? আর না হয় তোম্‌রা যা বোঝ, তাই করো। আমি এখনই আবার চলে যাচ্ছি। তোম্‌রা একেবারে ইংরাজীতে ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে দাও। একশবার বলছি আমি ও সব বুঝিনে, তবুও সাহেবটা জোর ক'রে ইংরাজী বলছে। দেখছো, দেখছো সত্য ব্যাপারটা দেখছো?

এলবার্ট। হামি বলছে, ডাক্তার নোক্‌ড়ীও করবে না, money also won't do, টাকাও নেবে না।

দ্বিজেন। আমারও তাই মনে হয়। তার আবার "ওনড়ু" "ফনড়ু" কি বলছো?

সত্য। সাহেবের কথা আমরা অস্বীকার করছি নে। তবে একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক্ না। যদি কাজটা সহজে হাসিল হয়ে যায়।

এস, বোস্। যায় খুব ভাল কথাই, তবে আশা একেবারেই নেই।

ডি, মিত্র। হ্যাঁ সাহেব! Have you sent your bearer for the doctor?

এল্‌বার্ট। Certainly, I sent the bearer about an hour back, but no trace yet!

দ্বিজেন। (সক্রোধে) বলি সাহেব! তোমাদের কি বাপান্ত কিরে দেওয়া আছে নাকি যে ঐ বানরের মত কিচির মিচির ক'রে কথা না বললে তোমাদের জাত যাবে? (বিরক্তির ভাবে) নাঃ! কংগ্রেসের শুধু চাঁদা দিয়েই মলাম। এ জাতটা যে কবে এদেশ ছাড়বে!

এলবার্ট। কি বলছে দ্বিজেনবাবু?

দ্বিজেন। (পূর্ব্ববৎ) বলছে তোমার মুণ্ডু।

এলবার্ট। What moondu? মুণ্ডু কি আছে?

দ্বিজেন। তোমার শ্রাদ্ধ আছে।

এলবার্ট। Sradh কি আছে দ্বিজেনবাবু? হামি তো বলছে বাংলা হামি জানে না; লেকিন্ হামি বুঝটে পারে না।

দ্বিজেন। আর বুঝেও দরকার নেই সাহেব, এখন দয়া করে তোমরা এদেশ ছাড়লে আমাদের হাড়ে বাতাস লাগে। (অরুণের প্রবেশ)

ডি, মিত্র। এই যে ডাক্তারবাবু, আসুন, আসুন! আপনার জন্যই তো আমরা অপেক্ষা করছি।

এলবার্ট। Cood evening Arun babu, just take your seat, please. Very kind of you, very kind of you. বেয়ারা চা লে আও, চা লে আও, জলদি চা লে আও। (বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গে চা লইয়া আসিল)

অরুণ। আমি যে চা খাইনে, মিঃ এলবার্ট।

এলবার্ট। You don't take tea! How is that?

দ্বিজেন। (সক্রোধে) দেখো সত্য, দেখো মিঃ মিত্র, আমি চল্লাম। সাহেবটা যেন জেদ্ ক'রে ইংরাজী বলতে সুরু করেছে। যত আমি বলছি একটু বাংলায় কথা হোক্, ততই যেন ওর গোঁ বেড়ে চলেছে। আমায় রীতিমত অপমান্ করছে। সে দিকে তোমাদের লক্ষ্য থাকা উচিৎ। বলি, বেটা সাহেব ভেবেছে কি?

ডি, মিত্র। Mr. Albert, the old man is taking offence for your speaking English. A man of old age! So, speak in Bengali as far as possible.

দ্বিজেন। মিঃ মিত্র! তুমিও বুঝি আমাকে অপমান্ করতে চাও?

ডি, মিত্র। না স্যার, ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলাম যেনো ও আর আপনার সাম্‌নে ইংরাজী না বলে। তামি আপনাকে অপমান করবো, স্যার!

দ্বিজেন। আবার স্যার, স্যার, স্যার? বাঙ্গালীর ছেলের ইংরাজি বলায় রীতিমত পাপ্ হয় জানো?

এলবার্ট। লেকিন হামি আউর বল্‌বে না।

দ্বিজেন। হ্যা, বাবা ডাক্তার! আমি বুড়ো মানুষ, তোমার বাপের বয়সী। তোমাকে আমি তুমি বলেই বল্‌বো। তোমায় পরিষ্কার ক'রে কটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার জন্যই ডাকা হয়েছে।

অরুণ। বেশ্ বলুন।

এলবার্ট। হামাডের কলিয়ারীর ম্যানেজারগুলো একডম্ কুচ্ছু কাম্ ক'রছে না। উয়াডের হাম্লোক ডিস্মিস্ করবে। হামাডের একটা বালো ম্যানেজার চাই। সাতঠো কলিয়ারীর Joint managerই করবে। আচ্ছা টলব্ দেবে। সাতঠো কলিয়ারীর কামের জন্যে নয়শো রুপিয়া টলব্ দেবে। টুমি করবে? রাজী আছে?

অরুণ। সাহেব! এখনও ভদ্রতা শেখোনি, দেখ্ছি। ভদ্রভাবে কথা বল।

দ্বিজেন। কেমন? বেশ্ হয়েছে। এয়ারকি সবযায়গায় চলে না, বুঝলে সাহেব? এখন সাম্লাও।

এলবার্ট। টুমি কাম্ করবে ডাক্তার? করবে?

অরুণ। Hold your tongue, please or I must leave the place. You should speak like gentleman.

এলবার্ট। What! What Mr. Mitter? What makes him so angry?

দ্বিজেন। চট্বে না? চট্বেইতো। বাঙ্গালীর ছেলে, তার উপর একটা কংগ্রেস লীডার। তাকে বল্ছেন "করবে" "শুন্বে"। কেন, আপনি বল্তে পার না? একেবারে গায়েই লাগে না ওকে? চট্বেইতো, চটবে না? একশবার চটবে।

সত্য। সাহেব! তুমি কথা বলোনা। মিঃ মিত্র, বলুন। তুমি বাংলা ঠিক্ বল্তে পাচ্ছো না, অসুবিধে হচ্ছে।

এলবার্ট। Alright.

ডি, মিত্র। আপনি যদি দয়া ক'রে আমাদের Joint manager এর positটা গ্রহণ করেন, তা'হলে আমরা বড়ই উপকৃত হই।

মাইনে আমরা ৯০০৲ টাকা ক'রেই আপাততঃ দেবো। পরে আরও বাড়িয়ে দেবো।

অরুণ। মাপ করবেন, আমি চাক্‌রী ক'রবো না।

দ্বিজেন। তা তোমার বাবা, এতে ক'রে তো অনুন্নত শ্রেণীর সেবা করাও চল্‌বে। এই সমস্ত কয়লা নিয়ে জনসাধারণ ব্যবহার করে। গাড়ী চলে, জাহাজ চলে, সব কল-কারখানা চলে। তাতে কতলোক চাক্‌রী ক'রে তাদের সংসার প্রতিপালন করে। সুতরাং এ চাক্‌রী কর্‌লে প্রকারন্তরে তোমার দেশের এবং দশের সেবা করাইতো হবে। আর তোমার নীতির বাইরে যাবে বলেও তো মনে হয় না। তা'ছাড়া প্রত্যেক লোকেরই তো একটা ভবিষ্যৎ রয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। টাকা পয়সা শেষ বয়সে বড় কাজে লাগে। আমি বুড়ো মানুষ, তোমার মঙ্গলের জন্যই বল্‌ছি। অবশ্য আমাদেরও উপকার করা হবে।

অরুণ। মাপ করবেন, দ্বিজেনবাবু! আশীর্ব্বাদ করবেন যেন চাকরী করবার মত মতিগতি আমার কোন দিনও না হয়।

দ্বিজেন। (বিরক্ত হইয়া জনান্তিকে) আশীর্ব্বাদ করবার মত উপযুক্ত পাত্রই তো তুমি! আমার এই বুড়ো বয়সে এই চারটে বছর কলিয়ারী থেকে একটা পয়সা পাইনে। আজ বস্তীর হাস্‌পাতালের টাকার সাত ভাগের ভাগ, কাল জঙ্গলীদের জন্য স্কুল হবে—তার অংশ, পরশু জঙ্গলী বস্তীর ডোবা ভরাট কর্‌বার টাকা, এ সব দিয়ে পাবো কেমন করে? তার উপর আবার ধর্ম্মঘট চালাচ্ছ। আশীর্ব্বাদ তোমায় না করে পারা যায়? হাড়ভেঙ্গে আশীর্ব্বাদ করবো। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, সত্য! এখন তোমরা যা

হয় কর। আমি সন্ধ্যে আহ্নিকটা সেরে নেইগে। বলেইতো ছিলাম তখন, যে তেমন ছেলে সে নয়। (অপর কামরায় গেলেন)

সত্য। হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, আপনার টাকার দরকার হয় না?

অরুণ। টাকার আবার কার না দরকার হয়? নিশ্চয়ই দরকার হয়। স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসার করি, টাকার আবার দরকার হয় না, কি বল্‌ছেন?

সত্য। But you don't seem like that!

অরুণ। That is a different thing.

এলবার্ট। Alright. If we give you ten thousands, what can you do for us?

অরুণ। Nothing. I can't sell my principle at the cost of the world even. I am a Congress-man, you know.

ডি, মিত্র। (রাগান্বিত হইয়া) তা'হলে আপনি এই ভাবেই আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করেছেন?

অরুণ। নিশ্চয়ই না। আপনাদের সর্ব্বস্বান্ত কর্‌বার অভিপ্রায় আমার মোটেই নেই।

সত্য। (রাগান্বিত ভাবে) এই কুলীগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আজ পনের দিনের strike এ আমাদের ৬০ হাজার টাকা Loss। এটা কি আমাদের সর্ব্বস্বান্ত কর্‌বার মতলব নয়?

অরুণ। ওদের দাবীগুলো মেনে নিলেইতো চুকে যায়।

ডি, মিত্র। (চোখ রাঙাইয়া) তুমি থাকতে ওদের দাবী মেটাতে পার্‌বে, এমন ধনী জগতে জন্মেনি। তবে, হ্যাঁ, তোমাকেও আর আমরা বাড়তে দেবোনা, জেনে যাও।

অরুণ। অর্থাৎ?

ডি, মিত্র। অর্থাৎ হয় এবার তোমায় শেষ করবো, না হয় আমরা শেষ হবো। তুমি ভেবেছ যে রোজ রোজ তুমি ঐ জঙ্গলী কূলী গুলোকে খেঁপিয়ে দেবে, আর আমরা এসে তোমার কাছে ধন্না দেবো, না? সেটা আর চল্‌বে না। **We are ready for you. Just make yourself ready for the worst.**

অরুণ। (কিঞ্চিৎ হাসিয়া) আমি তো **Ready** ই আছি।

ডি, মিত্র। বেশ। তাই হবে।

অরুণ। **Alright. Very kind of you** (প্রস্থানোদ্যত)

এলবার্ট। **We must put an end of these troubles.**

অরুণ। (হাসিয়া) সাহেব! আমিওতো তাই চাই।

এস্, বোস্। অরুণ বাবু, আপনার বোঝা উচিৎ যে অকারণে আমাদের এভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করায় আপনার কোনও লাভ হবেনা। তাছাড়া বস্তির **demand** গুলো তো সবই আমরা মিটিয়েই দিয়েছি। কুলীদের রোজ একয় বছরে পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের ত্রুটি কোথায় বলুন তো?

অরুণ। ত্রুটি আপনাদের ঢেরই আছে। তবে একটা পথ আপনাদের আছে। আপনারা ওদের ডেকে বুঝিয়ে দেখতে পারেন। ওরা সন্তুষ্ট হলে আমার কিছুই আপত্তি নেই।

সত্য। ওরাতো আপনার কথায়ই উঠে, বসে। ওরাতো আপনার কাছেই আসে।

অরুণ। কিন্তু বলতে পারেন সত্য বাবু, ওরা আমার কাছেই বা আসে কেন? ভুল কর্‌ছেন, ওরা আমার কাছে আসে না। আসে কংগ্রেসের কাছে। আপনারা জানেন না যে জাতীয় কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে আমার নিজের কিছু করবার

ক্ষমতা নেই। আমি কংগ্রেসের দীন সেবক মাত্র। তবে হ্যাঁ, ওরা সন্তুষ্ট হলে আমি তখন লিখতে পারি।

দ্বিজেন। ওসব আমরা বুঝি, অরুণ বাবু! তুমিই ওদের সব। তা-নইলে ওরা তোমার কাছে ছোটে কেন?

অরুণ। আমিও ঠিক্ বুঝিনা যে ওরা আমার কাছেই বা আসে কেন? আমি ওদের কে? (হঠাৎ লাঠি ও আলো হস্তে চাঁদ সর্দ্দারের প্রবেশ)

চাঁদ। তাইতো ডাক্তার বাবু! তুমি আমাদের কে? তুমি আমাদের মা, বাপ—তুমি আমাদের কুলী বস্তির দেবতা, আমাদের সর্ব্বস্ব।

অরুণ। কে? সর্দ্দার! তুমি আবার এপর্য্যন্ত এসেছ কেন?

চাঁদ। আমি আবার এপর্য্যন্ত এইছি কেনে? এ যে আমাদের আস্‌তেই লাগবে। না এইসে যে পারবার উপায়টা নাই, ডাক্তারবাবু!

অরুণ। তোমার ছেলেটার অসুখ বেশী হয়নি তো?

চাঁদা। না, না। সে সব কিচ্ছুটা নাই, সে সব কিচ্ছুটা নাই। অনেক কিচ্ছুটা কান্‌কে গেল। রাতটাও হইছে! তাইতো আস্‌তে লাগলো। রাস্তা ঘাটকে বিপদ্‌টাও তো ঘটতে পারে? দিনটা কালটা তো আর ভাল নাই।

অরুণ। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ও এই? তা কি অনেক কিছু শুন্‌লে আবার?

চাঁদ। সেই সবটা পরে বল্‌বো। আগে তুমি ঘরকে চলো। তবে এইটুকু আমি বলি যাইছি যে চাঁদার হাতে এই লঠিটা থাক্‌তে কোনও শালার ক্ষেমতা নাই যে তোমার গাঁটায় কেউ হাত্‌টা দিবেক। (বলিতে বলিতে মেজের উপর লাঠির গোড়া দিয়া ২।৩ বার আঘাৎ করিল)

হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, চলো। এইখানটায় তোমার আর থাকতে হবেক নাই। চলো।

ডি, মিত্র। হুঁ, তুমিই বুঝি ওর বড় সাগ রেৎ। হ্যা, অরুণবাবু, একটু দাঁড়াও। এই জঙ্গলীগুলোর জন্যে নিজের বিপদ্ ডেকে এনো না কিন্তু বলে দিচ্ছি, তাতে তোমার অশান্তিই বাড়বে।

অরুণ। অশান্তি! বরাবরই শান্তিকে যে সাধ ক'রে পায়ে ঠেলেই এসেছে, তাকে অশান্তির ভয় দেখিয়ে লাভ কি মিঃ মিত্র!

সত্য। তবুও আপনি এই জঙ্গলিগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবেন?

অরুণ। ক্ষেপিয়েছেন তো আপনারা।

সত্য। আমরা!

অরুণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা। ওদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমে আপনারা লাখ লাখ টাকা লুফে নিচ্ছেন, আর ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের পুষ্যিপুত্র হয়ে তাদেরই ইঙ্গিতে যত রকমের অবিচার, অত্যাচার আপনারা এদেরই উপরে চালাচ্ছেন! এদের ছেলে বুড়ো, মেয়ে, পুরুষগুলো বংশানুক্রমে আপনাদের জন্য জীবন পাত করছে, আর এদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আপনারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, অবাধে এদেরই উপরে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

ডি, মিত্র। থামো সত্য! ওসব ছোটলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে লাভ হবে না।

অরুণ। ছোটলোক! হ্যাঁ! এরাইতো ছোটলোক!

এলবার্ট। আলবৎ ছোটলোক আছে।

অরুণ। এরাইতো ছোটলোক, সাহেব! চোখ রাঙ্গানি আর বেশী দিন চল্‌বে না সাহেব। তোমাদের লজ্জা থাকা উচিৎ। ছোটলোক এরা? তোমাদের সাহেবদের চেয়েও ছোটলোক এরা? মা, বোন্‌কে যারা মা বোন্ বলে জ্ঞান করে না, মেয়েছেলের পর্য্যন্ত মান্ ইজ্জতের বিবেচনা যাদের নেই, তারাই হলো বড় লোক, আর এরা ছোটলোক্? কি বল্‌বো সাহেব?

এলবার্ট। Shut up.

চাঁদ। চোখ রাঙ্গাইছ কাকে সাহেব? তোমার জান্‌টার উপর কি তোমার কিচ্ছুটা দরদ্ নাই। ডাক্তার আমাদের কোন্‌টা আছে জান্‌ছো, সাহেব? আমাদের দেবতা আছে। আর এই লাঠিটা দেখতে পাইছ সাহেব? ফের যদি কথাটী বল্‌বেক তো এক্টু হাতের মুঠাটার ভিতর তোমার জান্‌টা আমি লিয়ে লিবেক। এইক্ষণটায় আর জঙ্গলীগুলোর লাঠিটায় কম্ জোরটা নাই গো, সাহেব! বুলুয়াকে তোমরা যেই দিনটায় রাস্তা থেইকে ধরে লেই গিইছিলে, সেই দিন্‌টায় আমরা যে জঙ্গলীগুলান্ ছিলাম, এইক্ষণটায় আর আমরা সেই জঙ্গলীগুলান নাই, সাহেব! সেইটা বুঝি লিয়ে কথাটা বল্‌বেক, আর কাম্‌টা কর্‌বেক।

এলবার্ট। What a Jungly Speaking?

চাঁদ। দেখাই দিতে লাগবে সাহেব? তবে রে সাহেব! (বলিয়া কাপড় গুঁছাইতে লাগিল)

অরুণ। না চাঁদা, চলো ভাই, আমরা ঘরে যাই। ওদের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া ক'রে আমাদের লাভ নেই। চলো ভাই, ঘরে চলো। (বলিয়া হাত ধরিয়া টানিলেন)

চাঁদ। আরে ঘরকেইতো যাইছিলাম কিন্তু তুমি আমাদের তরে জানটা দেইছ, আর আমার সুমুখটায় তোমাকে চোখ রাঙ্গাই যাবে ? আর আমি দাঁড়াই থাকবো ? তুমি বলছ কেমনটা, ডাক্তারবাবু ?

অরুণ। না, না, চলো ভাই, আমরা ঘরে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

এলবার্ট। **Alright let us see. It is for Dwijen babu, I have been so insulted. Mr. Mitter** টোমার **suggestion**টাই বালো ছিল। উয়াকে নাটলব দিলেই তো বালো হইটো।

দ্বিজেন। তা ওটা সাহেব, ভালই হয়েছে। তোমার যা প্রাপ্য, ঠিকই পেয়েছ। ওটা তো তোমার দোষেই হয়েছে, সাহেব! আমার কথা তো শুন্‌বে না। ঐ কিচির মিচির কথাগুলো শুন্‌লেই ওদের রাগ হয়, বুঝলে? কর্‌বে আর কিচির মিচির ? যদি প্রাণটা বাঁচিয়ে দেশে ফিরতে চাও, তবে এখনও বাংলা বলা শেখো সাহেব, বাংলা বলা শেখো। হ্যা, তা এখন কি কর্‌বে ঠিক করেছ তোমরা ? ও ডাক্তারটা আবার কংগ্রেসের পাণ্ডা। কিছুদিন বাদেই তো শুন্‌ছি গবর্মেণ্ট ওদের হাতেই এসে যাচ্ছে। যা করবে, খুব বুঝে সুজে কর্‌বে কিন্তু। পরে আবার পস্তাতে না হয়।

ডি, মিত্র। হ্যা আমাতে আর সত্যতে সে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। আপনারা রাত্তির ১১টার গাড়ীতে কল্‌কাতা ফিরে যেতে পারেন। আমি আর সত্য যা হয় একটা ফয়শালা করেই যাবো।

দ্বিজেন। বেশ! তা হ'লে আমাদের তো গাড়ীর সময় হ'য়ে এলো। কি হে! বোস্ সাহেব! যাবে, না থাক্‌বে ?

এস্, বোস্। নিশ্চয়ই যাবো, স্যার! সময় দেখুন তো মিঃ মিত্র।

ডি, মিত্র। (ঘড়ি দেখিয়া) গাড়ীর মাত্র দশ মিনিট বাকী।

এস্, বোস্। কি সাহেব! উঠ্‌বে, না দেরী ক'রে যাবে?

এলবার্ট। হামিটো বাংলোয় যাবে। You are to catch the train.

দ্বিজেন। (কাপড়ের ব্যাগটা এবং লাঠিখানা হাতে লইয়া) তা হ'লে আমরা আসি, সত্য! যা হয় তোমরা বুঝে সুঝে একটা কিছু ক'রে যেয়ো। তবে হ্যা, ঐ সাহেবটাকে সব কিছুর মধ্যে নিও না কিন্তু।

(দ্বিজেন ও এস্, কে, বসুর প্রস্থান)

এলবার্ট। (দ্বিজেনবাবুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইতে তাকাইতে) হামিও যাচ্ছে Mr. Mitter. (প্রস্থান)

ডি, মিত্র। বেয়ারা! তারা কোথায়? এসেছে?

বেয়ারা। হ্যা বাবু, তারা তো এসে প্রায় ১ ঘণ্টা বসে রয়েছে। এখানে আস্‌তে বলবো?

সত্য। হ্যা, ওদের ভিতরে আস্‌তে বল।

(বেয়ারা দরজার কাছে গিয়া হাত ইসারা করিল এবং কিঙ্কর ও তাহার অপর তিনজন সঙ্গী প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিল।)

ডি, মিত্র। এই যে তোমরা এসেছ! তোমরা কজন?

কিঙ্কর। আমরা ৪ জন।

সত্য। তোমরা বাঙ্গালী না বিহারী?

কিঙ্কর। আজ্ঞে, বাঙ্গালী।

ডি, মিত্র। বেয়ারার কাছে সব শুনেছ?

কিঙ্কর। আজ্ঞে বাবু, সবই শুনেছি। উনিতো অমাদের গাঁয়েরই লোক।

ডি, মিত্র। পার্‌বে?

কিঙ্কর। পারবো আর না কেন বাবু, পারবো বলেই তো এসেছি।

ডি, মিত্র। কত চাও ?

কিঙ্কর। সে তো সাহেবকেই ব'লে দিয়েছি। পাঁচ'শ।

সত্য। দু'শ টাকা পাবে।

কিঙ্কর। দু'শ টাকায় শুধু খালি-ঘরে আগুন দিতে পারি, ওদের আট্‌কে পুড়িয়ে মারতে পারবো না। সেটা করতে হ'লে ঐ পাঁচ'শ টাকাই দিতে হবে।

সত্য। বেশ, তাই পাবে। পাঁচ'শই পাবে। কি করতে হবে বলতো ?

কিঙ্কর। আজ্ঞে, সে তো পরশু ঐ সাহেবের কাছেই শুনেছি। তবে হ্যা, ঐ ডাক্তারটাকে পুড়িয়ে মারা যাবে না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে ডাক্তার বাড়ীতে থাকলে ওর ওখানে শেষ রাত্তির পর্য্যন্ত লোক জমা থাকে। ও যখন রাত্তির বেলায় রুগী দেখতে যাবে, তখনই দরজাগুলো ভাল ক'রে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দেবো। ওর বৌটা আর ছেলেটা যে মরবেই, সেটা আমি চুক্তি ক'রেই নিলাম।

সত্য। ওহে, ওটাকেও শেষ কর্‌তে হবে যে! কেবল বৌটা আর ছেলেটা মর্‌লে চল্‌বে কেন ?

কিঙ্কর। তা হলে শুধু ওর বৌ আর ছেলেকে পুড়িয়ে মেরে আপনাদের লাভ নেই—এই বল্‌ছেন ?

সত্য। লাভ নেই আবার কি বল্‌ছো হে ? রীতিমত লাভ আছে। ওদের তো মারতেই হবে, তাছাড়া ডাক্তারটাকেও শেষ করতে হবে।

কিঙ্কর। তা হ'লে কোনটাই হবে না। আপনাদের টাকা গুলোই শুধু শুধু জলে যাবে।

ডি, মিত্র। আচ্ছা, তাই হোক্—তোম্‌রা আগে ঘরগুলো তো পুড়িয়ে দাও, তারপর যা হয় হবে, এই নাও—দু'শ। (বলিয়া ব্যাগ

খুলিয়া বাহির করিয়া দিলেন) হ্যাঁ, ওর বৌকে আর ছেলেটাকে কিন্তু পুড়িয়ে মারা চাইই। নইলে কিন্তু বাকী টাকাটা পাবে না, বুঝলে ?

কিঙ্কর। সে বাবু হবে। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে, ঘরের চালের উপর আর বেড়ায় ক্রাসিন লাগিয়ে, তবে তো আগুন দেবো।

সত্য। আমি কিন্তু তোমার পাশেই থাকবো, বুঝলে ?

কিঙ্কর। তা বাবু থাকবেন। টাকাই যখন নিলাম, তখন আপনি থাকুন আর নাই থাকুন, কাজ আমরা ঠিক্ করবোই।

সত্য। তা তোমাকে দেখ্‌লে বেশ বুদ্ধিমান ব'লেই মনে হয়।

কিঙ্কর। একটু বুদ্ধি ভাস্তি না থাক্‌লে কি আর আপনাদের মত লোকের কাজ কর্ম্ম করা যায় ? তা বাবু, বাকী তিন'শ টাকা কাজের পরই কিন্তু দিতে হবে।

সত্য। নিশ্চয়ই দেবো। তুমি আমার কাছ থেকেই পাবে।

কিঙ্কর। তাহলে আমরা এখন আসি বাবু, পেন্নাম হই।

(সকলের প্রস্থান)

(সত্য হঠাৎ গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন)

ডি, মিত্র। ওহে সত্য, অত সব কি ভাব্‌ছো বলতো ?

সত্য। ভাব ছি—আমরা কি করছি !

ডি' মিত্র। হাঃ, হাঃ, হাঃ। (উচ্চহাসি) হাঁসালে হে, সত্য, একেবারে হাঁসালে ! বলি—এইতো বড় লোকের কাজ ! যে যত করতে পারবে, সে তত এগিয়ে যাবে, আর টাকা জমাতে পারবে। আর টাকা থাক্‌লেই মান, সম্মান দিন দিন বেড়ে চল্‌বে। ছেলে মানুষ কিনা, তাই প্রথমটা একটু বাঁধো বাঁধো লাগবেই। আমি

ভায়া, এসব কাজে একরকম হাত পাকিয়েছি। কিছু দিন পাছে পাছে ঘোরো, তখন দেখ্‌বে এসব আর তেমন কিছু ব'লে মনে হবে না। বলি তুমি অত ভাব্‌ছো কি হে?

সত্য। আপনার দেনাটা কি ভাবে শোধ কর্‌বো—সেটাও আমার একটা গুরুতর চিন্তার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল।

ডি, মিত্র। ও, এই? নাও, হে নাও। এখন রাখোতো ওসব বাজে চিন্তা। আমার দেনা, শোধ দেবে তুমি, তার আবার ভাব্‌না! বলি—নাইবা দিলে? না হয় পাঁচ বছর পরেই দেবে! তোমার মত এত বাজে চিন্তা কর্‌তে আমি কাউকে দেখিনি।

সত্য। কিন্তু কোর্টে নালিশ করেছেনতো?

ডি, মিত্র। ঐ যা বলেছ ভায়া, ও কথা আর বলনা। তোমাকেতো বলেইছি, ঐ ব্যাটাচ্ছেলে ম্যানেজার, তোমাকেও জ্বালিয়ে এসেছে, এখন আবার আমার ঘাড়ে চ'ড়ে আমাকেও জ্বালাচ্ছে। সব সময় তার নিজের খেয়াল খুসী মত কাজ করবে, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত কর্‌বে না। তুমি হয়তো বিশ্বাস কর্‌বে না ভায়া, তোমার নামে সদরে নালিশের হুকুম পাঠিয়েছে জান্‌তে পেয়ে আমি রীতিমত ওর কৈফিয়ৎ তলব করেছিলাম। এমন কি ওকে ডিস্‌মিস্ করবো, ঠিক্ ক'রে ফেলেছিলাম। কিন্তু ব্যাটা কেমন ধুরন্ধর, জানোই তো? বলে—তামাদি হ'য়ে যেতো।

সত্য। তা আপনি কিছু বল্লেন না?

ডি, মিত্র। কি আর বল্‌বো বল? বল্‌বার দরকারই মনে করিনি। কারণ টাকা নেওয়া না নেওয়াটা তো আমারই হাত। বেশী কিছু বল্লে ওর আবার Resign দেওয়া রোগ আছে, জানোইতো!

এদিকে কলিয়ারীর এই সব ঝঞ্ঝাট। এখন চলে গেলেতো সামাল দেওয়া যাবে না। তা আমার দেনার জন্যে তোমায় ভাব্‌তে হবে না ভায়া! ও নিয়ে তুমি অনর্থক মাথা ঘামিও না।

সত্য। তা ঘামিয়েই বা আর কি করছি, বলুন?

ডি, মিত্র। ওসব বাজে চিন্তা ছাড়োতো সত্য, এই বেয়ারা! লে আও, সাদা বোতলটা লে আও।

(বেয়ারা মদের বোতল আর গ্লাস্ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। প্রথমে ডি, কে, মিত্র এক গ্লাস ঢালিয়া পান করিলেন। পরে এক গ্লাস সত্যকে দিলেন। সত্যও পান করিল। আর এক গ্লাস ঢালিয়া সত্যকে দিয়া বলিলেন।)

ডি, মিত্র। নাও হে, নাও। মনটা একটু তাজা ক'রে নাওতো দেখি। মাঝে মাঝে দেহটা আর মনটা একটু চাঙ্গা ক'রে নেওয়া খুবই দরকার।

(সত্য পুনরায় পান করিলেন)

বেয়ারা। বাবু, সেই লোক্‌টা এসেছে।

ডি, মিত্র। বহুৎ আচ্ছা হয়েছে। বোলাও।

(বেয়ারা ইসারা করিয়া ডাকিতেই লঙ্কেশ্বরের প্রবেশ)

তোমার কথা ঠিক আছে?

লঙ্কেশ্বর। আছে বাবু! কিন্তু খুন্ হবে কিনা, তা ঠিক বলা যায় না। তবে জখম যে আঠার আনা হবে, তাতে আর বাধা নেই।

সত্য। কিন্তু কখন কি ভাবে কাজটা করবে বলতো?

লঙ্কেশ্বর। সে বাবু ঠিক্ আছে। এলবার্ট সাহেব তো সে সব বলেই দিয়েছে। এই যখন এদিকে ঘরে আগুন লাগ্‌বে, ঠিক্ সেই সময় এই লাঠি নিয়ে আমি রাস্তার পাশে আড়ালে দাঁড়াব। আগুন

দেখে ডাক্তার যখন সাইকেলে বাড়ীর দিকে ছুট্‌বে, তখনই একেবারে পাঁশ দিয়ে গিয়ে সিধে মাথাটা ফাঁটিয়ে দেবো। যেই মাটীতে পড়্‌বে, অমনি তার উপর দু'দশটা লাঠির বাড়ী। সে সব ঠিক্ আছে, বাবু, সে সব ঠিক আছে।

ডি, মিত্র। বহুৎ আচ্ছা।

লক্ষেশ্বর। বাবু টাকা?

সত্য। টাকা? এই এক্ষুনি দিচ্ছি। (বলিয়া ব্যাগ্ খুলিয়া এক তাড়া নোট দিলেন) ঠিক্ দু'শই আছে।

লক্ষেশ্বর। পেন্নাম হই, বাবু, তা হ'লে আসি। (প্রস্থান)

ডি, মিত্র। কি হে সত্য, ঐ যা লাঠি দেখলে, ঐ লাঠির বাড়ী ঝাড়্‌লে মাথাটা তো ফাঁটবেই, তার উপর আবার বেঁচে থাক্‌বে নাকি হে? আচ্ছা থাকুক্ দেখি। (বলিয়া মদ্য পান করিতে লাগিলেন)

বেয়ারা। বাবু! দারোগাবাবু এসেছেন।

সত্য। আস্‌তে বলো?

(পোষাক পরিহিত দারোগা প্রতাপ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

দারোগা। Good evening Mr. Mitter, Good evening Mr. Roy.

ডি, মিত্র। } Good evening, good evening.
সত্য।

ডি, মিত্র। চলে নাকি দারোগাবাবু? দেবো এক গ্লাস?

দারোগা। না, স্যার, ওসব একদম্ ছেড়ে দিয়েছি।

সত্য। Everything alright?

দারোগা। Certainly sir, যা বল্‌বো, তা কর্‌বোই। তা না হ'লে আর Experience এর মূল্যও থাক্‌লো কি? জানেনইতো আঠারো বছর পরে এবার সবাইকে ছাপিয়ে Confirmed sub-

Inspector হয়ে গেলাম। এই দেখুননা এস্, পি (S. P.) সাহেবের order। এই দুটো মাস ধ'রে যে ভাবে ঐ ডাক্তারটার বিরুদ্ধে লিখেছি, তাতে কি আর order না দিয়ে পারে।

(কতকগুলি কাগজ সত্যর হাতে দিলেন, সত্য পড়িতে লাগিলেন)

সত্য। কিন্তু আসল জিনিসটা কই ? warrant ? (দারোগাবাবু বুক পকেট হইতে একখানা warrant বাহির করিয়া) এই যে স্যার, একেবারে D. M. এর সই করা warrant.

ডি. মিত্র। শুনুন, আমরা আর একটা খুব ভাল ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি। ডাক্তারটা যখন রাত্রিবেলায় রোগী দেখ্‌তে যাবে, আমাদের লোকে তখন ওর ঘরের দরজাগুলো বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে। ডাক্তারটা যখন আগুন দেখে ছুটে আস্‌বে, তখনই ওকে খুন্ ক'রবার জন্যেও লোক লাগিয়ে দিয়েছি। আর আপনিতো readyই থাক্‌বেন। ভাগ্যির জোরে যদি বেঁচেই যায়, তখন আপনি সঙ্গে সঙ্গে গিয়েই arrest কর্‌বেন। কি বলেন ?

দারোগা। চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে। (স্বগত) যাক্ বাবা! যদি ওদের দ্বারাই হ'য়ে যায়, তবে আর এই Retiring ageএ এত বড় একটা অন্যায় কাজ করার হাত থেকে বেঁচে যাই। ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের পাল্লায় পড়ে কত অন্যায়ই তো কর্‌তে হয়েছে।

সত্য। তা'হলে কাল সন্ধ্যের পরই আস্‌ছেন তো ?

দারোগা। নিশ্চয়ই। টাকাটা কিন্তু One Thousand, Sir! অবশ্য বক্‌শিস্।

সত্য। সে জন্যে বাধ্‌বে না, সে ঠিকই আছে। সবাই মিলে যখন দেবো তখন ওতে বাধ্‌বে না।

দারোগা। তা'হলে আসি Sir, সবই তো ঠিকই রইল? (ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন)

ডি, মিত্র। তা সত্য! ওকে পাঁচ'শ টাকা এখনই দিয়ে দাও।

(সত্য ছুটকেস্ খুলিয়া টাকা দিলেন)

দারোগা। (টাকা লইয়া) Alright. Good evening Sir.

ডি, মিত্র। এবার বুঝ্‌বো—তোমার হোমোপ্যাথির জোর! ছোক্‌রাটা একেবারে আমাদের মাটী দিলে— সর্ব্বনাশ্ করতে বসেছে। চলো সত্য, রাত অনেক হয়েছে।

সত্য। কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেল না? রাত্রি বেলায় তো arrest ক'রবার আইন নেই!

ডি, মিত্র। (উচ্চহাসি) হাঃ, হাঃ, হাঃ! রাত্রিবেলায় arrest ক'রবার আইন নেই আবার কি বল্‌ছো? আছে, আছে, খুবই আছে। টাকা পেলে ওরা রাত্‌কে দিন করতে পারে। চলো, এখন খেয়ে দেয়ে শোয়া যাক্। রাত অনেক হয়েছে।

(অপর কামরায় প্রবেশ)

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান ঃ— ডিমাবস্তির অরুণের বাড়ী। কাল—রাত্রি অনুমান একটা। সমস্ত ঘরগুলি পুড়িয়া গিয়াছে। ঘরের আধপোড়া খুটীগুলি কতক বাঁকা, কতক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোনও কোনও স্থান হইতে এখনও সামান্য সামান্য ধোঁয়া উঠিতেছে। উঠানের এক পার্শ্বে একখানা খাটিয়ার উপর দগ্ধ অবস্থায় মৃতা অনিমা শায়িতা এবং পার্শ্বে বিপন্নকেও দগ্ধমৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। চাঁদ্ সর্দ্দার অধৈর্য্য হইয়া নানারূপ বিলাপ করিতেছে। কুলীবস্তির মোড়লরা ছুটিয়া আসিয়াছে।

চাঁদ্। কে এই সর্ব্বনাশটা কর্‌লোরে ভুলুয়া! কেম্‌নে এই সর্ব্বনাশটা হলোরে! আমাদের ভাগ্যিটায় কেমনটা ঘটলোরে! ডাক্তারবাবু আস্‌লে কি জবাবটা দিবো গো! আমাদের তরেইতো ডাক্তার বাবুর এমনি সর্ব্বনাশটা হই গেল। "মা" টা যে আমাদেরই "মা" টা ছিলরে, এমনি "মা" টা আমরা আর কোথাকে পাবো গো! এমনি "মা" টা যে আর মিলবেক নাইরে ভুলুয়া! এমনি সোনার ছেইলা কেমনে পোড়াই মারলো গো!

কুট্টী। আমরাও যে "মা"টা হারাই গেলাম। আমরা যে সোনার ভাইয়াটা হারাই গেলাম গো! (বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল)

ভুলুয়া। আমার বৌটাকে আমাকে দেয়াই দিলো। আজ উয়ার বৌটাকে আর ছেলিয়াটাকে পোড়াই মার্ দিল, কোন্ বেইমানটা এই কাম্‌টা কর্‌লোরে সর্দ্দার? চল্ সর্দ্দার, আমরা ঐ বেইমানটার খোঁজটা করি উয়ার জান্‌টা লিয়ে লেই গো, এম্‌নি জন্‌টা বস্তিতে থাক্‌তে লারবেক্, সর্দ্দার!

লালু। বস্তীর জনগুলান্ যে সব মরি যাবেক গো। দাবাইগুলান্ সব পুড়ি গেল। কত টাকার দাবাই গেইছে গো! আমাদের যে সর্ব্বনাশটা হই গেল!

(হঠাৎ রক্তাক্ত দেহে দৌড়াইয়া অরুণের প্রবেশ। তাহার মাথা ফাঁটিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে, সমস্ত দেহের জামা কাপড় রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে।)

অরুণ। চাঁদা, চাঁদা! অনু নেই, অনু নেই! বিপু নেই?

(বলিয়া অনিমা এবং বিপন্নের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। এমন সময় চাঁদ্ সর্দ্দার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অরুণকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।)

অরুণ। ভাই! আমি যে আর পারছিনে, আমি যে আর দাঁড়াতে পারছিনে ভাই! (বলিয়াই মাথা চাপিয়া ধরিয়া খাটিয়ার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।)

চাঁদ। কিন্তু তোমার এমনটা কেম্নে হলো ডাক্তারবাবু? মাথাটায় রক্ত ঝরাইছে, গাঁয়ে রক্ত কেনে? উঃ, এগুলান কি মানুষ নাইরে, এগুলান কি মানুষ নাই!

অরুণ। (নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং টলিতে টলিতে বলিল) চঞ্চল হ'য়োনা চাঁদা, বলবো, সবই বলবো— সবই শুনবে।

চাঁদ্। তুমি বসো, ডাক্তারবাবু; তুমি যে খাড়া হ'তে লারছো!

(ধরিয়া খাটিয়ার উপর বসাইয়া দিল)

আমরাইতো তোমার এই সর্ব্বনাশটা ঘটাইছি, ডাক্তারবাবু!

অরুণ। উঃ, আমি যে আর পারছিনে! কিন্তু এরা কি মানুষ চাঁদা!

চাঁদ্। তুমি যদি এমনটা অস্থির হই পড়বেক্, তাইলে আমরা যে জঙ্গলী-জাত্ ডাক্তারবাবু; আমরা কেম্‌নে সইতে পারবো ?

ভুলুয়া। ডাক্তারবাবু, কে তোমার এই সর্ব্বনাশটা করলো গো ? কে তোমার মাথাটায় লাঠিটা মারলো গো ! এই কলিয়ারীর বস্তীটায় কি তোমার ঘরকে আগুন লাগাই দেবার মত জনটা এখনও রইছে ? তোমার মাথাটায় লাঠিটা মারবার মত জন্‌টা এই খানটায় কি আছে গো ?

অরুণ। তাই তো ভাবছি, ভুলুয়া !

চাঁদ্। নাই, ডাক্তারবাবু নাই, এই নয়টা বস্তির জনেরা কেউ তোমার এই সর্ব্বনাশটা করতে পারে নাই— এটা আমি ঠিকই বলতে পারবেক। ডাক্তারবাবু, তুমি যদি এমনি ডুক্‌রাতে সুরু করলে, তবে এই জঙ্গলীগুলানের অবস্থাটা একটীবার ভাবি দেখ্‌ছো ? ইয়াদের কি অবস্থাটা হবেক ? তুমি কাঁদছো ডাক্তারবাবু ?

অরুণ। না সর্দ্দার, আমি কাঁদবো না, আমি কাঁদবো না।

(অরুনের চোখদিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সর্দ্দারগণ সকলেই কাঁদিতেলাগিল।)

কাঁদ্‌লে চলবেনা, সর্দ্দার ! প্রস্তুত হও, কর্ত্তব্য করতে হবে। দেবীর প্রতীমা বিসর্জ্জন দিতে হবে— সোনার গৌরাঙ্গ জলে ভাসিয়ে দিতে হবে ! কি ভাবছো সর্দ্দার ? ভাবলে চলবে না, ভাই !

(ইতিমধ্যে আরো ৮। ১০ জন কুলীদের মাতব্বর আসিয়া গেল)

চাঁদ্। ভাবছি, ভাবছি ডাক্তারবাবু ! তোমার মাথাটা এমনি হালে ফাঁটাই দিলো, ঘরটায় আগুন লাগাই দিলো, আমাদের "মা"টাকে পোড়াই মারলো, ভাইয়াটাকেও পোড়াই মারলো !

(হঠাৎ চাঁদ সর্দ্দার রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং গড় হইয়া অনুনয়ের সুরে বলিল)

একটীবার, একটীবার ইয়াদের লিয়ে ঐ সাহেব কুঠিতে ছুট্‌বো ডাক্তারবাবু? ছুট্‌বো? হুকুমটা দাও, ডক্তারবাবু! হুকুমটা দাও। তোমায় গড় করছি—একটীবার হুকুমটা দাও। তারপর "মা"টাকে নদীর ঘাটকে লিয়ে যাবো! তোমায় গড় করছি, ডাক্তারবাবু! একটীবার হুকুমটা দাও— সাধ্‌টা মিটাই দেইগে!

(হঠাৎ ২জন কনেষ্টবল সহ পোষাক পরিহিত দারোগাবাবুর প্রবেশ)

দারোগা। ডাক্তারবাবু বাড়ীতে আছেন? (বলিয়াই প্রবেশ করিলেন)

অরুণ। কে, দারোগাবাবু? আসুন।

দারোগা। বড় অপ্রিয় কাজ নিয়ে আসতে হয়েছে এই রাত্রিবেলায়। Public servant. যখন যা হুকুম হবে, তাই ক'রতে হবে, বোঝেনই তো সব।

অরুণ। মাপ করবেন দারোগাবাবু, আমি এজেহার দেবো না। কে ঘরে আগুন দিয়েছে তা যখন দেখা যায়নি, তখন ওনিয়ে আর হাঙ্গামা বাড়াতে চাইনে।

দারোগা। তা বেশ, ভাল কথাই। অনর্থক আপনি এ নিয়ে আর কেস্ করতে চান না কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি আপনার কাছে এসেছি অন্য কাজে।

অরুণ। অন্য কাজে? তা বেশ, বলুন কি দরকার আপনার?

দারোগা। বল্‌লামইতো বড় অপ্রিয় কাজ কিন্তু উপায় নেই। I am undone.

অরুণ। আপনাদের কাছে আবার প্রিয় আর অপ্রিয় কি? বলেই ফেলুন না?

দারোগা। আপনার নামে একটা **warrant** আছে।

অরুণ। ওয়ারেণ্ট আছে! আমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে? কি বল্‌ছেন দারোগাবাবু! কেন? কিসের জন্য ওয়ারেণ্ট বলুন দেখি?

দারোগা। এই দেখুন না, আপনি আপনার কাজের দ্বারা জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করছেন, সম্রাটের প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করছেন। আপনার কাজের জন্য গভর্ণমেণ্টের কল, কারখানা, রেল, ষ্টীমার, সমস্ত বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আপনি গোপনে জঙ্গলীদের মধ্যে বিপ্লবী দল সৃষ্টি ক'রে ব্রিটীশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা অচল ক'রে দেওয়ার চেষ্টায় আছেন। These are all the allegations against you. তাই District Magistrate স্বয়ং আপনাকে গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেণ্ট পাঠিয়েছেন। তাই নিরুপায় হ'য়ে আপনাকে আমার গ্রেপ্তার করতে হচ্ছে।

(সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলী সর্দ্দাররা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। যেন তাহাদের সহ্যের সীমা শেষ হইয়া গিয়াছে)

অরুণ। (চিন্তা করিয়া) হুঃ! সবইতো বুঝলাম্ দারোগাবাবু, কিন্তু······

দারোগা। কেন? এযে গভর্ণমেণ্টের অর্ডার!

অরুণ। তাইতো! আচ্ছা দেখি। সর্দ্দার, সবইতো শুন্‌লে, ওর কোন দোষ নেই—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম।

চাঁদ। (সক্রোধে) ওসব হুকুম হাকাম্ আজ আর এই জঙ্গলীগুলান্ মান্‌বেক নাই, তোমার দেহটায় হাতটা দিতে আমাদের সমুখটায় কেউ পারবেক নাই। সেইটা আজ আর কিচ্ছুতেই হ'তে দিবেক নাই।

কনষ্টবল্। কেয়া বোল্‌তা হ্যায়? হাম্‌লোক পুলিশ হ্যায়।

চাঁদ। আরে, রাখি দাও তোমার পুলিশ্! পুলিশের বাপ্টা আস্লেও আজ আর ছাড়ি দিবেক নাই। দাঁড়া, দাঁড়া ভুলুয়া! দাঁড়া কালুয়া, ঘেরাও করি দাঁড়া। (বলিতেই সমস্ত কুলীসর্দ্দারেরা দ্রুত মাটী হইতে যাহার যাহার লাঠি লইয়া অরুণের চতুষ্পার্শে ঘিরিয়া দাড়াইল) ডাক্তারবাবুর গাঁটায় হাতটা দিবেক তো সঙ্গে সঙ্গে জান্টা ঐ লাঠির মাথায় উড়ি যাবেক।

দারোগা। এ সরকারের হুকুম।

চাঁদ। আরে রাখি দাও তোমার সরকার! এই কুলীবস্তীতে কোনও সরকার নাই আছে। এইখানটায় ঐ সব হুকুম হাকাম্ চল্‌বেক নাই।

দারোগা। এ স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম।

চাঁদ। আমরা মানবেক নাই। এই কুলীবস্তীতে কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট নাই আছে। এইখানটার সরকারও ঐ ডাক্তার, আর এইখান্টার ম্যাজিষ্ট্রেটও ঐ ডাক্তার। দোস্‌রা কোনও সরকার আমরা মান্‌বেক নাই, দোস্‌রা কোন ম্যাজিষ্ট্রেট আমরা চিন্‌বেক নাই।

দারোগা। তা'হলে জোর করে আমাকে ওয়ারেণ্ট তামিল করতে হবে কিন্তু।

চাঁদ। পারো, করি যাও। ক্ষেমতা থাকে, লিয়ে যাও তো ডাক্তারকে ধরিয়ে। ভুলুয়া, কালুয়া, শক্ত করি লাঠিটা মুঠাবি, যেন তিনটা মাথা তিনটা বাড়ীতে গুড়া গুড়া হই যায়।

২য় কনৃষ্টবল্। ভাগো, ভাগো হিয়াছে। হাম্‌লোক আভি উন্‌কো গ্রেপ্তার করেঙ্গে।

ভুলুয়া। হুসিয়ার, হুসিয়ার শাস্ত্রী! হুসিয়ার বলি দেইছি—ওর গাঁটায় হাত্টা দিবেক তো হাত্টা গুড়া গুড়া হই যাবেক।

অরুণ। (চাঁদার কাছে যাইয়া) তা হয় না ভাই, সরকারের সঙ্গে লড়াই করা চলে না, চাঁদা!

চাঁদা। আল্‌বৎ চল্‌বেক। আজ আর আমরা কারও কথাটি শুন্‌বেক নাই। তোমাকে ধরি লিয়ে যেইতে দিবেক নাই।

অরুণ। কিন্তু এতে তোমাদের বিপদ্ হবে যে!

চাঁদা। হোক্‌গে বিপদ্! ঐ সব বিপদের ডর আজ আর আমরা কর্‌বেক নাই।

অরুণ। চাঁদা! ভাই, শেষে হিংসার আশ্রয় নেবে? ওতে যে আমার বদ্‌নাম হবে চাঁদা!

চাঁদ্। হয় হোক্। ঐ সকল কথাটায় আজ আর আমরা ভুলবেক নাই।

অরুণ। হিংসার পথে তো আমি কোন দিনও তোমাদের শিক্ষা দেইনি চাঁদা! ভাই, পাগ্‌লামি করিস্ না ভাই!

চাঁদ্। ঐটাতো তুমি খারাপ করিয়েছ, ডাক্তারবাবু! ঐটাইতো তুমি খারাপ করিয়েছ। তাই নাইলে কি আজ তোমার ঘর্‌কে আগুন লাগাই দিতে পারে, না আমাদের "মা"টাকে আর "ভাইয়াটাকে" এম্‌নি করি পোড়াই মারিতে পারে? না তোমার মাথাটায় এম্‌নি হালে লাঠিটা মারিতে পারে? আজ আর কিচ্ছুতেই তোমার কথাটা আমি শুন্‌বেক নাই। তোমার গাঁটায় হাত্‌টা দেইছে কি তার জানটা আজ আমরা লিয়ে লিবেক। আমাদের "মাটা আর ভাইয়াটা" অম্‌নি মরি পড়ি থাক্‌ছে, আর তোমাকে বিনা কসুরে ধরি লিয়ে যাবেক, সেইটা আজ আমরা হইতে দিবেক নাই।

অরুণ। চাঁদা! আমার জীবনব্যাপী সাধনাকে তোমরা শেষে এমনিভাবে ব্যর্থ ক'রে দেবে? তোমরা যদি আজ পুলিশের কাছ থেকে

আমায় ছিনিয়ে রাখতে চেষ্টা কর, তবে এতদিন তোমাদের আমি কি শিক্ষা দিয়েছি? চাঁদা! তোমরা যে আমার মহা-কেলেঙ্কারী করতে চলেছ, ভাই!

চাঁদ্। আরে রাখি দাওগে তোমার কেলেঙ্কারী। ঐ কলিয়ারীর মালিকগুলানের ধম্মো নাই—ওরা সবটাই পারে।

অরুণ। দারোগাবাবু তো কলিয়ারীর মালিক নন, চাদা।

চাঁদ। আরে, ঐরাইতো সবটা করাইছে। এই আঠারটা বচ্ছর পার হই গেল, তোমার ঘরকে কেউ আগুন দিলেক নাই, আর আজ ধম্মঘটটা হইছে বলেই তো আগুনটা লাগলো। তোমার জান্‌টা লিবার তরে লোক্ লাগাই দিয়ে রাত্রির কাল্‌কে তোমার মাথাটা ফাঁটাই দিলো—জান্‌টা বাঁচি গেল, তাইতো দারোগা পুলিশ পাঠাইছে। ওসব আমরা বুঝি গো, ডাক্তারবাবু! আমরা এইক্ষণটায় আর তেমনি বোকাটী নাই।

দারোগা। দেখো সর্দ্দার! তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান্ বলেই মনে হচ্ছে। আমার এতে কোন অপরাধ নেই— ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম। আমাকে তামিল করতেই হবে।

চাঁদ। পারো, করো। মানাটা করছে কে? তবে একটী কথা বলি দেইছি—এই জঙ্গলীগুলানের একটা জান্ থাক্‌তেও তোমরা ডাক্তারবাবুর গাঁটায় হাতটী দিতে লারবেক।

দারোগা। অরুণবাবু! উপায় নেই, আমাকে **arrest** করতেই হবে।

চাঁদ। করো, গ্রেপ্তার করো—বাবার নামটা একটীবার ভুলাই দেই। ভুলুয়া, কালুয়া, লছমন্— আরে তোরা সব ঘের করি দাঁড়া। লাঠিগুলান শক্ত করি ধর। (বলিতেই উপস্থিত ৮।১০ জন কুলী-সর্দ্দার ও মাতব্বরগণ অরুণকে গোল করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

একজন কনেষ্টবল - দুইজন কুলীসর্দ্দারকে ঠেলিয়া অরুণকে ধরিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ সর্দ্দার কনেষ্টবলের মাথায় লাঠির বাড়ী ছাড়িল। আরও তিনজন কুলীসর্দ্দারও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ছাড়িল। অরুণ সহসা সামনে যাইয়া দুই হাতে উহাদের ৪খানা লাঠিই ধরিয়া ফেলিল)

অরুণ। চাঁদা! ফিরে যা! ফিরে যা ভাই! বড় ভাইয়ের এ অনুরোধটা রাখ চাঁদা!

সকলে। না, তা হবেক নাই।

অরুণ। এ যে আমার অনুরোধ!

সকলে। শুন্‌বোই না।

অরুণ। এ আমার আদেশ, চাঁদা!

সকলে। ও আদেশ আজ আর মান্‌বেক নাই।

(কনেষ্টবলরা এবং দারোগাবাবু পুনরায় অরুণকে ধরিতে অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দারগণও লাঠি উচু করিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। অরুণ পুনরায় সর্দ্দারদের সরাইয়া দিয়া বজ্রকণ্ঠে আদেশ করিল।)

অরুণ। চাঁদা! থামো, এ আমার আদেশ।

সকলে। তোমার আদেশ মাথাটায় রইছে কিন্তু তোমাকে ধরি লিতে দিবেক নাই।

(দারোগা ও কনেষ্টবলরা পুনরায় অরুণকে জোর করিয়া ধরিতে গেল! সর্দ্দাররাও লাঠির বাড়ী ছাড়িবার জন্য লাঠি উচু করিল)

অরুণ। চাঁদা! চাদা! এ গান্ধী মহারাজের আদেশ।

(সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলের হাত হইতে পট পট করিয়া লাঠিগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। সকলে মস্তক নত করিয়া মহাত্মা

গান্ধীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। কনেষ্টবলরা অরুণকে ধরিল)

দারোগা। মাজামে রশ্মি লাগাও, রশ্মি লাগাও।

(কনেষ্টবলরা অরুণের কোমরে দড়ি পরাইল। কুলীসর্দ্দাররা কট্ মট করিয়া তাকাইতে লাগিল)

চাঁদ। (ক্রোধে ও অভিমানে) দাঁড়াও, ডাক্তারবাবু! আমরা কি করবো?

অরুণ। আমি না ফেরা পর্য্যন্ত কিছুই কর্‌বে না, আর মহাত্মাজীর দেওয়া হরিজন ফণ্ডের ৭ হাজার টাকা তোমার কাছেই রাখবে।

চাঁদ। আর তোমার জন্যে?

অরুণ। কিছুই কর্‌তে হবে না।

(আগে দারোগাবাবু, মাছখানে অরুণ ও পিছনে কন্‌ষ্টেবল ২জন প্রস্থান করিল।)

ভুলুয়া। সর্দ্দার! আমাদের ডাক্তারবাবুর কোন্‌টা হবেক্ গো?

চাঁদ। ডর নাইরে, ডর নাই। কিচ্ছুটাই হবেক নাই। ওযে গান্ধী মহারাজের চেলা—ওর কিচ্ছুটা হবেক নাই। চল্ ভুলুয়া! চলো ভাই সব, এইক্ষণটায় আমরা "মা"টার আর "ভাইয়াটার" দেহ-টার সৎকারটা করি দেইগে।

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সত্য রায়ের কলিকাতার বাটী। কাল—বেলা ৫ টা।

সমস্ত ঘরগুলিতে আদালত
হইতে তালা বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছে। সত্য রায় গুরুতর নিউ-
মোনিয়া রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে
শয্যাশায়ী। প্রসন্ন ও উমা সত্যর কাছে বসিয়া আছে। সত্য
রায় প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তন্দ্রামগ্ন।

প্রসন্ন। দিনরাত চিন্তা ক'রে ক'রে তোমারও যে দেহটা শেষ হ'য়ে গেল দিদি! শুধু শুধু চিন্তা ক'রে তো কোনও লাভ নেই! কেন তুমি মিছেমিছি অম্‌নি কোরে ভাবো?

উমা। ভাবি কেন, সে তো তুমিই ভাল জানো, প্রসন্নদা! দেনার দায়ে চুলগাছা পর্য্যন্ত বিক্রি হ'তে বসেছে। বিষয়, সম্পত্তি, বাড়ী, ঘর, সমস্তই তো ঐ ডি, কে, মিত্রের দেনার দায়ে আদালত থেকে ক্রোক হয়ে গেল—শুধু তোমার চেষ্টাতেই এই বাইরের ঘরটায় একটু মাথা গুজে দাঁড়াবার ঠাঁই মিলেছে। তুমি গিয়ে আদালতে দরখাস্ত না কর্‌লে, এই দুঃসময়ে এতদিন কোথায় দাঁড়াতে হ'তো, একবার ভেবে দেখেছ প্রসন্নদা? তাও তো দিন কয়েক পরে নীলাম হয়ে যাবে। তখন মাথা গুজবার ঠাঁইটুকু যে থাকবে না, প্রসন্নদা!

প্রসন্ন। ও সব ভাবনা এখন করো না, দিদি, এখন দাদাবাবুর চিকিৎসার ভাবনা ভাবো। হ্যা, ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছ?

উমা। না।

প্রসন্ন। কেন ? এখনও ডাক্তারদের ডাক্‌তে পাঠাও নি কেন ? তোমার আক্কেলটা কি দিদি ? ভাগ্যি আমি বরফ নিয়ে আস্‌বার পথে একটু ঘুরে ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম, নইলে তো তারা আস্‌তেনই না। কি যে করো দিদি, তোমাকে নিয়ে আর আমি পারিনে।

উমা। ডাক্তারদের তো ডাক্‌তে ব'লে গেলে প্রসন্নদা কিন্তু ঘরে যে একটা কানা কড়িও ছিল না। তুমি না ফিরতেই যদি তারা এসে পড়তেন, তখন উপায় কি হতো ?

প্রসন্ন। (বিরক্ত ভাবে) উপায় আবার কি হতো ?

উমা। তাদের ফিঃ দিতে হতো তো ? এই যে তুমি বড় বড় ৪জন ডাক্তারকে আস্‌তে বলে এলে, তাঁদের ভিজিটের টাকাগুলো যে তুমি কেমন ক'রে দেবে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, প্রসন্নদা !

প্রসন্ন। সে হবে, সে হবে। তুমি অতো ভেবো না, দিদি ! কিন্তু কই, ডাক্তাররা তো এখনও এলেন না ? (বলিয়া প্রসন্ন দরজার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে এদিকে সেদিকে তাকাইতে লাগিল এবং অত্যন্ত অস্বস্তি প্রকাশ করিতে লাগিল।)
(জনান্তিকে) অরুণবাবু এখনও এল না !

উমা। কিন্তু আসলে তাদের ফিঃ দেবে কোথা থেকে প্রসন্নদা ? আমার কাছে আজ আর একটা টাকাও যে নেই !

প্রসন্ন। ওসব তোমার দেখতে হবে না। (বলিয়া প্রসন্ন পুনরায় রাস্তার দিকে তাকাইতে লাগিল। পরে জনান্তিকে) তাইতো, টেলিগ্রাফটা কি তাহ'লে ঠিক মত পৌছাল না ! জরুরী তার করলাম, সমস্ত

খুলে লিখে দিলাম অথচ এখনও এল না! তবে কি সে আসবে না?

(হঠাৎ এক সঙ্গে ৪ জন ডাক্তারের প্রবেশ।)

প্রসন্ন। এই যে এসেছেন! দেখছেনই তো আপনাদের বস্‌তে দেওয়ার যায়গাটুকুও নেই। দয়া করে………।

১ম ডাঃ। থাক্, থাক্। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখবো।

(একে একে ৪ জন ডাক্তারই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সত্য রায়কে পরীক্ষা করিলেন।)

১ম ডাঃ। Injection এখনই দেওয়া দরকার।

২য় ডাঃ। To no good.

৩য় ডাঃ। চেষ্টা করতে হবে তো?

সত্য। (অত্যন্ত রুগ্ন এবং কাতর কণ্ঠে) ডাক্তারবাবু! আমায় আর কষ্ট দেবেন না— একটু শান্তিতে মর্‌তে দিন।

১ম ডাঃ। বেশ, এখন ওর যদি ইচ্ছে না হয়, Injection কালও দেওয়া যেতে পারে। আজ না দিলে তেমন ক্ষতি হবে না।

(প্রসন্ন ঘন ঘন দরজার কাছে আসিয়া পায়ে ভর দিয়া উচু হইয়া রাস্তার দিকে তাকাইতে লাগিল)

৪র্থ ডাঃ। দেখুন, এদের পরিষ্কার ব'লে দেওয়াই ভাল। হ্যাঁ, দেখুন, অবস্থা মোটেই ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না। আপনারা অন্য চেষ্টা কর্‌তে পারেন। আমরা তাহ'লে আসি এখন। কেমন থাকেন— বিকেলের দিকে একবার জানাবেন।

(বলিয়াই ৪ জন ডাক্তার দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া কেমন যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন এবং যাইতে যাইতে সবাই দাঁড়াইলেন এবং একজন অন্য জনের মুখের দিকে তাঁকাইতে লাগিলেন। ১ম ডাক্তার, ২য় ডাক্তারকে বলিলেন)

১ম ডাঃ। কি? একদম্ gratis নাকি হে?

উমা। প্রসন্নদা! এদের টাকা?

প্রসন্ন। এ্যা! টাকা?

(বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্‌নের দিক্ দিয়া ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত বেশে অরুণের প্রবেশ। জেল হইতে বাহির হইয়া সে গোঁফ-দাড়ি রাখিয়াছে)

এসেছ! এসেছ! দাওতো, দাওতো বত্রিশটে টাকা। আগে দিয়ে নাও।

(অরুণ সঙ্গে সঙ্গেই পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রসন্নর হাতে ৩২৲ টাকা দিল)

এই নিন, ডাক্তারবাবুরা, আপনাদের ফিস্! (প্রসন্ন ৪ জন ডাক্তারকে টাকা দিল)

১ম ডাঃ। (টাকা পকেটে রাখিয়া) দেখুন, এখানে একদম্ শব্দ হবে না। ওর Brain affected হয়েছে। আচ্ছা, আমরা তাহ'লে আসি। (ডাক্তারদের প্রস্থান)

(বিপরীত দিক্ হইতে কিঙ্করের প্রবেশ)

কিঙ্কর। (চিৎকার করিয়া) বলি, এইটাইতো সত্যরায় জমিদারের বাড়ী? আজ প্রায় ৩ বছর হয়ে যায় টাকাগুলো পাবো, দেওয়ার নাম গন্ধ নেই। শুধু ওয়াদা। তিন টাকা চৌদ্দ আনা গাড়ীর মাস্থল দিয়ে আজ এই ৩ বছরে একুশ দিন এলাম। আজ আর না দিলে যাচ্ছিনে। আমার নামও কিঙ্কর দাস। বাবা! কোথায় বর্দ্ধমান, আর কোথায় কোল্‌কাতা! কি কষ্টটাই না হয়েছিল প্রথমদিনে বাড়ীটা খুঁজে বের কর্‌তে। আর এমনি এই কোল্‌কাতার রাস্তা আর বাড়ীগুলো, সবই যেন এক রকম। বিশবার এসেছি তবুও

কেমন যেন ভুল হ'য়ে যায়। বলি, বুড়ো কথা বল্‌ছো না যে? জমিদারবাবুকে একবার নীচেয় আস্‌তে বলো না?

অরুণ। (সক্রোধে) চুপ করো, আস্তে কথা কও। দেখছো না জমিদার বাবুর অসুখ?

কিঙ্কর। ওসব চালাকি আজ আর চল্‌বে না। গাঁয়ে কাঁথা দিলেই চলে গেলাম, না? পথ খরচা নিয়ে রীতিমত ৫৲টা টাকা খরচা হয়েছে আজ আর টাকা না নিয়ে যাচ্ছিনে।

অরুণ। (গম্ভীরস্বরে) এই, এদিকে এসোতো!

(কিঙ্কর অরুণের কাছে গেল)

কি চাও? দেখছো না ভদ্রলোক মৃত্যু শয্যায়? কিসের টাকা? কত টাকা পাবে তুমি?

প্রসন্ন। ও আর তুমি শুনোনা, ডাক্তারবাবু, ও আর তুমি শুনোনা। ওকে আজ যেতে বলে দাও।

সত্য। (তন্দ্রা ভঙ্গের পর) কে কথা কইছে প্রসন্ন?

প্রসন্ন। ডিমা কলিয়ারীর ডাক্তার।

সত্য। আর ও বেটা বুঝি সেই কিঙ্করটা?

প্রসন্ন। হ্যাঁ, তুমি ঘুমোও দাদাবাবু!

সত্য। হ্যাঁ ঘুমোই। প্রসন্ন, কিঙ্করটা কি চায়? টাকা?

প্রসন্ন। হ্যাঁ।

সত্য। আর ডিমার ডাক্তারবাবু এসেছেন কেন? আমার এই অবস্থার সংবাদ পেয়ে বুঝি মজা দেখতে এসেছেন? তা দেখবেনই তো।

প্রসন্ন। ওকে টেলিগ্রাফ করে আনিয়েছি। সব জানিয়ে আস্‌তে লিখে-ছিলাম। আরতো কোনও উপায় ছিলনা, দাদাবাবু!

সত্য। এ্যা! বল্‌ছো কি প্রসন্ন! তা আমার ঐ ডাক্তারদের ভিজিটের টাকা গুলো······ । চোখে ভুল দেখিনি তো প্রসন্ন?

প্রসন্ন। হ্যাঁ, উনিই দিয়েছেন।

সত্য। তা ঐ কিঙ্করের টাকাগুলোও কি ওরই দিতে হবে নাকি?

কিঙ্কর। (চোখ গরম করিয়া সত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল) তা আপনিই দিয়ে দিন না? ফল ভুগতে হবে না? ছোট ছেলে আর একটা বৌ। কতবার বলেছিলাম যে ওদের পুড়িয়ে মেরে কি হবে, তখন কিছুতেই শুনলেন না। বলে— ওদের শেষ করলে ডাক্তারটা পাগল হ'য়ে যাবে। ফল ভুগতে হবে না? এত বড় পাপের কাজ! ফল ভুগতে হবে না? আর আজ ৩ বচ্ছর হ'তে চললো— বাকী টাকাটার একটা পয়সাও দেওয়ার নাম নেই। বলি— ওসব ভান্ ধরলে আজ আর যাচ্ছিনে। (অরুণকে) তা আপনি আজ কাল বর্দ্ধমানের ডিমা কলিয়ারীর নতুন ডাক্তার হ'য়ে এসেছেন বুঝি? আমার বাড়ীও ওরই কাছাকাছি। দশ মাইলের ভেতর। আপনার আগেকার ডাক্তারবাবুর কথাই বলছিলাম। কি অত্যাচারটাই না আগেকার ডাক্তারবাবুটার উপর এরা করেছিলো! সে কি মানুষের কাজ বাবু? তাই তো সে চ'লে গেল। আপনি কত দিন এসেছেন, ডাক্তারবাবু?

সত্য। ওঃ, বড্ড কানে লাগে, প্রসন্ন। ওকে বিদেয় ক'রে দাও। (কয়েকবার কাশীতে চেষ্টা করিলেন। শুষ্ক কাশী, কাশীতে কাশীতে দম্ আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হইল। হঠাৎ ক্লান্ত হইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।)

অরুণ। (কিঙ্করকে) এই, এদিকে এসোতো! তুমি কত টাকা পাবে হে?

কিঙ্কর। তিন'শ টাকা।

অরুণ। এই নাও। (নোটের তাড়া বুকের ভিতরের পকেট হইতে বাহির করিয়া কিঙ্করকে দিলেন। উমা অরুণের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।) যাও, ভাগো।

কিঙ্কর। ডাক্তারবাবু, আপনি সত্যবাবুর আত্মীয় বুঝি? উনিই বুঝি আগের ডাক্তারটাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় ওখানে কলিয়ারীর ডাক্তার ক'রে দিয়েছেন।

অরুণ। হ্যাঁ, যাও। এখানে আর কথাটী বল্‌বে না। ভাগো।

(কিঙ্করের প্রস্থান)

হ্যাঁ, তা ডাক্তাররা কি বলে গেলেন? (সকলে নীরব, উমা বিছানার পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।)

(আদালতের পিওনের প্রবেশ)

প্রসন্ন। কে?

পিওন। আমি আদালতের পিওন, বাবু!

প্রসন্ন। আবার কি বাবা?

পিওন। নোটীশ আছে। সত্যশরণ রায়।

প্রসন্ন। আবার কিসের নোটীশ? জমি-জমা বাড়ীঘর সবই তো ক্রোক্ হয়েই আছে, আবার কিসের নেটীশ?

পিওন। ১৩ দিন পরে নীলাম পাকা হ'য়ে যাবে। ঐ দিন থেকে এ ঘর খানাও ছেড়ে দিতে হবে— এ তারই নোটিশ।

অরুণ। দেখি। (নোটীশখানা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল) কতটাকায় নীলাম হয়েছে? একুশ হাজার টাকা!

(অরুণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে আরো এক গাদা নোট বাহির করিয়া প্রসন্নর হাতে দিল। পরে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বলিলেন।) হাঁ, প্রসন্নদা, এই ৫০০৲ টাকা

রাখো—ওর চিকিৎসার ক্রটী করোনা। আমি এখনই রওনা হচ্ছি, আবার আস্‌বো, নিশ্চয়ই আস্‌বো। উমা! দুঃখ করোনা, স্বামীর চিকিৎসা করো। টাকা? কোনও ভাবনা নেই—তোমার অরুদা মরেনি। (বেগে প্রস্থানোদ্যত, পুনরায় দরজার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া) হ্যাঁ প্রসন্নদা! চিকিৎসার কোনও ক্রটী করো না— বড্ড দেরী ক'রে ফেলেছ, বড্ড ভুল করেছ। (স্বগত) একুশ হাজার টাকা! দেখা যাক।

(বেগে প্রস্থান)

উমা। কে! অরুদা! প্রসন্নদা, ও অরুদা?

প্রসন্ন। হ্যাঁ, জেল থেকে বেরিয়ে দাড়ি রেখেছে কি না?

উমা। কিন্তু তুমি যে বল্‌ছিলে কোন্‌ ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করেছ! তোমার আত্মীয়, বড় দাতা তিনি! তবে কি তুমি অরুদার কথাই বলেছিলে? প্রসন্নদা, প্রসন্নদা! ওকে ফেরাও, ফেরাও প্রসন্নদা! তোমার পায়ে পড়ি প্রসন্নদা, আমার এ দুঃসময়ে অরুদাকে চলে যেতে দিও না, প্রসন্নদা!

সত্য। তুমি ওকে চেনো উমা?

উমা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ, চিন্‌তাম—এক সময় চিন্‌তাম। ওগো তুমি যে কথা কইতে পারছ না। আর ভয় নেই, অরুদা তোমার চিকিৎসার জন্যে ৫০০্ টাকা দিয়ে গিয়েছে। আর ভয় নেই। তুমি একটু সুস্থ হ'য়ে ঘুমোও। অরুদা যখন একবার এসেছে তখন সব দিকের একটা কিনারা হবেই, তুমি ভেবোনা।

সত্য। আর আমি কি করেছি, জানো? আমি ওর ঘরে আগুন দিয়ে ওর স্ত্রী-পুত্রকে পুড়িয়ে মেরেছি, ওকে অকারণে জেলে পুরেছি। তা, ঐ কিঙ্কর ব্যাটার ৩০০্ টাকাও ঐ ডাক্তারই

দিল না প্রসন্ন? চোখে ভুল দেখিনি তো? মানুষ, মানুষ দেখলে উমা?

উমা। ওগো, তুমি একটু চুপ করে ঘুমোও। তুমি যে কথা কইতে পারছো না!

সত্য। প্রসন্ন! ছায়া, ছায়া কোথায়?

(বলিয়াই কাশিতে২ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। উমা পাখার দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল)

উমা! উমা! তোমার উপর বড় অবিচার করেছি, বড় অত্যাচার করেছি। ডাক্তার! ডাক্তার! অরুণবাবু নেই এখানে প্রসন্ন? উমা, অরুণবাবুর কাছে আমার হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রো।

(হঠাৎ আবার তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন)

উমা। (ব্যস্ত ভাবে) প্রসন্নদা, প্রসন্নদা!

(প্রসন্ন তাড়াতাড়ি সত্যর কাছে গিয়া গায় মাথায় হাত দিয়া পরীক্ষা করিল)

প্রসন্ন। ভয় নেই, ভয় নেই দিদি! ঘুমুতে দাও। ঘুমোনোটা বরং ভাল।

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় অঙ্ক

৪র্থ দৃশ্য

স্থান— বর্দ্ধমানের ডিমা কলিয়ারীর বস্তিতে অরুণের ডাক্তারখানা। খড়েরঘরের স্থলে এখন সেখানে দালান হইয়াছে। অরুণ চেয়ারে উপবিষ্ট। তাহার চাকর হীরা দণ্ডায়মান।

হীরা। বিবেকের জ্বালায় যা ক'রে ফেলেছি, তুমি নিজে তার শাস্তি দাও, আমায় পুলিশের হাতে দিও না, বাবু!

অরুণ। না, তা হয় না। এ অসম্ভব, এর বিচার হওয়া দরকার।

হীরা। হীরার বিচার কি তুমি করতে পারবে না বাবু? বেশ, না পারো, পুলিশেই দাও।

অরুণ। কিন্তু এত বড় অন্যায় তুই কেন করলি হীরা?

হীরা। সে কথা যদি বলতে চাও বাবু, তা'হলে বলবো অন্যায় আমি একদম করিনি।

অরুণ। তুই কি বলছিস্ হীরা! অন্যায় তুই করিস্‌নি?

হীরা। হ্যাঁ, খুন আমি করেছি সে ঠিকই কিন্তু তা ব'লে অন্যায় আমি করিনি।

অরুণ। হীরা!

হীরা। বাবু।

অরুণ। একটা মানুষ খুন করেছিস্, আরো বলছিস্ অন্যায় তুই করিস্‌নি?

হীরা। মানুষ খুন করিনি, পশু বধ করেছি। হিন্দুর ধর্ম্মে পশুবধ করা পাপ নয়। তা'হলে পূজোয় পাঠাবলী দেওয়াও পাপ হ'তো।

অরুণ। তোকে পুলিশেই যেতে হবে।

হীরা। বেশ, দাও পুলিশে।

অরুণ। এ অপরাধের শাস্তি কি জানিস্? প্রাণদণ্ড।

হীরা। তা হীরা জানে, আর তার জন্যে সে প্রস্তুত কিন্তু ন্যায়ের নামে অন্যায় করো না, বাবু!

অরুণ। হীরা! তুই কি বল্‌তে চাস ?

হীরা। বল্‌তে চাই—আমায় পুলিশে দিলে তুমি খুব অন্যায় করবে।

অরুণ। তা'হলে বল্ কে এলবার্ট সাহেবকে খুন করেছে? সত্যি ক'রে বল।

হীরা। আমি নিজের হাতেই এলবার্ট সাহেবকে খুন করেছি।

অরুণ। তবুও বলছিস্ তুই অন্যায় করিস্‌নি ?

হীরা। না, অন্যায় করিনি।

(অরুণ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে হীরার দিকে চাহিয়া থাকিল)

এলবার্ট সাহেবের মত লোককে খুন ক'রে অন্যায় তো করিই নি, বরং উচিৎ কাজই করেছি।

অরুণ। কেন ?

হীরা। এরই মধ্যে ভুলে গেলে বাবু? দুনিয়ায় আমার কেউ ছিল না। তোমার আশ্রয়ে এসে একটু ঠাঁই পেয়েছিলাম। মা আমায় নিজের ছেলেই জান্‌তো, কত কথাই না মা আমায় বলতো—কত সুখ দুঃখের কথা, কত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, কত কি? তুমি তো জানো, বাবু, সেবার আমার যখন বড় অসুখ হয়েছিল—মা'র আমার একটা মাস ধরে চোখে ঘুম ছিল না, সময় মত পেটে দু'টো ভাত দেয়নি। যেদিন আমার অসুখ সেরে গেল, ডাক্তার ভাত খেতে বলে গেল, সেদিন মা আমার কাছে এসে বল্‌লো—হীরা তুই আজ আমায় বাঁচালি। এমন যে মা তাঁকে যে পুড়িয়ে মেরেছে, তাকে যে নিজের হাতে খুন করতে পেরেছি—সেই যে আমার ভাগ্যি বাবু! আর এতে আমি অন্যায় করেছি বলতে চাও? বল্‌বে—বলো, তবে আমি একে অন্যায় বলে স্বীকার করবো না।

অরুণ। যদি তোকে পুলিশে ধরে, তখন কি করবি ?

হীরা। করবো আর কি, সত্যি কথাই বলবো।

অরুণ। তাতে যে তোর ফাঁসি হবে।

হীরা। শুধু আমার একার হবে না, চাঁদ সর্দ্দারেরও হবে। তা ছাড়া ফাঁসিই যদি হয়, তবে তুমি রয়েছ কেন ?

অরুণ। কি বললি—চাঁদাও এ ব্যাপারে জড়িত ? এ পর্য্যন্ত চাঁদাও আমাকে গোপন করেছে ! এত বড় একটা কাজ করবার আগে চাঁদাও একবার আমায় জানায়নি ?

(হঠাৎ চাঁদ্ সর্দ্দারের প্রবেশ)

চাঁদ। তোমাকে জানাইলে কি আর এই কামটা হ'তে পারতো ডাক্তারবাবু ? হীরাটা তো তোমাকে জানাই দিবার তরে আমাকে বহুৎ শুধাইছিল কিন্তু আমিই তো তোমাকে জানাইবার মানাটা করলাম।

অরুণ। চাঁদা, তুমিও শেষে……

চাঁদ। আমিই তো হীরাকে টাঙিটা দিয়াই দিলাম। আর উয়ার কাছটায় না থাকলে কি আর ও পারতো ? সাহেব বহুৎ রেইতে কুঠি থেইকে বাংলোয় যাইছিল কিনা ? অত্তো রাতকে হীরা একলাটা পারবেক কেমনে ?

অরুণ। চাঁদা ! বড় অন্যায় করেছ, গুরুতর অন্যায় কাজ করেছ।

(চাঁদা কোনও জবাব দিল না)

অরুণ। এত বড় অন্যায় তোমার করা উচিৎ হয়নি, চাঁদ সর্দ্দার !

চাঁদ। অন্যায় ! দেখবে ডাক্তারবাবু, দেখবে ?

(বলিয়া একখানা পুরাতন ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা জামার পকেট হইতে বাহির করিল। পতাকাখানিতে কাদা

মাথা এবং পতাকাটীর কয়েক জায়গা ছিন্ন দেখা গেল। চাঁদ পতাকাখানা বাহির করিয়াই উহাকে প্রণাম করিল পরে বলিল) দেখছো, দেখছো ডাক্তারবাবু, এইটা দেখছো? তুমি তখন কয়েদ খাটছিলে, জেলে ছিলে। আমরা স্বাধীনতার দিনটায় সভা করি এই নিশানটা লিয়ে ঘরকে যাইছিলাম. ঐ এলবার্ট সাহেবটা পথের মাঝকে কুঠিতে যাইছিল। ভেট হই গেল। ভুলুয়ার হাত থেইকে এইটা পট করি খিচিয়ে লিয়ে নিশানটা মাটিতে ফেলি দিয়ে জুতাটার তলায় মাড়াই দিল। আমি ছুটি যাই উয়ার নাগাল পাইলাম নাই। ছুট্তে ছুট্তে কুঠিতে পালাই গেল। সকলে তো সেই দিনটায় উহাকে শেষ করি দিতে চাইলো, সবাই ক্ষেপি গেল। আমিই তো সেই দিনটার মত থামাই দিলাম।

অরুণ। চাঁদা!

চাঁদ। তুমিই তো বলি দেইছ যে আমাদের সারা দেশটার ত্রিশকোটী লোকের মাথাটার মণি ঐ নিশানটা। ঐটাই তো আমাদের। সবটা। ঐটার অপমান্ কখনও সহ্য করা যাবেক নাই, আর যারা করবেক তারা আমাদের দেশের দুশমন, আমাদের জাতের দুশমন্ আমাদের সব রকমের দুশমন্। কেমন বল নাই ডাক্তারবাবু?

অরুণ। এ্যা! জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছে! জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছে?

চাঁদ্। চাঁদা ঝুটা বল্‌তে শিখে নাই, ডাক্তারবাবু!

অরুণ। বেশ করেছ, বেশ করেছ। আয় হীরা, এসো চাঁদা, তোমাদের যে আজ আমার মাথায় নিয়ে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। (বলিয়া ভয়কে

আবেগ ভরে জড়াইয়া ধরিলেন)। জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা তোমরা এতখানি বুঝেছ—এযে বড় আনন্দের কথা চাঁদা !

(হঠাৎ সি, আই, ডি ইন্‌স্‌পেকটার শান্তি শরণ বাহির হইতে ডাকিলেন)

শান্তিশরণ। অরুণবাবু, বাড়ী আছ ?

অরুণ। চাঁদা ! হীরা ! পালা, পালা। ভিতরে যা। সি, আই, ডি- সি, আই, ডি। ভিতরে যা।

(চাঁদা এবং হীরা ভিতরের দরজা দিয়া অন্দর মহলে গেল)

শান্তি। কি খবর ডাক্তার ?

অরুণ। খবর—ভালই আছি। হ্যাঁ খবর তেমন আর কিই বা ?

শান্তি। কিছু খোঁজ খবর পেলে ব্যাপারটার ? কিছুই যে আস্কারা কর্‌তে পারছি নে। এত বড় একটা খুন্—এবার কি শেষে চাক্‌রীটেই যায় ভাই ? কিছু সন্ধান কর্‌তে পার্‌লে ? আমি তো ভাই কোনও কিছুই detect কর্‌তে পার্‌ছিনে। বলি, অত গম্ভীর কেন হে ? খোঁজ খবর কিছু পেয়েছ নাকি ?

অরুণ। হ্যাঁ, পেয়েছি। আমিই এলবার্ট সাহেবকে খুন্ করেছি।

শান্তি। আহা চটছো কেন ? অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, হঠাৎ এসে এখানে তোমায় পেলাম। তা'ছাড়া তুমি এখন একজন কংগ্রেস এম, এল, এ।

অরুণ। ধরো, আমিই যদি ওকে খুন্ করে থাকি……… ?

শান্তি। তুমি তা কর্‌তেই পার না।

অরুণ। আমি নিজে যদি বলি আমি খুন্ করেছি।

শান্তি। ন্যাকামি রাখোতো এখন। আমায় একদাগ Nux-30 দাওতো হে। পেটটা ভারী খারাপ হয়েছে, কাল থেকে।

অরুণ। Nux আমি দিচ্ছি কিন্তু তুমি যে কথাটা একেবারে উড়িয়েই দিলে! আমার সঙ্গে সাহেবের ঘোর শত্রুতা ছিল, জানো?

শান্তি। তা জানি বৈকি। ওটুকু না জান্‌লে কি আর C. I. D. Inspector পর্য্যন্ত হ'তে পারতাম হে? সতের বছর C. I. D. তে চাকরী কর্‌ছি।

অরুণ। তাইতো আজ দেড় মাস বসে বসে গভর্ণমেণ্টের শুধু খরচাই কর্‌ছো! এতবড় একটা খুন্—তার গন্ধটা পর্য্যন্ত বের কর্‌তে পার্‌লে না।

শান্তি। দেখো অরুণ! অত বোকা হ'লে C. I. D.তে কাজ করা যায় না।

অরুণ। না, তুমি ভারী Intelligent officer কিনা?

শান্তি। Intelligent officer কিনা দেখবে? দেখবে?

অরুণ। কি দেখাবে বলতো?

শান্তি। এলবার্ট সাহেবকে খুন্ করেছে—তোমার চাকর হীরা মাইতি আর সঙ্গে ছিল তোমার তৈরী ঐ চাঁদ সর্দ্দার। কেমন? হ'ল?

অরুণ। আর আমিও তো যোগে ছিলাম। বল?

শান্তি। না হে, অরুণ, না। তুমি তখন কল্‌কাতায় ছিলে। তোমাকে ওরা একদম্ কিছু বলেনি। বল, সত্যি বল্‌ছি কিনা?

অরুণ। এ তোমার সন্দেহ্। সন্দেহ না হ'লে এতদিন তাদের arrest করনি কেন?

শান্তি। অরুণ! পুলিশে চাকরী করি ব'লে অতটা ছোটলোক এখনও হ'তে পারিনি। চাঁদ সর্দ্দার আর হীরা মইতিকে যদি খুনি কেসে চালান্ দেই, তাহ'লে তোমার অবস্থাটা কি দাড়ায় বলতো? বন্ধু চিরদিনই বন্ধু, বুঝলে অরুণ? তা'ছাড়া ওরা যে জন্যে সাহেবটাকে খুন্ করেছে, সে কারণটা জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, হাকিম,

উকিল, সাক্ষী যেই শুনবে, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ওদের মনে মনে প্রশংসাই করবে। বিচারক খালাস দেবেন, সাক্ষীরা সাক্ষী দিতে চাইবে না। সুতরাং শুধু শুধু নিজেদের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের টাকা খরচা না ক'রে পারা যায় কিনা সেই চেষ্টাই দেখছি। এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি। সব দিক্ চিন্তা ক'রে কাজ করতে হবে তো! পুলিশ সাহেবকে আস্‌তে লিখেছি। আজই আস্‌বার কথা। এলে সবই খুলে বল্‌বো, তারপর তিনি যে ভাবে বল্‌বেন তাই করবো। হ্যাঁ, অরুণ! সেই ছেড়া পতাকাটা তোমার কাছেই রেখো কিন্তু। সাহেব দেখ্‌তে চাইতে পারে।

অরুণ। শান্তি! এ সব কি ক'রে জান্‌লে ভাই?

শান্তি। আরে ওসব যে আমাদের জান্‌তেই হয়। ঐটেইতো হলো আমাদের কাজ। তা ভাই! আমার দিকে একটু নজর রেখো কিন্তু।

অরুণ। সে আবার কি?

শান্তি। ধরো, যদি কখনও Minister টায় হ'য়ে বসো, তখন বন্ধু ব'লে একটু............

অরুণ। (হাসিয়া) ওঃ এই!

(হঠাৎ সাদা পোষাকধারী একজন কন্‌ষ্টবলের প্রবেশ)

কন্‌ষ্টবল। হুজুর! (সেলাম ঠুকিল) সাহেব আগিয়া হ্যায়।

শান্তি। সেকি! এরই মধ্যে? অরুণ! তোমার সাইকেলটা দাওতো ভাই একবার, পুলিশ সাহেব এসে গিয়েছেন।

অরুণ। বাইরেই আছে, নিয়ে যাও। হ্যাঁ, তোমাদের তো চেনাই দায়। C. I. D. Inspector আর শান্তিতে কিন্তু তফাৎ অনেক। আমার একটা কেলেঙ্কারী না হয় শেষ পর্য্যন্ত?

শান্তি। কেন? বিশেস হয় না বুঝি? কি আর বল্‌বো তোমায়! কাক্‌, অরুণ, সাহেব বোধ হয় এতক্ষণে ডাক্ বাংলোয় পৌঁছে গেছে। আমি এখন আসি ভাই! হ্যাঁ, দাওতো সেই ছেঁড়া জাতীয়-পতাকাখানা—ওটা নিয়েই যাই, দরকার হ'তে পারে।

(অরুণ উহা শান্তির হস্তে দিল)

(কন্‌ষ্টবল সহ প্রস্থান)

(চাঁদা ও হীরার প্রবেশ)

চাঁদ। সাই, ডি, পুলিশ কিটা বলি গেল, ডাক্তারবাবু?

অরুণ। ওসব আমিই বুঝবো। তোমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু টাকার কি হবে সর্দ্দার? আমার যে টাকার চিন্তায় চোকে ঘুম নেই ভাই!

(ভুলুয়ার প্রবেশ)

চাঁদ। কিরে ভুলুয়া, খবরটা ভালোই তো?

ভুলুয়া। আমি লালু আর কুট্টীকে লিয়ে সমস্ত বস্তীগুলান্‌তে গেইছিলাম। সব্বাইকে বলি দেইছি। সব্বাই বল্‌তেছ তারা জরুর টাকা দিবেক। কিন্তু ২৫টা হাজার টাকা তো সোজা কথাটী নাই। আমার তো ভরষাই হয় নাই সর্দ্দার!

অরুণ। আমারও তো তাই মনে হয়, ভুলুয়া! ২৫ হাজার টাকা যে সোজা কথা নয়!

চাঁদ। আর চাঁদা কি খয়রাৎ করি খায় রে ভুলুয়া?

অরুণ। আমি তো এর কোনও উপায় দেখছিনে চাঁদা!

চাঁদ। ক্যানে? এই জঙ্গলীবস্তীর জনগুলান্ কি সবটাই মরি গেইছে নাকি, ডাক্তারবাবু?

অরুণ। তুমি ভুল করছো সর্দ্দার! এযে টাকার ব্যাপার, লোকজনের ব্যাপারতো নয় ভাই! জানি, তোমরা আমার জন্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারো কিন্তু তাতে তো টাকার কাজ চল্‌বে না চাঁদা? আমায় সত্যিই আজ বড় চিন্তিত ক'রে তুলেছে সর্দ্দার! এই টাকার চিন্তায় আমার চোখে ঘুম্‌ নেই, পেটে ক্ষিদে নেই। এখন উপায় কি করি বলতো ভাই!

চাঁদ। (তাচ্ছিল্যের সহিত) উপায়টা আর কি আছে, ডাক্তারবাবু! এইটা যে টাকার ব্যাপার!

অরুণ। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব বল্‌তে তোমরা ছাড়াতো আমার দুনিয়ায় আর কেউ নেই চাঁদা! কিন্তু তোমরাই বা এর কি করবে ভাই?

চাঁদ। বলি তার হলোটা কি?

অরুণ। এ টাকা যোগাড় করতে না পারলে আমি জীবনে এমন একটা আঘাৎ পাবো যা হয়তো আমার পক্ষে সামলানই কষ্ট হবে, চাঁদা! বিপদে আপদে সব সময়েই তুমি আমার পাশেই রয়েছো। তোমাকে ছাড়া আর কাকে বল্‌বো ভাই?

চাঁদ। তা আমি তোমাকে ছাড়ি যাইছি নাকি ডাক্তারবাবু?

অরুণ। কিন্তু টাকার কি করা যাবে?

চাঁদ। (হাসিয়া) কিটা আর করতে লাগ্‌বেক। টাকা এই চাঁদাই দেবে, ডাক্তারবাবু!

অরুণ। (বিস্ময়ে ও আনন্দে) কি বল্‌লে সর্দ্দার! তুমি পঁচিশ হাজার টাকা দেবে?

চাঁদ। হাঁ! হাঁ! এই চাঁদাই দেবে।

অরুণ। চাঁদা! ভাই, এ সময় পরিহাস করোনা—এ যে আমার বড় বিপদ্‌ চাদা!

চাঁদ। তামসাটা করবো তোমার সঙ্গে ডাক্তারবাবু? ক্যানে? তোমার বিপদটা কি আর চাঁদার বিপদটা নাই?

অরুণ। কিন্তু কোথায় পাবে তুমি এত টাকা?

চাঁদ। চাঁদার কি কিচ্ছুটা টাকা নাই, ডাক্তারবাবু? পাঁচটা বেটা আর দুইটা বৌ কামাইছে। আমার কি কিচ্ছুটা নাই। পাঁচ কুড়ী কম্ সাতটা হাজার টাকা তো ঘরকে ঐ হাণ্ডিটার মাঝকেই রইছে।

অরুণ। তুমি দেবে চাঁদা?

চাঁদ। তোমার কোন্‌টা মনকে লইছে, ডাক্তারবাবু? আমরা জঙ্গলী জাত, তাই বিশ্বেস হইছে না বুঝি, কেমন?

অরুণ। কিন্তু তোমার ছেলে বৌ—তারা রাজী হবে? তাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে তারা আয় করেছে.... ......

চাঁদ। তারা কি চাঁদার ছেলিয়া বৌ নাইরে, ডাক্তারবাবু? ছোটজাতের মুরুব্বির কথাটা তারা দেবতার কথাটা বলি মান্তি করে। আমরা জাতটায় ছোট, বটেক কিন্তু আমাদের দরদটা বহুৎ বড় রকমের আছে, ডাক্তারবাবু!

ভুলুয়া। কিন্তু এত টাকা দিয়ে কিটা হবেক ডাক্তারবাবু?

চাঁদ। হারে, তু ডাক্তারবাবুর লিকাশটা লিবি লাকিরে, ভুলুয়া?

ভুলুয়া। ভালো, আর শুধোবই না।

অরুণ। চাঁদা! ভুলুয়া! আমার এ দুঃসময়ে তোমরা যদি নিজেরা ঝগড়া করো তা'হলে যে আমার আর কোনও উপায় থাকে না ভাই!

ভুলুয়া। ক্যানে? ঝগড়াটা করবো ক্যানে? তোমার টাকাটা তো আমাদের দিতেই লাগ্‌বেক ডাক্তারবাবু! সর্দার, চল্‌না— এইক্ষণটাই আমরা টাকাটার যোগাড় করি আস্‌ছি। চল্, সর্দার! চল্।

চাঁদ। হারে, যেইতেই তো লাগবেক, তা এত জলদীর কাম্‌টা কি আছে রে? ডাক্তারবাবুর কাম্‌কে টাকাটা লাগবেক, ওটা তো যেইতে না যেইতে যোগাড় হই যাবেক। তু কি বল্‌ছিস্‌, ভুলুয়া?

ভুলুয়া। আরে আমিতো সেইটাই বল্‌ছি, সর্দ্দার! সর্দ্দার, আমার বহুৎ ভুক লাগছেক গো। আমি খাওয়াটা করি লেইগে। (প্রস্থান)

অরুণ। চাঁদা!

চাঁদ। ভাবতে হবেক নাই, ডাক্তারবাবু, কিচ্ছুটা ভাবতে হবেক নাই। চাঁদার জান্‌টা বাঁচি থাক্‌লে তোমার বাকী টাকাটা চাঁদাই তোমাকে আনি দিবেক।

অরুণ। তুমি কি বল্‌ছো চাঁদা! কোথায় পাবে তুমি এত টাকা?

চাঁদ। আরে তুমি যাদেরকে দেয়াই দিলে, তারাই দিবেক। আলবৎ দিবেক। তুমি তাদের লাগি সবটা দিলে, জেলটা খাটলে, বৌটা দিলে, ছেলিয়াটা দিলে আর তারা তোমার তরে এই টাকাটা দিতে লারবেক? সেইট্টা কি হতে পারে, ডাক্তারবাবু?

অরুণ। কিন্তু এত টাকা তারা পাবে কোথায়?

চাঁদ। তুমিই তো দেয়াই দিলে। আগে যাদেরগা একটা টাকা রোজ মিলতো এইক্ষনটায় তাদেরগা পাঁচ্‌টা টাকা রোজ মিল্‌ছে। ভর সালটায় তিনটা মাসের তলব বাড়তী মিল্‌ছে। এই সবটাই তো তুমিই করাই দিলে। আর তোমার তরে এই টাকাটা, এই ৯ হাজার কুলী মজতুর জনরা দিতে লারবেক? তাছাড়া ধম্মোঘটের তহবীলটায়ওতো ১০টা হাজার টাকা রইছে গো। এখন আমরা স্বাধীন হই গেইছি। ধম্মোঘট তো আর করতে লাগবেক নাই। চাঁদা করি তুইটা দিনেই উয়ারা তোমার সবটা টাকাই উঠাই দিবেক।

অরুণ। চাঁদ—কাজ নেই, আমার টাকার দরকার নেই। এদের হাড ভাঙ্গা পরিশ্রমের পয়সা আমি নিতে চাইনে চাঁদা!

চাঁদ। আরে! তুমি কিটা চাইবে ডাক্তারবাবু? তোমার কি আমি চেইতে লাগবেক নাকি, না বলতেই লাগবেক? তোমার কিচ্ছুটা ভাবতে হবেক নাই।

(পুনরায় ভুলুয়ার প্রবেশ)

কি রে ভুলুয়া! তু আবার এইলি ক্যানে?

ভুলুয়া। (রাগে গর গর করিতে করিতে) ঘরটায় টেকৃতে পার্লেতো থাকৃবো? বুলুয়াটা আমাকে খেইতেই দিলেক নাই— এইখানটাই পাঠাই দেইছে।

অরুণ। কেন? কি হলো আবার? কারো অসুখ বিসুখ নয়তো?

ভুলুয়া। নাই, ডাক্তারবাবু, নাই। এই লাও—দু'শটা টাকা। বুলুয়ার নিজের যোগাড ছিল। তোমার ঐ কথাটা আমার কাছকে শুন্বার চোট্টেই হাণ্ডীটার মুখটা খুলি বাইরে করি আমাকে এই দু'শটা টাকা দিয়ে পাঠাই দিল। বল্লো—ডাক্তারবাবুকে যদি এই টাকাটা না লিয়াইতে পারিস্—তো ঘরকে আর ঠাইটা মিল্বেক নাই। তুমি লাও, ডাক্তারবাবু! আমার বহুৎ ভুখ লাগিইছে। ঘর্কে যাই চারটে খাই লেইগে।

অরুণ। বুলুয়া! বুলুয়া দিয়েছে! তুমি কি বল্ছো ভুলুয়া? (স্বগত) এরা জঙ্গলী! ভদ্র সমাজেও যদি এমনি সব জঙ্গলী জন্মাতো তাহ'লে হয়তো জগতের রূপটা বদ্লে যেতো!

(টাকাগুলি টেবিলের উপরে রাখিল)

চাঁদ! (হাসিতে হাসিতে) দেখ্লে? দেখ্লে, ডাক্তারবাবু? আমার কথাটা এইবারটায় ঠিক্টা হলোইতো?

অরুণ। চাঁদা! আমি শুধু ভাবছি—তোমাদের জমিদারীয়া কত বড়!

চাঁদ। কেনে? আমরাই তো জঙ্গলী আছি ডাক্তারবাবু! (মুচ্কি হাসিয়া) ভদ্দরলোক হওয়াটাতো তেমনটী সোজা কথাটী নাই, ডাক্তার-বাবু! যাও, যাও, ডাক্তারবাবু! এইক্ষনটায় তুমি খাওয়াটা সারি লাওগে। যা ভুলুয়া, তু যা ঘরকে যা।

(ভুলুয়ার প্রস্থান)

অরুণ। হ্যাঁ চাঁদা! এই পচিশ হাজার টাকা দিয়ে আমি কি করবো কই তা জানতে চাইলে নাতো?

চাঁদ। জান্‌বার দরকারটাই নাই আমার।

অরুণ। তুমি জান্‌তে পাবে, চাঁদা, (হঠাৎ সাদা পোষাকধারী শান্তি শরণের দেহরক্ষী কনষ্টবল্ অরুণকে একখানা চিঠি দিয়া গেল অরুণ চিঠিখানা পড়িল। পরে বলিল) সর্দ্দার, পুলিশ সাহেব এলবার্ট সাহেবের খুনি কেস থেকে তোমাদের রেহাই দিয়েছেন।

(কুলী প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! আমার ছেলেটার বড্ড অসুখ করেছে, জ্বরে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। এখনই তোমার যেতে হবে ডাক্তারবাবু! রাত্রির ১২টার গাড়ী যে চলে গেল! জল্‌দি চলো ডাক্তারবাবু!

চাঁদ। (জনান্তিকে) না! ঐটা আর হইছে নাই। (প্রকাশ্যে) রাত্‌কে যেইতে লারবেক। দাবাইটা লিয়ে যাও। সকালকে ডাক্তার বাবু যাবেক।

প্রহ্লাদ। বড্ড জ্বর, ডাক্তারবাবু! বড্ড জ্বর হয়েছে। তুমি না গেলে সে বাঁচবে না— তোমার পায় পড়ি, ডাক্তারবাবু!

অরুণ। (অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল) চাঁদা! আমায় যেতে দাও ভাই, না গেলে যে ওর বড় বিপদ! ছেলেটাকে নিয়ে ও হয়তো ভীষণ বিপদে পড়বে। আমি যাই—আমি যে ডাক্তার!

(বলিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ব্যাগ হাতে লইল)

চাঁদ। নাই ডাক্তারবাবু! আর ঐ কাম্‌টা হবেক নাই। এত্তো রাতকে তোমায় যেইতে দিবেক নাই।

অরুণ। এযে মহাপাপ্ সর্দ্দার! ওর ছেলেটা বিনা অষুধে মরবে আর আমি সুস্থ দেহে ঘরে বসে থাকবো? না, তা হয় না। আমি যাবো, আমায় যেতেই হবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

চাঁদ। দাঁড়াও ডাক্তারবাবু! নেহাৎই যদি যেইতেই লাগবেক তোমার, তাইলে আমি পাশের ঘর থেইকে আমার তীর ধনুকটা আর লাঠিটা লিয়েই আসি। একলাটী আর যেইতে লারবেক।

(চাঁদা পার্শ্বের ঘর হইতে তাহার তীর ধনুক আর লাঠি আনিল। পরে সকলে প্রস্থান করিল।)

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

সত্যরায়ের বাটী। সত্যরায় তাহার বৈঠকখানার ঘরে একখানা খাটের উপর মৃত্যু শয্যায় শায়িত। অজ্ঞান অবস্থায় মাঝে মাঝে জ্ঞান হইতেছে এবং ডিলিরিয়ামে মাঝে মাঝে ভুল বলিতেছেন।

প্রসন্ন। এখন কেমন আছেন, ছায়ামা ?

ছায়া। জ্ঞান নেই, বুড়ো মামা! (বলিয়া কাঁদিতে লাগিল)

প্রসন্ন। কাঁদিস্ নে, এখনই ডাক্তার আস্‌বে। ভাল হয়ে যাবে। কাঁদতে নেই যে মা!

ছায়া। বাবাগো! (বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

প্রসন্ন। এখনই ডাক্তার এসে পড়বেন, ভালো হয়ে যাবেন।

সত্য। (ডিলিরিয়ামে) কে? কে কথা কইছে? অরুণবাবু? এসেছ, এসেছ ভাই? তোমার উপর বড় অন্যায় করেছি, বড় অবিচার করেছি! ক্ষমা করবে না? আমি তোমার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি— ক্ষমা করবে না? আমায় ক্ষমা করো অরুণবাবু! আমায় ক্ষমা করো উমা!

উমা। ওগো ওসব তুমি কি বল্‌ছো? অমন কর্‌লে যে তোমার অসুখ বাড়বে। একটু চুপ করে ঘুমোও।

(নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল)

সত্য। (আংশিক সজ্ঞানে) কে? উমা! হ্যাঁ ঘুমোবো, ঘুমোবো, একেবারে ঘুমোবো। উমা! আমায় তুমি ক্ষমা করবে না? ক্ষমা করবে না উমা? হাজার হলেও আমি যে তোমার স্বামি!

উমা। ওগো তুমি ওসব কি বলছ? ওসব যে বল্‌তে নেই। (অশ্রু বর্ষণ। সত্য খক্ খক্ করিয়া কয়েকবার কাঁশিলেন। তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। ছায়া, উমা এবং প্রসন্ন দ্রুত কাছে গিয়া ধরিয়া শোয়াইয়া দিল। সত্য অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং মাথায় গাঁয় হাত বুলাইতে লাগিল। কিছু সময় পরে সত্যর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।)

সত্য। কে, উমা! কাঁদ্‌ছো?

উমা। না, কাদ্‌বো কেন? তুমি ভাল হয়ে ওঠো।

সত্য। না, না, কাঁদো, কাঁদো, খুব করে কাঁদো। কাঁদবে না? চিরটা জীবন ভর কাঁদ্‌লে আর এখন কাঁদ্‌বে না? কাঁদো, কাঁদো, খুব ক'রে কাঁদো।

উমা। ওগো, তুমি ঘুমোও, ছায়া যে কাঁদ্‌ছে!

সত্য। কে? ছায়া, ছায়া কাঁদ্‌ছে! কাঁদুক, খুব ক'রে কাঁদুক! (হঠাৎ জ্ঞানহারা হইয়া ডিলিরিয়ামে বলিতে লাগিল) কে, কে? অরুণ-বাবু? এসো, এসো ভাই, এসো বন্ধু! ক্ষমা করেছ? আমায় তুমি ক্ষমা করেছ? দেখছো, দেখছো উমা—অরুণবাবুও আমায় ক্ষমা করেছে।

(স্বস্তির ভাব প্রকাশ করিলেন)

উমা। কই, অরুদা তো এখানে নেই।

সত্য! (আংশিক ডিলিরিয়ামে) কি বল্লে? অরুণবাবু নেই! ও কে? প্রসন্ন? সাবধান, সাবধান, প্রসন্ন! ডি, কে, মিত্র আর ম্যানেজার কে বাড়ীতে ঢুকতে দিয়োনা। সাবধান। (অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন)

(হঠাৎ আদালতের পিওন ও বেলিফের প্রবেশ)

বেলিফ । এই নিন্ আপনাদের বাড়ীর ঘরগুলোর চাবী। বাইশটে কামরার বাঁইশটে চাবী। দেখে নিন্। (বলিয়া উমার হাতে দিলেন)

উমা। (চাবিকাঠি লইয়া) প্রসন্নদা! জিজ্ঞাসা করতো—আমি তো ঠিক্ বুঝতে পারছিনে!

বেলিফ । আপনাদের নীলামের সমস্ত টাকা গত পরশু কোর্টে আমানত হয়ে গিয়েছে। এখন আপনাদের বাড়ী, জমিদারী, কলিয়ারী, সমস্তই ক্রোক্-মুক্ত। তাই কোর্টের আদেশ জানিয়ে চাবীগুলো ফেরৎ দেওয়ার জন্য আমার উপর আদেশ হয়েছে।

উমা। প্রসন্নদা! কে এই টাকাগুলো জমা............

প্রসন্ন। হ্যাঁ বাবু! কে এই টাকাগুলো জমা দিয়েছে বল্‌তে পারো?

বেলিফ । না, তা কি করে বলবো।

পিওন। বুড়ো কর্ত্তা, বক্‌শীস্।

প্রসন্ন। আমরা বড় বিপন্ন—বাবু মৃত্যুশয্যায়, দেখছোই তো?

বেলিফ । না, না। আপনাদের কিছু দিতে হবে না। যে বিপদে আপনারা পড়েছেন! আচ্ছা আমরা তাহলে......(উভয়ের প্রস্থান)

(ডাক্তারের প্রবেশ। ডাক্তার নাড়ী দেখিলেন। তাহাকে বড়ই চিন্তিত দেখা গেল)

উমা। কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। তা এক রকম ভালই বলতে হবে, তবে খুব সাবধানে রাখবেন। অবশ্যি তেমন ভয় নেই।

ছায়া। বাবা বাচবেন তো?

ডাক্তার। বাঁচবেন বই কি, ভাল হয়ে যাবেন। তেমন ভয় নেই। আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি।

(প্রসন্ন চারিটী টাকা ডাক্তারকে দিল। ডাক্তার লইয়া প্রস্থান করিলেন)

সত্য। কে! কে কথা কইল?

প্রসন্ন। ডাক্তারবাবু।

সত্য। কত দেরী? (ডিলিরিয়ামের সহিত)

প্রসন্ন। কিসের দেরী বাবু?

সত্য। অরুণবাবুর আস্‌বার।

প্রসন্ন। আপনি ভুল বল্‌ছেন বাবু!

সত্য। (আংশিক জ্ঞানের সহিত) ভুল! হ্যাঁ, তা হতেও পারে! চিরকালই তো ভুলই করে এলাম প্রসন্ন! আজ সে ভুলের প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে। হ্যাঁ প্রসন্ন! অরুণবাবু আস্‌বে না?

প্রসন্ন। আসবেন বৈকি? আপনি ভাল হ'য়ে উঠুন।

(ডাক্ পিওনের প্রবেশ)

পিওন। চিঠি—উমাশশী রায়। (চিঠি দিয়া পিওনের প্রস্থান)

প্রসন্ন। কে? কে চিঠি লিখেছে? অরুণবাবু নিশ্চয়। পড়ো তো, পড়ো তো দিদি! জোরে পড়ো, আমায় একটু শুনিয়ে পড়ো।

(উমা খামখানা খুলিয়া জোরে পড়িতে লাগিল)

উমা। "উমা! প্রসন্নদার চিঠি আজ পেয়েছি। তোমাদের সমস্ত নীলামের পঁচিশ হাজার টাকাই কোর্টে আমানত ক'রে দিয়ে এসেছি। তোমাদের বাড়ী, জমিদারী, কলিয়ারী সবই এখন ক্রোক্-মুক্ত। এতদিনে আদালতের লোক গিয়ে তোমাদের জানিয়ে দিয়ে এসে থাকবে। সত্যবাবুর চিকিৎসার ক্রটী ক'রো না। টাকার অভাব হবে না। ইতি—

তোমার "অরুদা"

(চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে উমার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল। চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল)

উমা। প্রসন্নদা! তুমি মানুষ, না দেবতা?

প্রসন্ন। (ব্যস্ত হইয়া) ওসব কথা এখন রাখো দিদি! ওষুধ আন্তে হবে যে? শিশিগুলো শীগ্গির করে দাও দেখি, এখন। (রাগের ভান্ করিয়া) ওসব ছাই পাশ বলার সময় এখন নয়, দিদি! আগে বাবুর চিকিৎসা, তারপর সব। তোমার সে দিকে একদম খেয়াল নেই।

উমা। ওষুধ তো রয়েছে, প্রসন্নদা! হ্যাঁ, প্রসন্নদা! অরুদা কোথায় থাকে? কি করে?

প্রসন্ন। (তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) কে জানে? বলি ওষুধের শিশিগুলো দাও না দিদি! তোমার কি এতটুকু আক্কেল নেই? এখন কি ঐসব ছাই পাশ্ বলার সময়?

উমা। কিন্তু ডাক্তার তো ওষুধ আনতে বল্লেন না।

প্রসন্ন। আঃ, সবই কি ডাক্তার বল্‌বে নাকি?

ছায়া। মা! অরুণবাবু কেমন মানুষ?

উমা। খাঁটী মানুষ।

প্রসন্ন। ছাই খাঁটী মানুষ। তোমাদের মেয়েমানুষের যা বুদ্ধি!

সত্য। (ডেলিরিয়ামের সঙ্গে) কে! কে কথা কইছে? অরুণবাবু? এসেছ, এসেছ ভাই? (বলিয়া খক্ খক্ করিয়া কাঁশিতে কাঁশিতে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন। সকলে দৌড়াইয়া কাছে গিয়া ধরিল, ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়া এক পার্শ্বে নোয়াইয়া পড়িল। সকলে ধরিয়া শোয়াইয়া দিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল)

প্রসন্ন। (অশ্রুসম্বরন করিয়া) কাঁদিস্‌নে মা, কাঁদিস্‌নে। তোরা যদি অম্‌নি করবি তা হ'লে এই বুড়োটা তা কেমন ক'রে সইবে বল্ দেখি, মা। (উমাকে) দিদি! কাঁদিস্‌নে। কাঁদিস্‌নে, দিদি! তোর কান্না যে আর আমি সইতে পারিনে!

(বলিয়া কাঁদিতে লাগিল)

(পট্ পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় অঙ্ক

৬ষ্ঠ দৃশ্য

১৯৪৮ সাল

সময়—বিকাল ৪টা

অরুণের কর্ম্মস্থল—কলিয়ারী অঞ্চলে অরুণের বাসস্থান ডিমা বস্তিতে উমার প্রতিষ্ঠিত "মহাত্মা গান্ধী হরিজন উন্নয়ন কেন্দ্র" এর অফিস। অরুণ প্রায় ৭ মাস হইল ইউরোপ ভ্রমণে গিয়াছে। অরুণের ইউরোপ রওনা হওয়ার পর উমা তাহার জমিদারীর খাস্ জমিগুলি সমস্তই পত্তন করিয়া প্রায় ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া এই হরিজন উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং সেখানে হাস্পাতাল, বিদ্যালয়, নৈশ-বিদ্যালয় তাঁতশালা, চরকা সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া ডিমা বস্তিকে এই ৭ মাস মধ্যেই ছোটখাটো একটী সহরে পরিণত করিয়াছে। সমস্ত বিভাগের কার্য্যভার উমা নিজ হস্তে লইয়া রীতিমত অফিস্ চালাইয়া যাইতেছে। উমা হরিজন কেন্দ্রের অফিসে চেয়ারে উপবিষ্টা। যথারীতি গাম্ভীর্য্যের অভাব তাহাতে একেবারেই নাই। উপরের এবং পার্শ্বের দেওয়ালে কংগ্রেসের সমস্ত বড় বড় নেতাদের তৈল চিত্র টানান রহিয়াছে। মাঝখানের দেওয়ালের উপরদিকে মহাত্মা গান্ধী এবং তৎসহ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এক পূর্ণাবয়ব তৈল চিত্র দেখা যাইতেছে। তৈল চিত্রে মহাত্মা গান্ধীকে দণ্ডায়মান অবস্থায়, তাহার পদতলে উপবিষ্ট নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে দেখা যাইতেছে। সহাস্য মহাত্মা গান্ধী আজানুলম্বিত বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট নেতাজীর মস্তকে হস্তস্থাপন করতঃ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

(হঠাৎ সাহেবী পোষাক পরিহিত হ্যাট মাথায় হাস্‌পাতালের বৃদ্ধ ডাক্তার দুর্গাবাবুর প্রবেশ।)

দুর্গা। আমার দরখস্তের যা হয় একটা অর্ডার আজই আপনি দিয়ে দিন। হাসপাতালের দু'শ বেড্, আর ১০ জন ডাক্তার। অথচ আমার উপর চল্লিশটে বেডের ভার দেওয়া হয়েছে। মাইনেতো সবাই সমানই পাই। আজ ৩ মাস হাসপাতাল পুরোপুরি চালু হয়েছে, তার মধ্যে এই দু'মাসই আমার এম্‌নি ডবল খাটনি খাটতে হচ্ছে। বড় ডাক্তারকে বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলাম। তিনি এ ব্যাপারটা আমার একেবারে কানেই তোলেন না। (স্বগত) মেয়ে বিয়ে দিয়ে জামাইটাকে করেছেন হাস্‌পাতালের **Chief madical officer.** (প্রকাশ্যে) এম্, বি. পাশ কর্‌লেই কি আর এতবড় একটা **post manage** করা যায়? যাক্, সে কথা। আমার ব্যাপারটার আপনি যা হয় একটা অর্ডার দিয়ে দিন। হয় চাক্‌রী করবো, না হয় ছেড়ে চলে যাব। বুড়ো বয়সে আর ছোল ছোক্‌রার চোখ রাঙ্গানি সহ্য হবে না।

উমা। ডাক্তারবাবু! আপনার অসুবিধে আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু বড় ডাক্তারের থ্রুতে দরখাস্ত না আস্‌লে সোজাসুজি আমার কি কিছু করা উচিৎ হবে? তবে এ কথা কখনও মনে করবেন না যে বড় ডাক্তার জামাই ব'লে তার কিছুমাত্র অন্যায়ের আমি প্রশ্রয় দেবো।

ডাক্তার। তাহ'লে আমায় কাজ ছেড়ে চলে যেতে বল্‌ছেন—এইতো?

উমা। ভুলে যাচ্ছেন, ডাক্তারবাবু, যে এই হরিজনকেন্দ্রের প্রত্যেক কর্ম্মীকে চাকরীতে ঢুকবার সময় মহাত্মা গান্ধীজীর নামে শপথ নিতে হয়েছে যে শত অসুবিধা হলেও তারা হরিজনদের সেবা করা ত্যাগ কর্‌বেন না। আপনি কি সে শপথ নেন্ নি, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। হ্যাঁ, নিয়েছিলাম কিন্তু তাই ব'লে আমার উপর যদি কোনও উর্দ্ধ্বতন কর্ত্তৃপক্ষ জুলুম চালান তার প্রতিকার চাইতেও পারবনা—এ শপথ ত কখনও নেইনি।

উমা। বেশ! আপনি কাজ কর্ত্তে থাকুন, আমি এর ব্যবস্থা করবো।

ডাক্তার। কিন্তু এই বুড়ো ডাক্তারটা থাক্‌তে করবেন, না মলে করবেন? (হীরার প্রবেশ)

উমা। আচ্ছা, আপনি বসুন। আমি আজই, এখনই এর একটা মীমাংসা করে দিচ্ছি। (ডাক্তার পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিলেন)
হীরা! যাও তো, বড় ডাক্তারকে এখনই এখানে একবার আস্‌তে বলে এসোতো।

(সম্মতি জানাইয়া হীরার প্রস্থান)

(হরিজন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারের প্রবেশ)

উমা। কি সংবাদ মাষ্টারমশাই? ভাল আছেন তো? বসুন।

(হেডমাষ্টারও পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিলেন)

হেড, মাঃ। সংবাদ গুরুতর। স্কুলে চরকা কাটা শিক্ষা দেওয়া প্রায় বন্ধ ক'রে দেওয়ার অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে।

উমা। এ আপনি কি বল্‌ছেন! মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে যে হরিজন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানকার স্কুলে চরকা কাটা শিক্ষা দেওয়া বন্ধ থাকবে!

হেঃ মাঃ। হ্যাঁ, তা প্রায় বন্ধ করে দেওয়ারই উপক্রম হয়েছে। তখনতো বলেছিলাম যে এত তাড়াতাড়ি ক'রে, এত পয়সা খরচা ক'রে উপরের ক্লাসের ছাত্র আনবার দরকার নেই। ওসব আস্তে আস্তেই হতো কিন্তু আপনিতো তা শুনলেন না— এবারই আপনি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়াতে চাইলেন। উপরের ক্লাশের ছাত্র যোগাড় করতে অযথা কি টাকাটাই না খরচা হলো! এখন তারাইতো গোলমালটা পাকাচ্ছে।

উমা। কেন ? তারা কি কর্‌ছে ?

হেড, মাঃ। উপরের ক্লাশের ছাত্ররাই তো দল পাকিয়ে তুলেছে। ওরা চরকা নিয়ে ভারী গোলমাল স্থরু করেছে। ওদের ভিতর দুই দল হ'য়ে, এখন যে কোনও মুহূর্ত্তে ওদেরমধ্যে মারামারি কাটা-কাটি পর্য্যন্ত হতে পারে।

উমা। এর কারণ ?

হেড, মাঃ। কারণ—আমাদের স্কুলের সমস্ত চরকাগুলোতেই মহাত্মা গান্ধীর মূর্ত্তি আঁকা আছে। একদল ছাত্র বল্‌ছে "মহাত্মা গান্ধীর" মূর্ত্তির পার্শ্বে "নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের" মূর্ত্তি না থাকলে তারা স্কুলে চরকা কাটা বন্ধ করবে। দুই দলই প্রবল।

উমা। হুঁ। আচ্ছা মাষ্টার মশাই, এই দুই দলের দলপতিদের কোনও রকমে একবার আমার কাছে হাজির করতে পারেন ?

হেড, মাঃ। তা ডাক্‌লেই তারা আস্‌বে কিন্তু উভয় দলই বড্ড Adamant. একটা বুদ্ধি ঠিক্ না ক'রে ওদের ডাকা উচিত হবে কি ?

উমা। আপনি তাদের এখনই একবার ডাকাতে পারেন এখানে ? ওসব আমি এখনই ঠিক করে দেবো।

হেড, মাঃ। দুই দলই স্কুলের সামনে বসে ঘোট পাকাচ্ছে। আচ্ছা, আমি নিজে গিয়েই তাহলে এখনই ওদের এখানে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

উমা। প্রসন্নদা ! অরুদা যে এখনও এল না ! আমি যে আর পার্‌ছিনে। এত সব ঝঞ্ঝাট—এযে আমি আর পেরে উঠছিনে, প্রসন্নদা ! কিন্তু অরুদা যখন হীরার কাছে টেলিগ্রাফ করেছে যে সে আজ ৫ টার ভিতর পৌছবেই, তখন তো সে নাআসা হ'তে পারে না !

প্রসন্ন। তাইতো! আমিও তো তাই ভাবছি। এতক্ষণ তার পৌছে যাওয়া উচিৎ ছিল।

(হীরার প্রবেশ)

হীরা। বুড়ো ভাই! বাবু যেন এসে গেছেন বলেই মনে হ'ল। আমি যখন বড় ডাক্তারকে ডেকে আসি, তখন যেন বাবুর মতই একজন কাকে দেখলাম। দূর থেকে দেখেছি কিনা? তাঁত-শালা থেকে বেরিয়ে যেন স্কুলের দিকেই গেলেন।

উমা। (আনন্দে আত্মহারা হইয়া) এ্যাঃ এসেছে! অরুদা এসেছে হীরা? প্রসন্নদা! যাওতো দাদা, একবার! দেখো, দেখো।

(প্রসন্নর প্রস্থান)

(চাঁদ সর্দ্দার চারিজন কুলীর মাথায় দিয়া চারিমোট চরকায় কাটা স্থতা সহ প্রবেশ করিল। কুলীরা দপ্ করিয়া স্থতার মোটগুলি মেঝের উপরে রাখিল)

উমা। (আগ্রহাতিশয্যে) সর্দ্দার ভাই! অরুদাকে দেখলে? অরুণবাবু, তোমাদের ডাক্তারবাবু?

চাঁদ। না। কই, ডাক্তারবাবুর তো ভেট হইছে নাই দিদি! ডাক্তার বাবু পৌছে গেইছে নাকি?

উমা। (উদাসভাবে) না! তবে হীরা বল্‌ছিল.........। যাক্, বস্তীর খবর ভাল? চরকা ঠিক্ মত চল্‌ছে তো?

চাঁদ। চল্‌তেইছে বটেক তবে বহুৎ গোলমাল লাগাই দেইছে। স্কুলের ছেইলারা সব বস্তিতে বস্তিতে যেইয়ে বুঝাই দেইছে—চরকাটায় মহাত্মাজীর ছবিটার কাছকে নেতাজীর ছবিটা নাই থাক্‌লে চরকা বন্ধ করি দিতে লাগ্‌বেক। সক্কল জনরা শুধাইছে—নেতাজীর ছবিটা থাক্‌বেক নাই ক্যানে?

উমা। তা তুমি তাঁদের কি বললে ?

চাঁদ। বল্‌বো আর কিটা! বলি দিলাম—গান্ধীজী তো নেতাজীর গুরুজীই ছিলেন। গুরুজীর ছবিটায় কি আর নেতাজীর মান্‌টা রইছে নাই।

উমা। তারা সবাই কি বলল ?

চাঁদ। তারা বল্‌তেছ—স্কুলের ছেলিয়ারা তো লেখাপড়া জানা আছে। তারা ক্যানে ঐ রকমটা বলি বেড়াইছে ?

উমা। হুঁ! তা সবাই আজ তুলো রেখেছে ?

চাঁদ। হ্যাঁ, তা রাখলো বই কি ?

উমা। এ কত স্থতো হবে, সর্দ্দার ভাই ?

চাঁদ। চার মণ তিন সের।

(তাঁতশালার উইভিং মাষ্টারের প্রবেশ)

উঃ মাঃ। নমস্কার।

উমা। কি সংবাদ মাষ্টারবাবু ?

উঃ মাঃ। সংবাদ খারাপ। কালই বোধ হয় তাঁত ঘর বন্ধ করে দিতে হবে। তা না হলে কারিগরদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে।

উমা। কেন ?

উঃ মাঃ। তাঁদের ভিতর দুইদল হয়েছে। প্রথম প্রথম কাজ ছেড়ে বাড়ী যাবার সময় একদল "মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়" বল্‌তো আর একদল "নেতাজী স্থভাষ কি জয়" বলতো। আমরা তখন ওতে বড় কান্ দেইনি কিন্তু এখন তাই নিয়ে বিরাট গোলমালের স্থষ্টি হয়েছে। একদল বল্‌ছে—সবাইকে "নেতাজী কি জয়" বল্‌তে হবে, আর একদল বলছে— না, সবাইকেই "মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়" বল্‌তে হবে।

উমা। দুই দলের সর্দ্দারদের এখনই ডাকাতে পারেন এখানে ?

উঃ মাঃ। তা পারি কিন্তু দুই দল এক করা বড় সহজ হবে না।

উমা। আপনি তা'হ'লে দয়া করে নিজে একবার একনই যান্ মাষ্টারবাবু! ওদের এখানে ডেকে আনুন্। সব গুলোই একসঙ্গে মীমাংসা হ'য়ে যাক্।

উমা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। ওদের এক্ষুনি এখানে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি। দুই দলই স্কুলের সাম্‌নে বসে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মিলে ঘোট পাঁকাচ্ছে। (প্রস্থান)

(হঠাৎ আনন্দে আত্মহারা অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। (অত্যন্ত আবেগভরে) উমা! উমা!

উমা। অরুদা! এসেছ, অরুদা! আজ সাত মাস তুমি বেরিয়েছ, আমি কি এত সব পারি অরুদা? (প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। অরুণবাবু! ভাল আছ?

(হাঁরা গড় হইয়া অরুণকে প্রণাম করিল। অরুণ আবেগভরে চাঁদ সর্দ্দারকে জড়াইয়া ধরিল। উমা অরুণের পদধূলি গ্রহণ করিল)

অরুণ। (উমাকে) থাক্ থাক্ সর্দ্দার! ভাল আছ তো? এই বিরাট ব্যাপার তোমরা এই ছ'সাত মাসের মধ্যে কি করে করলে? আমি যে অবাক হচ্ছি সর্দ্দার? আর এযে হাজার হাজার টাকার ব্যাপার! কোথায় পেলে তোমরা এত টাকা? আর এই সুন্দর পরিকল্পনা—এই বা কোথায় পেলে তোমরা? এযে একেবারে আশ্চর্য্য ব্যাপার ক'রে তুলেছ তোমরা!

চাঁদ। দিদিটাকে জিজ্ঞাসা করো, ডাক্তারবাবু! আমি তো শুধু হুকুম তামিল করি যাইছি।

অরুণ। উমা! কে তোমায় এই সুন্দর—এই পবিত্র প্রেরণা দিয়েছে উমা?

উমা। কেন— তুমি ?

অরুণ। কই, তুমি তো কোন দিনও আমায় এসব জিজ্ঞাসা করোনি! কোন দিনও তো তুমি এসব চাওনি, উমা!

উমা। তুমি চেয়েছিলে, তাই তোমারই দেওয়া অর্থে এতটুকু এগুতে পেরেছি কিন্তু সে সব পরে বল্‌বো। এখন একে রক্ষা কর অরুদা! সব যে যায়—সমস্ত অর্থ, সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যায় বুঝি!

(সহসা বেগে ডি, কে, মিত্রের প্রবেশ। পকেট হইতে কি যেন উঠাইতে পকেটে হাত দিতেই চাঁদ সর্দ্দার তাহার লাঠি লইয়া দ্রুত অরুণের সাম্‌নে গিয়া অরুণকে আড়াল করিয়া দাড়াইল। সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চাঁদ অরুণের সাম্‌নে দাড়াইয়াই সঙ্গে সঙ্গে বলিল।)

চাঁদ। হুঁসিয়ার। (বলিয়া লাঠি উচু করিল)

ডি, মিত্র। (হাসিয়া) চিরদিন কারু সমান যায় না সর্দ্দার! পকেটে হাত দিতে দেখে ভেবেছ—অরুণবাবুকে খুন্ কর্‌বার জন্যে পকেট থেকে রিভলভার তুল্‌ছি কিন্তু তা নয়। আজ আর আমি সে ডি, কে, মিত্র নেই, চাঁদ সর্দ্দার! তোমরা সবাই এগিয়ে যাবে আর আমি আজও পিছনে পড়ে থাক্‌বো—তা কি হয় সর্দ্দার? এই নাও অরুণবাবু!

(বলিয়া অরুণের সাম্‌নে একটী দলিল উচু করিয়া ধরিল) আমার সমস্ত জমিদারী, কলিয়ারী, বাড়ীঘর সমস্তই আমি তোমাদের এই হরিজন কেন্দ্রেরই ব্যায় বহন করবার জন্য দান-পত্র রেজেষ্ট্রি ক'রে এনেছি। আর তোমাকেই এই দান-পত্রের ট্রাষ্টী ক'রে দিয়েছি। ভাবছো কি অরুণবাবু? পাঁড়মাতাল,

পরস্ব অপহরণকারী, ধাপ্পাবাজ, জুয়োচোর ডি, কে, মিত্র—এর আবার একি খেয়াল! কেমন? এই ভাবছো তো? কিন্তু অরুণবাবু, আজ এক বছর আমি মদ্ খাইনে। যেদিন তোমায় পুড়িয়ে মারতে গিয়ে তোমার স্ত্রী পুত্রকে পুড়িয়ে মেরেছিলাম, তোমার মাথাটা ফাঁটিয়ে দিয়াছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত তোমায় জেলে পুরেছিলাম, সেইদিন থেকে তোমার কথা চিন্তা কর্‌তে সুরু কর্‌লাম। তোমার আদর্শের উৎস খুঁজে বের কর্‌তে অনেক দিনই আমাকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। আর শেষ পর্য্যন্ত তার ফলেই আজ আমার এই পরিবর্ত্তন, আর সেই পরিবর্ত্তনের ফলেই এই দান পত্র। নাও, নাও, অরুণবাবু! পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

অরুণ। মিঃ মিত্র!

ডি, মিত্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবতার সংস্পর্শেই পশু মানুষ হয়।

অরুণ। উমা?

উমা। সর্দ্দার ভাইকে জিজ্ঞাসা করো অরুদা, এ প্রতিষ্ঠান যে একমাত্র সর্দ্দার ভাইয়েরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠছে!

অরুণ। সর্দ্দার?

চাঁদ। বুড়া ভাইকে জিজ্ঞাসা করো, আমরা জঙ্গলী জাৎ, অত্তটা বুঝতে লারবেক।

প্রসন্ন। সর্দ্দার! ভুল কর্‌ছো—এ প্রতিষ্ঠান যে তোমারই। তোমার ইচ্ছার বাইরে যে কিছুই হতে পারে না ভাই!

চাঁদ! বুড়া ভাই! এইটা তুমি কেমন কথাটা বল্‌ছো?

প্রসন্ন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বল্‌ছি! তোমার দেওয়া টাকা না হলে আজ দিদিমনির জমিদারীও রক্ষে হত না, আর আজ সেই জমিদারীর

টাকায় এও হতো না! তুমি কত বড়, তা কয়জনে জান্‌বে সর্দ্দার!

চাঁদ। নাই, নাই, বুড়া ভাই! এ জঙ্গলীটার প্রাণটায় এই কথাটায় বড্ড ব্যাথাটা লাগ্‌ছে যে! এমনটা বলিস্‌ নাই, বুড়া ভাই! অরুণবাবু! লিয়ে লাও, ডি, কে, মিত্রের দলিলটা লিয়ে লাও।

(অরুণ দলিল গ্রহণ করিল)

(পশ্চাৎ দিকে দূরে মধুরকণ্ঠে বালকবালিকাদের গান শোনা গেল। "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম·········" ইত্যাদি সকলে কিছু সময়ের জন্য নিস্তব্ধভাবে উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। গানের সুর আস্তে ২ মিলাইয়া গেল)

ডি, মিত্র। তা'হলে আমি এখন আসি, অরুণবাবু! তোমাদের এই পবিত্র আবহাওয়া আমার উপস্থিতিতে কলুষিত হয়ে উঠেছে। আমি যাই আমি যাই, ভাই! (দ্রুত প্রস্থান, পুনরায় ফিরিয়া) অরুণবাবু! তোমরা সবাই আমায় ক্ষমা ক'রো কিন্তু ভাই!

(প্রস্থান)

প্রসন্ন। দেখলে অরুণবাবু! দেখলে?

অরুণ। বিবেক ফিরে এসেছে।

উমা। কিন্তু অরুদা! এখন উপায়?

অরুণ। কেন? ব্যাপার কি?

উমা। মহাত্মাজীর আদর্শে আমি এই হরিজন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি কিন্তু সমস্ত বিভাগেই একটা বিরাট দল, এর মাঝে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই নিয়ে দলাদলিতে স্কুল, তাঁতশালা, হাস্‌পাতাল সবই বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এখন উপায়? আজই এর একটা মীমাংসা

কর্‌বার জন্য সমস্ত বিভাগের দলপতিদের ডাকিয়েছি। এখনই তারা এসে পড়বে কিন্তু এর কি মীমাংসা কর্‌বো, অরুদা? তুমি যখন এসেই পড়েছ, তখন তুমিই যাহয় করো এসব যে আমি পারি না, অরুদা!

অরুণ। এত বড় বিরাট পরিকল্পনা যে করেছে, আর তাকে যে কার্য্যে রূপ দিতে পেরেছে, এর মীমাংসা সেই কর্‌তে পারবে, উমা! আমি আজ শুধু দেখবো—তুমি এর কি মীমাংসা ক'রো।

(হেডমাষ্টার ও স্কুলের প্রধান ছাত্রগণ, তাঁতশালার দলপতিগণ ও উইভিং মাষ্টার, হাস্‌পাতালের বড় ডাক্তার প্রভৃতি পরপর প্রবেশ করিলেন। সবাই যথাস্থানে বসিল ও দাঁড়াইল।

উমা। (সর্ব্বময়কর্ত্রীর পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল) এ কথা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে যে তুমি জামাই ব'লে তোমার কোনও ত্রুটীই উপেক্ষা কর্‌রাব মত সুবিধে আমার নেই।

দিলীপ। আছে।

উমা। তুমি এই ডাক্তারবাবু বুড়ো মানুষ জেনেও এর উপর চল্লিশটে বেডের ভার চাপিয়েছ—এটা খুব সঙ্গত হয়েছে কি?

দিলীপ। (যথারীতি পদমর্য্যাদার সহিত) আমার মনে হয় খুবই সঙ্গত হয়েছে। হাস্‌পাতালের প্রত্যেক ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স চাকর পর্য্যন্ত হরিজন কেন্দ্রের আদর্শ মেনে চলেন এবং চলে, কিন্তু একমাত্র ঐ ডাক্তার বাবুই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মানেন না। আমাকে প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে হবে—চাক্‌রী নেওয়ার সময় শপথ গ্রহণ করেছিলাম। তাই ওকে আমার শাস্তি

দিতে হয়েছে। কুড়িটা বেডের কাজ করাই ওর duty বটে তবে ওকে আমি শান্তি দিয়েছি এবং সেই শাস্তি স্বরূপই ওকে চল্লিশটে বেডের চার্জ্জ দেওয়া হয়েছে।

দুর্গা। কিসে আমি প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা হানি করেছি ?

উমা। বড় ডাক্তার! তোমার অভিযোগ আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার।

দিলীপ। আমার অভিযোগ ডাক্তারবাবুর দিকে লক্ষ্য করলেই জানতে পারবেন। বার বার বলা সত্ত্বেও উনি খদ্দরের পোষাক পরেন না, গান্ধী ক্যাপের পরিবর্ত্তে 'হ্যাট' ব্যবহার করেন। এসব আমাদের প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা নষ্ট করে ব'লেই আমার বিশ্বাস। তাই আমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হ'তে হয়েছে। ওকে বললে যা জবাব দেন তাতে ওকে ডিস্‌মিস্ করাই উচিত। উনি প্রকাশ্যে বলেন —"গান্ধীবাদে ওর বিশ্বাস নেই।" "অহিংসা ভীরুতারই নামান্তর," ইত্যাদি অনেক কিছু, তা বলে শেষ করা যায় না। উনি চান্—হাসপাতালের সবাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আই, এন্, এর পোষাক পরবে, প্রত্যেক ঘরে শুধু নেতাজীর ছবিই থাকবে। শুধু তাই নয়, মহাত্মাজীর আদর্শ হাসপাতাল থেকে একেবারে নষ্ট করবার জন্য উনি অনেক কিছুই করেছেন এবং এখনও করছেন। এ প্রতিষ্ঠান মহাত্মা গন্ধীজীর আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের বিনা আদেশে আমি ওকে ওসব করতে দিতে পারি না।

উমা। (সকলের উদ্দেশ্যে) আপনাদের প্রত্যেক বিভাগেই তো এই একই বিষয় নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে? কি বলেন আপনারা ?

প্রঃ ছাত্র। হ্যাঁ, আমরা শক্তির উপাসনা বা আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ বলে মনে করি। তাই নেতাজীর আদর্শ এই প্রতিষ্ঠানের

প্রত্যেক বিভাগেই শিক্ষা দেওয়া হোক্—এইটেই আমরা চাই এবং এই প্রতিষ্ঠানের নাম "মহাত্মা গান্ধী হরিজন উন্নয়ন কেন্দ্র" না হ'য়ে "নেতাজী সুভাষ হরিজন উন্নয়ন কেন্দ্র" হয় এই আমাদের দাবী এবং 'তার জন্যে আমরা যত প্রকারে সম্ভব আন্দোলন চালিয়ে যাবো। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তার সৃষ্ট আই, এন্, এ, ই বৃটিশকে ভীত, ত্রস্ত এবং শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। তাই বৃটিশ বাধ্য হয়েছে এত শীঘ্র ভারত ছেড়ে চলে যেতে। আর সেই নেতাজীর নাম গন্ধ যাতে নেই, সে প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশে চল্‌তে পারে না, পারবে না। নেতাজীর জীবনেও হরিজনদের সেবার আদর্শ বিরল নয়। তার কংগ্রেস জীবনের প্রারম্ভে তিনি কুলী মজুরের সেবায়ই আত্ম নিয়োগে করেছিলেন। সুতরাং নেতাজী হরিজনদের উন্নতির জন্য কিছু করেন নি একথা বলা চলে না। অন্ততঃ বাংলায় নেতাজীকে বাদ্ দিয়ে এমন কোনও প্রতিষ্ঠান চল্‌তে পারে না।

উমা। তা'হলে আপনারা বল্‌তে চান্—অন্ততঃ আপনাদের কাছে মহাত্মাজী অপেক্ষা নেতাজীই শ্রেষ্ঠ—এইতো?

দুর্গা ও তদ্দলীয় সকলে { না, না ঠিক্ তা নয়। তবে হ্যাঁ, তা আমাদের মতে এক রকম তাইই দাঁড়ায়।

উমা। আর আমি যদি প্রমাণ করতে পারি যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর প্রিয় শিষ্য এবং নেতাজী স্বয়ং মহাত্মাজীকে সর্ব্ব বিষয়ে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন তা'হ'লে আপনারা মত পরিবর্ত্তন করতে রাজী আছেন?

দুর্গা ও তদ্দলীয় সকলে | নিশ্চয়ই আছি।

উমা। আপনারা নিশ্চয়ই এ কথা জানেন যে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ভোটের জোরে নেতাজী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হয়েও পরে মহাত্মাজীর সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে পদত্যাগ করেছিলেন ?

উক্ত সকলে। জানি।

উমা। উপরের দিকে তাঁকিয়ে দেওয়ালের ঐ মাঝখান্টায় ছবিটা দেখুন্ তো একবার। (বলিয়া ফটোখানার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন)

(সকলে দেওয়ালের মাঝখানে স্থিত উপরের দিকের মহাত্মাজী ও নেতাজীর সম্মিলিত বিরাট তৈল চিত্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিলেন। দেখিলেন মহাত্মাজী নেতাজীর মস্তকে আজানুলম্বিত বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক নেতাজীকে সহাস্য আশীর্ব্বাদ করিতেছেন)

কি দেখছেন ? নেতাজী সেবার গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইউরোপে গিয়েছিলেন তা বোধ হয় আপনাদের স্মরণ আছে। সেখান থেকে ফিরে আসবার পরে নেতাজী মহাত্মা গান্ধীজীর আশ্রমে তার আশীর্ব্বাদ পেতে ছুটে গিয়েছিলেন—এ তারই ছবি। বেশ ভাল ক'রে লক্ষ্য করে দেখুন,— মহাত্মাজী হস্ত প্রসারিত করে নেতাজীর মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক নেতাজীকে তিনি যে আশীর্ব্বাদ করছেন তাতে মলিনতা নেই, তাতে হিংসা নেই, তাতে প্রতিদ্বন্দ্বীতা নেই। আরও দেখুন মহাত্মাজীর সহাস্য আশীর্ব্বাদ নেতাজীকে কেমন শান্ত, সৌম্য এবং সুন্দর ক'রে তুলেছে। নেতাজী কি বল্ছেন জানেন ? বল্ছেন —হে জাতির পিতা ! আমাকে কর্ম্মের শক্তি দাও। আশীর্ব্বাদ করো— হে জাতীর জনক ! আমি যেন তোমার স্বাধীনতার বানী বহন করতে পারি। আর মহাত্মাজী কি বল্ছেন জানেন ? মহাত্মাজী বল্ছেন— আশীর্ব্বাদ করছি—তুমি স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হও—ভারত মাতার

বন্ধন মুক্ত করো। নেতাজীর শক্তির উৎস— মহাত্মাজীর প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ। দেখুন্, বেশ ভাল করে দেখুন্।

দুর্গা ও তদ্দলীয় সকলে। আমাদের ভুল আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমাদের ক্ষমা করুণ। মহাত্মাজীর শ্রেষ্ঠত্বকে, তার বিরাটত্বকে আমরা ছোট ক'রে দেখেছি। এর জন্যে আমরা অপরাধী। আমাদের ক্ষমা করবেন। এ প্রতিষ্ঠান যে ভাবে চল্‌ছিল ঠিক্ সেই ভাবেই চল্‌বে, তাতে আমরা খুসীই হবো।

উমা। না, তা হয় না। আপনাদের শ্রদ্ধা এবং আবেগ্‌কে আমি অবমাননা কর্‌তে পারি না। আজ থেকে মহাত্মাজী ও নেতাজী উভয়েরই ছবি প্রত্যেক চরকায় থাক্‌বে। হাস্‌পাতালের প্রত্যেক ঘরে মহাত্মাজীর পার্শ্বেই নেতাজীর ছবি থাক্‌বে। স্কুলে যেমন চর্‌কা কাটা চল্‌বে, তেমনি সামরিক শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা চালু করবো। তাঁতশালার কর্ম্মীরা এবং স্কুলের ছেলেরা "মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়" বলার সঙ্গে সঙ্গে "নেতাজী কি জয়" বলে আনন্দধ্বনি করবে, আর জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীজীর আশীর্ব্বাদে ও শক্তিতে যেমন আমাদের প্রিয় নেতাজী শক্তিমান হয়েছিলেন, আপনারাও নেতাজীর সেই আদর্শ গ্রহণ ক'রে মহাত্মাজীর ভিতরের শক্তি অর্জ্জন ক'রে দেশকে গড়ে তুলুন এই আমার অনুরোধ।

দুর্গা এবং তদ্দলীয় সকলে। আজ থেকে আমরা তাই করবো। আপনার আদেশ আমরা মাথা পেতে নেবো।

অরুণ। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন দেশ গঠনের বিরাট দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত। বিরোধ করবার আমাদের সময় কোথায়?

সমস্ত শক্তির সমন্বয়ে আমরা যে লুপ্ত গৌরব ফিরে পেয়েছি, আমরা যেন তাকে আবার না হারাই—এই আমাদের সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার। জাতির মুক্তির পরে আজ আমাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চল্‌তে হবে।

দুর্গা ও তদ্দলীয় সকলে। আমাদের ভুলের তো মীমাংসাই হ'য়ে গিয়েছে। আমাদের ভুল আমরা বুঝতে পেরেছি।

অরুণ। আজ এই হরিজন কেন্দ্রকে উপলক্ষ করে আপনাদের ভিতরে যে মতান্তরের কারণ ঘটেছিল তা যে নিতান্তই অকারণে সেইটুকুই আমি আপনাদের বুঝিয়ে বল্‌তে চাই। কোটী কোটী ভারতবাসীর উদগ্র কামনার ফলে যে স্বাধীনতা আমরা ফিরে পেয়েছি, মনান্তর বা মতান্তরের জন্যে আমরা যেন আবার সেই স্বাধীনতাকে না হারাই। আমরা যেন আজ জাতীয় প্রতীক ঐ ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত অশোক-চক্র-চিহ্নিত পতাকার সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে পারি। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ্ অন্ততঃ বর্ত্তমানের জন্য আমাদের ভুলে যেতে হবে। আজ বিভিন্ন শক্তিকে একত্রিত করে, ভারতের স্বাধীনতার জন্মদাতা মহাত্মাজীর নির্দ্দিষ্ট পথে দেশকে গড়ে তুলতে হবে, ঐ জাতীয় পতাকার তলে সমস্ত পার্থক্যের সমন্বয় করতে হবে। আর নেতাজীর প্রতি আপনাদের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মেছে, সে শ্রদ্ধা শুধু আপনাদের একারই নয়! ভারতের প্রতিটী নরনারী, আবাল বৃদ্ধ বনিতা নেতাজীকে অন্তরে বাহিরে ঠিক্ আপনাদেরই মত শ্রদ্ধা করে এবং চিরদিনই করবে। নেতাজীর শৌর্য্য, বীর্য্য, সর্ব্বোপরি তার সর্ব্বস্বপণ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

ভারতের তথা জগতের কোনও নেতাই কোনও দিনও নেতাজীর স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে ছোট ক'রে দেখেন নি। এ নিয়ে সত্যিকারের কোনও দ্বন্দ্ব নেই, থাক্‌বেও না। মহাত্মাজীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে আমাদের প্রিয় নেতাজী একান্ত নিঃস্বার্থভাবে তারও চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাই মহাত্মাজীর অন্তরের গোপন আশীর্ব্বাদ তিনি লাভ করেছিলেন এবং মহাত্মাজীরই চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে দ্রুত লাভের জন্য অন্য পথে বৃটিশকে আঘাত হেনেছিলেন। মহাত্মাজী জাতীয় পতাকা হস্তে ডাণ্ডি অভিযান চালিয়েছিলেন, লবণ সত্যাগ্রহের অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, নেতাজীও সেই একই পতাকা হস্তে আই, এন্, এ, কে পরিচালিত করেছিলেন। সুতরাং ও নিয়ে বৃথা দ্বন্দ্বে লাভ নেই। সবাইকে আজ ঐ জাতীয় পতাকার তলে এক হ'তে হবে, মহাত্মাজীর আদর্শে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। মাপ করবেন, আপনাদের অমূল্য সময় আমি যথেষ্ট নষ্ট করেছি।

দুর্গা ও অন্যান্য সকলে। না, না, ও কিছু নয়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন আমরা তা করবো। তা হলে আমরা এখন আসি। নমস্কার।

উমা। আচ্ছা, আসুন আপনারা। নমস্কার।

(উমা ও অরুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

অরুণ। উমা!

উমা। এতে যে আমার বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নেই, অরুদা! একমাত্র সর্দ্দার ভাইএর চেষ্টা ও পরিশ্রমেই শুধু আজ এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। তা'ছাড়া আমার কথা বল্‌ছ অরুদা?

তুমি যা মনে মনে চেয়েছিলে, আমি শুধু তাই কার্য্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। তোমার গোপন আদর্শ, তোমার গোপন অনুপ্রেরণা নিয়ে তোমারই দেওয়া অর্থে আমরা যা করেছি এতো তোমারই কৃত অরুদা! তা'ছাড়া যৌবনের দ্বন্দ্বের শুধু একটা মীমাংসা করেছি মাত্র!

অরুণ। ভুল করছো উমা! তোমার সম্পত্তি আমার অর্থে রক্ষা হয় নি। ও টাকাও যে চাঁদ সর্দ্দারই যোগাড় ক'রে দিয়েছিল!

উমা। কিন্তু কই সর্দ্দারতো কোন দিনই সে কথা আমার কাছে প্রকাশ করেনি!

(পিছন দিকে একদল বালক বালিকাদের গাহিতে শুনা গেল "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম" ইত্যাদি।)

অরুণ। আমি জানি—সে তা প্রকাশ করতে চায় না। চাঁদ সর্দ্দার যে কত বড় উমা! তা তোমায় কেমন করে বোঝাব!

(হঠাৎ চাঁদ সর্দ্দারের প্রবেশ। তাহার হস্তে কাগজে আবৃত একখানি বৃহদাকার স্বর্ণ নির্ম্মিত জাতীয় পতাকা এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমের কর্ম্মীগণ ও জঙ্গলীসর্দ্দারগণ প্রবেশ করিল)

চাঁদ। দেরীটা করছো ক্যানে দিদি? আর দেরীটা করো না। দাও গো দাও, যার বোঝাটা তার ঘাড়কেই চাপাই দাও। বলি, দেরীটা করছো ক্যানে?

উমা। (উমা তাড়াতাড়ি করিয়া ড্রয়ারের ভিতর হইতে একটী দলিল বাহির করিয়া অরুণকে দিতে উদ্যত হইয়া বলিল) ঠিক্ বলেছ, সর্দ্দারভাই, আর দেরী করা ঠিক নয়। নাও, নাও, অরুদা! আমার সমস্ত সম্পত্তি, কলিয়ারী, বাড়ীঘর এ সবই এই হরিজন কেন্দ্রের ব্যয়ভার বহন করবার জন্য দানপত্র রেজেষ্ট্রি ক'রে

রেখেছি, আর তুমিই হচ্ছ এই হরিজন কেন্দ্রের ট্রাষ্টি বা সর্ব্বময় কর্ত্তা। নাও, নাও, অরুদা! গ্রহন করো। দেখছ না— সর্দ্দারভাই আমার উপর রাগ করছে? আমি যে আর দেরী করতে পারছি নে। নাও, আমায় এ ভার থেকে মুক্ত করো অরুদা! (অরুণ মোহাবিষ্টের মত হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক দলিল খানি গ্রহণ করিল)

চাঁদ। দান্‌টা নিলেই তো ডাক্তারবাবু?

অরুন। সর্দ্দার!

চাঁদ। তাইলে ঐ দানটার দক্ষিণাটা তো আমারই দিতে লাগবেক, ডাক্তারবাবু! এই লাও, ডাক্তারবাবু্ এইটা লাও, এইটাই যে আমার দক্ষিণাটা। লিয়ে লাও। (বলিয়া হস্তস্থিত কাগজে আকৃত স্বর্ণ নির্ম্মিত জাতীয় পতাকাখানি খুলিয়া অরুণের হস্তে দিতে উদ্যত হইল) আমার ভিট্টা মাটী, সর্ব্বস্বটা দিয়ে আমি যে দক্ষিণাটা যোগাড় করি লিয়ে আইছি, এইটা আজ এইখানটায় উড়াই দাও। তা নাইলে মানাবে কেম্‌নে গো! এই সোণার দেশটায় আজ সোনার নিশানটা উড়াই দাও (অরুণ গ্রহণ করিল) একদল বালক বালিকা গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল।

"বন্দে মাতরম্! সুজলাং সুফলাং, মলয়জ শীতলং" ইত্যাদি।

(যবনিকা)